মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক চেহারা ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি লক্ষ্য করেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কর্মকাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য রাখেন’

(মুসলিম হা/২৫৬৪)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২১তম বর্ষ ১১ম সংখ্যা
আগষ্ট ২০১৮

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২১তম বর্ষ ১১ম সংখ্যা
যিলক্বদ-যিলহজ্জ ১৪৩৯ হিঃ
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৫ বাং
আগষ্ট ২০১৮ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ ইসলামে শিষ্টাচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ০৩
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ০৮
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

♦ আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ১৫
-অনুবাদ : মীযানুর রহমান

♦ আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা *(শেষ কিস্তি)* *-অনুবাদ : তানযীলুর রহমান* ১৯

♦ শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার উপায় *(২য় কিস্তি)* ২২
-মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম

♦ কুরবানীর মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৮

◈ **দিশারী :**

♦ মক্কা-মদীনার বাইরে আলেম নেই? ৩১
-আহমাদুল্লাহ

◈ **হকের পথে যত বাঁধা :**

♦ মাযহাব না মানার কারণে আশ্রয় হারাতে হ'ল ৩৪

◈ **ভ্রমণ স্মৃতি :**

♦ ইতিহাস-ঐতিহ্য বিধৌত লাহোরে ৩৭

◈ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৯

♦ তুলসী পাতার গুণাগুণ
♦ থানকুনি পাতার ঔষধিগুণ

◈ **ক্ষেত-খামার :** ♦ মরিচ চাষ ৪০

◈ **কবিতা :** ৪১

♦ দিন শেষ ♦ দুর্নীতিবাজ
♦ কালের শপথ ♦ পথহারা পথিক

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৪২

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৩

◈ **মুসলিম জাহান** ৪৪

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪৬

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

হজ্জ

'হজ্জ' ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। এটি বিশ্ব মুসলিমের বার্ষিক সম্মেলনের প্রতীক। 'হজ্জ' অর্থ সংকল্প করা। 'ওমরাহ' অর্থও তাই। কিসের সংকল্প? আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প। বায়তুল্লাহ কেন? কারণ এটি আল্লাহ্র হুকুমে ভূপৃষ্ঠে নির্মিত প্রথম ইবাদত গৃহ *(আলে ইমরান ৩/৯৬)*। যা ফেরেশতাগণ বা আদম (আঃ) অথবা তাঁর সন্তানগণের কেউ প্রথম নির্মাণ করেন *(ইবনু কাছীর)*। এটি পৃথিবীর নাভিস্থল। এটি আল্লাহ্র গৃহ। তিনি তার বান্দাদের এ গৃহ প্রদক্ষিণের আদেশ দিয়েছেন *(হজ্জ ২২/২৯)*। সূর্য-চন্দ্র-পৃথিবী সহ সবকিছু বাম থেকে ডাইনে আবর্তিত হয়। যদিও ঘড়ির কাটা ডাইন থেকে বামে আবর্তিত হয় সম্ভবতঃ ইংরেজী লিখন পদ্ধতির অনুসরণে। ত্বাওয়াফের সময় পুরা প্রকৃতিকে সাথে নিয়ে আমরা কা'বাকে বামে রেখে ডাইনে প্রদক্ষিণ করি এবং সকলের সাথে আমরা আল্লাহ্র বড়ত্ব ঘোষণা করি। ভূ-কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায় সারা পৃথিবীর সময় নির্ধারণের মূল কেন্দ্র এটাই। তাই বর্তমানের গ্রীনিচ মান পরিবর্তিত হয়ে বিজ্ঞানের দাবী অনুযায়ী বায়তুল্লাহ একদিন মানবজাতির সময় কেন্দ্র হবে ইনশাআল্লাহ।

মুমিন ছুটে চলে কা'বার পানে। সে ইবাদত করে কা'বার দিকে ফিরে। তার হৃদয় ঝুলন্ত থাকে কা'বার সাথে। কিন্তু কেন? এটাতো শিকড়ের টান! সৃষ্টির সূচনায় এখানে আরাফা ময়দানে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল আদম সন্তানকে জমা করে আল্লাহ ওয়াদা নিয়েছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? আমরা বলেছিলাম হ্যাঁ' *(আ'রাফ ৭/১৭২; আহমাদ হা/২৪৫৫; মিশকাত হা/১২১)*। আর সেজন্যেই আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করাকে হজ্জ বলা হয়েছে। নইলে হজ্জই হবে না। এতে পিছনের কথাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। যেন সে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে। বায়তুল্লাহ্র আশপাশের স্থানগুলি আল্লাহ্র বড় বড় নিদর্শনে ভরপুর। এখানেই আরাফাতের ময়দানে আমাদের আদি পিতা ও আদি মাতার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী মাটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলেন, 'আমি মূসাকে দেখতে পাচ্ছি দু'কানে আঙ্গুল দিয়ে জোরে জোরে তালবিয়াহ পাঠ করতে করতে চলে যাচ্ছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি ইউনুস তার লাল উটে চড়ে তালবিয়া পাঠ করতে করতে এই উপত্যকা অতিক্রম করছেন' *(মুসলিম হা/১৬৬)*।

এই বায়তুল্লাহ কেবলমাত্র আব্দুল্লাহদের ক্বিবলা। যারা নিরংকুশভাবে কেবল এক আল্লাহ্র দাসত্ব করে ও এক নবীর আনুগত্য করে। এখানে মুশরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ *(তওবা ৯/২৮)*। যে ব্যক্তি এখানে নাস্তিক্যবাদী কর্মকাণ্ডের এরাদা করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দেন' *(হজ্জ ২২/২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের ৫০ বা ৫৫ দিন পূর্বে ইয়ামনের খৃষ্টান গবর্ণর আবরাহা ৬০ হাযার সেনাদল নিয়ে কা'বা ধ্বংস করতে এসেছিল। কিন্তু আল্লাহ পক্ষীকুল পাঠিয়ে তাদের সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেন। আবরাহার প্রধান হস্তী 'মাহমূদ' মুযদালিফার অনতিদূরে 'মুহাসসির' উপত্যকায় অক্ষম হয়ে বসে পড়ে। তার পথপ্রদর্শক ত্বায়েফের ছাক্বীফ গোত্রের আবু রিগাল মক্কার নিকটবর্তী 'মুগাম্মিস' নামক স্থানে পৌঁছে মৃত্যুবরণ করে। এভাবে আল্লাহ্র অদৃশ্য বাধায় বায়তুল্লাহ নিরাপদ থাকে। সেকারণ এই গৃহকে আল্লাহ 'মুক্ত গৃহ' বলেছেন *(হজ্জ ২২/২৯)*। অর্থাৎ কাফের-মুনাফিকদের অধিকার হ'তে এই গৃহ সর্বদা মুক্ত থাকবে।

হজ্জ ঐক্যবদ্ধভাবে তাওহীদ ঘোষণার সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান। সকলে একই পোষাকে এবং একই ভাষায় ও বাক্যে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সরবে বলে, লাব্বাইকাল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক; ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুল্ক, লা শারীকা লাক' *(মুসলিম হা/২১৩৭)*। 'আমি হাযির হে আল্লাহ আমি হাযির। আমি হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও রাজত্ব সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'। অথচ জাহেলী আরবের মুশরিকরা বলত, লাব্বাইকা লা শারীকা লাক, ইল্লা শারীকান হুয়া লাক; তামলিকুহু ওয়া মা মালাক' (আমি হাযির; তোমার কোন শরীক নেই, কেবল ঐ শরীক ব্যতীত যা তোমার জন্য রয়েছে। তুমি যার মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক' *(মুসলিম হা/১১৮৫)*। তারা কা'বার তত্ত্বাবধায়ক হবার অহংকারে 'হারাম' এলাকার মধ্যে মুযদালিফায় হজ্জের উদ্দেশ্যে সমবেত হ'ত। কিন্তু হারামের বাইরে হওয়ায় আরাফাতের ময়দানে যেত না। ইসলাম তাদের এই অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছে এবং সকলকে আরাফাতের ময়দানে জমা হ'তে, অতঃপর সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসতে নির্দেশ দিয়েছে। তারা আরাফাত থেকে মুযদালিফা যেত সন্ধ্যার পূর্বে। ইসলাম সবাইকে মাগরিবের পরে যেতে বাধ্য করেছে। তারা মুযদালিফা থেকে মিনায় যেত সূর্যোদয়ের পর। ইসলাম তাদেরকে সূর্যোদয়ের পূর্বে রওয়ানা হবার আদেশ দিয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে সূদী কারবার সহ জাহেলী যুগের সকল কুপ্রথা নিষিদ্ধ করে শেষনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোষণা করেন, তোমরা শুনে রাখ! জাহেলী যুগের সকল রীতি আমার দু'পায়ের তলে নিক্ষিপ্ত হ'ল *(মুসলিম হা/৩০০৯)*। সেকারণ হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, শরী'আত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বিশেষ করে হজ্জের ব্যাপারে মুশরিকদের বিরোধিতার উদ্দেশ্য নিয়ে' *(তাহযীবুস সুনান ১/১৯৯)*।

হজ্জ মুসলমানকে মাটির মানুষে পরিণত করে। সবাই ইহরামের দু'চিলতে সেলাই বিহীন সাদা পোষাক পরে আল্লাহ্র ঘরে সমবেত হয়। হাইরাইজ বিল্ডিং ও বস্তি ঘরের অধিবাসী একাকার হয়ে সবাইকে দিনের বেলায় আরাফাতের শূন্য ময়দানে অবস্থান করতে হয় এবং রাতের বেলায় মুযদালিফা পাহাড়ের পাদদেশে শয্যাহীন কংকর ভূমিতে কাফন পরিহিতের ন্যায় ঘুমাতে হয়।

হজ্জ মুমিনকে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়। তাকে মীক্বাত থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কায় আসতে হয়। আগে-পিছে করার অনুমতি নেই। বিনা ইহরামে মীক্বাত অতিক্রম করে এলে তাকে ফিদইয়া স্বরূপ একটি কুরবানী দিতে হয়। মক্কায় এসেই তাকে বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফ করতে হয়। বায়তুল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে তওয়াফের অনুমতি নেই। অতঃপর হজ্জের জন্য তাকে আরাফা ময়দানে ৯ই যিলহাজ্জ তারিখে অবস্থান করতে হয়। অন্য কোন তারিখে অবস্থান করলে হজ্জ হবে না। মিনায় কংকর কেবল জামরাতেই মারতে হবে, অন্যত্র নয়। কুরবানী কেবল মিনা ও হারাম এলাকার মধ্যে করতে হবে, বাইরে নয়। কুরবানীর পরে মাথা মুণ্ডন করতে হয় অথবা সমস্ত চুল ছাটতে হয়। এভাবে হজ্জ তার প্রতিটি আনুষ্ঠানিকতায় মানুষের দম্ভ চূর্ণ করার ও আল্লাহ্র বিধান সমূহের প্রতি আত্মসমর্পণের বাস্তব প্রশিক্ষণ দেয়। আল্লাহ বলেন, '(হজ্জের) বিধান সমূহ পালন করা ছাড়াও যে ব্যক্তি আল্লাহকৃত হারাম সমূহকে সম্মান করবে (অর্থাৎ পাপ সমূহ হ'তে বিরত থাকবে), সেটি তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য উত্তম হবে' *(হজ্জ ২২/৩০)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ইবাদতের রূহ হ'ল আল্লাহ্র বিধান সমূহের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা' *(মাদারেজুস সালেকীন ২/৪৬৪)*। হজ্জ মুমিন হৃদয়ে সেটারই উজ্জীবন ঘটায়। আর সেকারণেই প্রায় দেড়-দু' মাস একত্রে অবস্থান করা সত্ত্বেও বিশ-পঁচিশ লাখ মানুষের এই মহা সম্মেলনে কোন অনৈতিক বা অমানবিক ঘটনার কথা শোনা যায় না। অথচ পৃথিবীর নামকরা সব গীর্জায় ও মন্দিরে নোংরা ঘটনা সমূহের খবর প্রকাশিত হচ্ছে অহরহ।

[বাকী অংশ ১৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

ইসলামে শিষ্টাচারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানব জীবনে আদব বা শিষ্টাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আদবকে ইসলামের সারবস্তু বললেও হয়তো অত্যুক্তি হবে না। আদর্শ ও সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তম চরিত্র, ভাল ব্যবহার ও সুসভ্য জাতি গঠনের সর্বোত্তম উপায় ও উপকরণ রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে নববীতে। আহার-পানীয় গ্রহণে, অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময়ে, সালাম আদান-প্রদানে, অনুমতি গ্রহণে, ওঠাবসা, কথা বলা, আনন্দ ও শোক প্রকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুমিনের আচরণ কিরূপ হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। কোন মুসলিম কাঙ্ক্ষিত মানের ও সুসভ্য মানুষ রূপে গড়ে উঠবে এবং নিজেকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে সক্ষম হবে তখনই, যখন ইসলামী শিষ্টাচারের সুষমাকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পার্থিব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। তাই মানব জীবনে শিষ্টাচার অতি গুরুত্বপূর্ণ।

শিষ্টাচারের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْهَـدْيَ الصَّالِحَ، وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ، وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِـنْ خَمْـسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءًا مِـنَ النُّبُـوَّةِ– ‘নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র, ভাল ব্যবহার ও পরিমিত ব্যয় বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করা নবুঅতের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ’।[১]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, أُطْلُبِ الْأَدَبَ فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ، وَدَلِيلٌ عَلَى الْمُرُوْءَةِ، مُـؤْنِسٌ فِـي الْوَحْـدَةِ، وَصَاحِبٌ فِي الْغُرْبَةِ، وَمَالٌ عِنْدَ الْقِلَّةِ– ‘তুমি আদব অন্বেষণ কর। কারণ আদব হ’ল বুদ্ধির পরিপূরক, ব্যক্তিত্বের দলীল, নিঃসঙ্গতায় ঘনিষ্ঠ সহচর, প্রবাসজীবনের সঙ্গী এবং অভাবের সময়ে সম্পদ’।[২]

আহনাফ আল-কায়েস বলেন, الأدب نور العقل كما أن النار نور البصر ‘আদব বা শিষ্টাচার বিবেকের জ্যোতি যেমন আগুন দৃষ্টিশক্তির জ্যোতি’।[৩]

কোন কোন দার্শনিক বলেন, لاَ أَدَبَ إلاَّ بِعَقْلٍ، وَلاَ عَقْلَ إلاَّ بِـأَدَبٍ ‘জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়া শিষ্টাচার হয় না; আর আদব ছাড়া জ্ঞানও হয় না’।[৪] অর্থাৎ একটি আরেকটির পরিপূরক।

১. *আবুদাঊদ হা/৪৭৭৬; মিশকাত হা/৫০৬০; ছহীহুল জামে‘ হা/১৯৯২-৯৩।*
২. *ইছবাহানী, মুনতাখাব; সাফারিঈনী, গিযাউল আলবাব, ১/৩৬-৩৭।*
৩. *ঐ, ফৎওয়া আল-মিছরিয়া, ১০/৩৫৯, ‘আদব’ অধ্যায়।*
৪. *ইবনু আব্দিল বার্র, আদাবুল মাজালিসাহ ওয়া হামদুল লিসান, (দারুছ ছাহাবাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৯হিঃ/১৯৮৯খ্রিঃ), পৃঃ ৫৫; আল-মাওয়ারদী, আল-আদাবুল ওয়াযীর, (কায়রো : মাকতাবুল খানজী, (১৪১৪হিঃ/১৯৯৩খ্রিঃ), পৃঃ ৩১।*

রুওয়াইম ইবনু আহমাদ আল-বাগদাদী তার ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলেন, اجْعَلْ عَمَلَكَ مِلْحًا وَأَدَبَكَ دَقِيْقًا ‘তুমি তোমার আমলকে লবণ ভাববে, আর তোমার আদবকে মনে করবে ময়দা’।[৫] অর্থাৎ তুমি আমলের চেয়ে আদবকে এত অধিক গুরুত্ব দিবে, লবণ ও ময়দার স্বাভাবিক মিশ্রণে উভয়ের অনুপাত যেভাবে কম-বেশী হয়। সুতরাং মানব জীবনে আদব শিষ্টাচার অতি গুরুত্বপূর্ণ।

দৈনন্দিন জীবনে শিষ্টাচার :

জীবনের প্রতিটি কাজ একটি নীতি-আদর্শ অনুসারে পরিচালিত হওয়াকে আদব বা শিষ্টাচার বলে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই আদব বা শিষ্টাচার অনুযায়ী চলতে হয়। শৃঙ্খলা অনুসারে চললে সমাজে ভারসাম্য বজায় থাকে। নির্দেশনা অনুসারে কাজ করা না হ’লে সে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না এবং তাতে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। শিষ্টাচারের সর্বোত্তম উদাহরণ হ’লেন মহানবী (ছাঃ)। আল্লাহ্ বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَـى خُلُـقٍ عَظِـيْمٍ ‘তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী *(ক্বলম ৬৮/৪)*।

কুরআনের আলোকে শিষ্টাচার : শিষ্টাচারের বিভিন্ন দিক কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। শিষ্টাচারের শিক্ষা দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ‘তুমি ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর। লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল’ *(আ‘রাফ ৭/১৯৯)*। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ–

‘ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ’তে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে। এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ’তে পারে, যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই গুণের অধিকারী কেবল তারাই হ’তে পারে, যারা মহা ভাগ্যবান’ *(ফুছছিলাত/হামীম সাজদাহ ৪১/৩৪-৩৫)*। মুমিনদের প্রশংসায় আল্লাহ আরো বলেন, الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ– ‘যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৪)*।

৫. *ড. আলী আব্দুল হামীদ, আত-তাহযীলুদ দিরাসী বিল ক্বাইয়েমিল ইসলামিয়াহ, (বৈরূত : ১ম প্রকাশ, ১৪৩০হিঃ/২০১০খ্রিঃ), পৃঃ ১৫৪; আল-কুরাফী, আল-ফুরূক্ব, ৩/৯৬।*

Contents

হাদীছের আলোকে শিষ্টাচার : ইসলাম মানুষকে সর্বোত্তম আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য এসেছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ 'আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা প্রদানের জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[৬] আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি উত্তরে বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 'তার চরিত্র হ'ল কুরআন'।[৭]

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) চারিত্রিক ও মৌখিক অশ্লীলতা হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَبَّابًا وَلاَ فَحَّاشًا وَلاَ لَعَّانًا، كَانَ يَقُوْلُ لأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ، تَرِبَ جَبِيْنُهُ– 'নবী করীম (ছাঃ) কাউকে গালি দিতেন না, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতেন না এবং কাউকে অভিশাপ দিতেন না। কাউকে তিরস্কার করতে হ'লে শুধু এটুকু বলতেন, তার কী হয়েছে। তার কপাল ধুলায় ধূসরিত হোক'।[৮]

তিনি আরো বলেন, خَدَمْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِيْ أُفٍّ وَلاَ لِمَ صَنَعْتَ وَلاَ أَلاَّ صَنَعْتَ. 'আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূল (ছাঃ)-এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। তিনি আমার ব্যাপারে কখনো 'উহ' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। আর তিনি কখনো বলেননি, তুমি কেন এটা করেছ কিংবা এটা কেন করনি'?[৯]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا 'তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যাদের চরিত্র উত্তম'।[১০] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا 'তোমাদের মধ্যে আমার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম'।[১১] তিনি আরো বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا– 'তোমাদের যে ব্যক্তির চরিত্র ও আচরণ সর্বোত্তম, তোমাদের মধ্যে সে-ই আমার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় এবং ক্বিয়ামত দিবসেও আমার খুবই নিকটে থাকবে'।[১২]

ইসলামী শিষ্টাচারের কতিপয় দিক :

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এতে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্দেশনা নিহিত আছে। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের সকল সমস্যার সুষ্ঠু-সুন্দর সমাধান রয়েছে ইসলামে। নিম্নে কিছু দিক উল্লেখ করা হ'ল।-

সালাম বা সম্ভাষণ : শিষ্টাচার সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে সর্বাগ্রে আসে পারস্পরিক সম্ভাষণের বিষয়টি। এই সালামের ব্যাপারে প্রত্যেককে অগ্রণী হ'তে হবে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সালামের উত্তর দিতে হবে। ইসলামে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[১৩] সম্ভবপর মুছাফাহা করা এবং কুশল বিনিময় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ 'যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয়, আল্লাহ্র নিকট লোকদের মধ্যে সেই উত্তম'।[১৪]

উপহার-উপঢৌকন : হাদিয়া বা উপহার আদান-প্রদান করা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। এতে পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি-সদ্ভাব গড়ে ওঠে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا 'তোমরা একে অপরকে উপঢৌকন দাও এবং ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হও'।[১৫]

দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড : মানুষের সাথে ওঠা-বসা, পানাহার, বসবাস ও সহাবস্থান সমাজ জীবনের মৌলিক কাজ। এসব প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডে শিষ্টাচারের প্রমাণ পাওয়া যায় রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনচরিতে। যেমন হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ– 'যখন নবী করীম (ছাঃ) হাঁচি দিতেন, তিনি তাঁর মুখমণ্ডলে হাত বা কাপড় দ্বারা আবৃত করতেন এবং তদ্বারা তাঁর স্বর বন্ধ করতেন'।[১৬] বিকট আওয়াজে অট্টহাসি হাসা, চিৎকার ও হৈ হুল্লোড় ইত্যাদি করা কোন শালীন মানুষের কাজ নয়। পক্ষান্তরে মৃদু বা মুচকি হাসি অপরের মনে বিরক্তির উদ্রেক করে না। বরং আনন্দ দেয় ও ভালোবাসা পয়দা করে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِه، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ– 'আমি রাসূল (ছাঃ)-কে অট্টহাসি করতে দেখিনি, যাতে তাঁর জিহ্বার তালু দেখা যায়। তিনি মৃদু হাসতেন'।[১৭]

পরিপাটি থাকা : ইসলাম মানুষকে সদা পরিপাটি থাকতে শিখায়। আতা বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

৬. *শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৫০৯৬; ছহীহাহ হা/৪৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৭৩।*
৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩০৮; ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১।*
৮. *বুখারী হা/৬০৩১; মিশকাত হা/৫৮১১।*
৯. *বুখারী হা/৬০৩৮; মুসলিম হা/২৩০৯; মিশকাত হা/৫৮০১।*
১০. *বুখারী হা/৬০২৯।*
১১. *ছহীহাহ হা/৭৯২।*
১২. *তিরমিযী হা/২০১৮; ছহীহাহ হা/৭৯১; ছহীহুল জামে' হা/২২০১।*
১৩. *বুখারী হা/১২; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।*
১৪. *আবুদাঊদ হা/৫১৯৭; মিশকাত হা/৪৬৪৬; ছহীহাহ হা/৩৩৮২।*
১৫. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪; ইরওয়া হা/১৬০১।*
১৬. *আবুদাঊদ হা/৫০২৯; তিরমিযী হা/২৭৪৫; মিশকাত হা/৪৭৩৮।*
১৭. *বুখারী হা/৪৮২৮; মিশকাত হা/১৫১২।*

وَسَلَّمَ بِيَدِه أَنْ اخْرُجْ كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِه وَلِحْيَتِه فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ-

'রাসূল (ছাঃ) মসজিদে অবস্থানকালে একটি লোক মাথা ও দাড়ির কেশ অবিন্যস্ত অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করল। রাসূল (ছাঃ) হাত দ্বারা তার দিকে ইশারা করলেন যেন সে তার মাথা ও দাড়ির কেশ বিন্যাস করে। সে ব্যক্তি তা করে ফিরে এলো। রাসূল (ছাঃ) বললেন, শয়তানের মতো তোমাদের কোন ব্যক্তির এলোকেশে আসার চেয়ে এটা কি উত্তম নয়?[১৮]

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা : পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা শিষ্টাচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ- 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালবাসেন ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(বাক্বারাহ ২/২২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ- 'সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হওয়াকে ভালবাসে। বস্তুতঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন' *(তওবা ৯/১০৮)*।

লাজুকতা : লজ্জাশীলতা সভ্যতা ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক। রাসূল (ছাঃ) ছিলেন লজ্জাশীলতার মূর্ত প্রতীক। তিনি বলেন, الْحَيَاءُ مِنَ الإِيْمَانِ 'লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ'।[১৯]

জনসাধারণের সাথে উত্তম ব্যবহার : জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার সাথে সুন্দর আচরণ করা ও ভাল কথা বলা, ভদ্র ও মার্জিত রুচির পরিচায়ক। সদাচরণ মানুষকে কাছে টানে। সদাচরণের বাস্তব উদাহরণ ছিলেন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ঘোষণা, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ- 'আর আল্লাহ্‌র রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ'তে তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ৩/১৫৯)*।

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রার্থনাকারীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ। উম্মু বুজাইদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ভিক্ষুক আমার দরজায় দাঁড়ায়, আমার বাড়িতে কিছু না থাকায় আমি তার হাতে কিছু দিতে পারি না, এতে আমি লজ্জাবোধ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কিছু হ'লেও দাও'।[২০] এছাড়া আল্লাহ তা'আলা সাহায্যপ্রার্থীকে ধমকাতে নিষেধ করেছেন *(যোহা ৯৩/১০)*। অন্য আয়াতে অপারগ অবস্থায় কিছু দিতে না পারলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলার নির্দেশনা এসেছে *(বনী ইস্রাঈল ১৭/২৮)*।

ছোটদের আদর-স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান-শ্রদ্ধা করা ইসলামী শিষ্টাচার। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا- 'যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান বোঝে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[২১]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كُلُّ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صَدَقَةٌ- 'প্রত্যেক ভালো কথাও ছাদাক্বা'।[২২] তিনি আরো বলেন, اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ- 'তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে থাকো, একটি খেজুর দিয়ে হ'লেও। আর যদি তুমি সেটাও না পাও তাহ'লে উত্তম কথা দ্বারা হ'লেও (আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা কর)।[২৩]

সর্বোত্তম মানুষ সেই, যার দ্বারা মানবকল্যাণ সাধিত হয়। আর সেই প্রকৃত মানুষ যে তার ভাইকে উপস্থিত-অনুপস্থিত সর্বাবস্থায়ই রক্ষা করে। মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদতের জন্য। আর মানবসেবা ও সৃষ্টির খেদমতও ইবাদত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ 'যমীনে যে আছে তার প্রতি তোমরা দয়া কর, আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন'।[২৪]

প্রতিটি সৎকাজই ছাদাক্বা : নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ 'প্রতিটি সৎ কাজই ছাদাক্বা'।[২৫] তিনি আরো বলেন, عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. فَقَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِه فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ. قَالُوْا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ. قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ- 'প্রত্যেক মুসলিমের ছাদাক্বা করা উচিত। ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহর নবী (ছাঃ)! কেউ যদি ছাদাক্বা দেওয়ার মত কিছু না পায়? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, ছাদাক্বাও করতে পারবে। তারা

১৮. *মুওয়াত্ত্বা মালেক; ছহীহাহ হা/৪৯৩।*
১৯. *বুখারী হা/২৪; মুসলিম হা/৩৬; মিশকাত হা/৫০৭৭।*
২০. *আহমাদ হা/২৭১৯২; আবুদাঊদ হা/১৬৬৭; তিরমিযী হা/৬৬৫; মিশকাত/১৮৭৯।*
২১. *আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯২০; ছহীহ আত-তারগীর হা/১০০।*
২২. *ছহীহাহ হা/৫৭৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪২২।*
২৩. *বুখারী হা/৬০২৩, ৬৫৪০, ৬৫৬৩; মুসলিম হা/১০১৬; মিশকাত হা/৫৮৫৭।*
২৪. *আবুদাঊদ হা/৪৯৪১; তিরমিযী হা/১৯২৪; মিশকাত হা/৪৯৬৯।*
২৫. *বুখারী হা/৬০২১; মুসলিম হা/১০০৫; মিশকাত হা/১৮৯৩।*

বললেন, যদি এরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন, কোন বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করবে। তারা বললেন, যদি এতটুকুরও সামর্থ্য না থাকে? তিনি বললেন, এ অবস্থায় সে যেন নেক আমল করে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। এটা তার জন্য ছাদাক্বা বলে গণ্য হবে'।[২৬]

হাসিমুখে কথা বলা ও রাগ না করা : মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলা উচিত। রাসূল (ছাঃ) সর্বদা মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন।[২৭] একজন হাস্যোজ্জ্বল মানুষের সাথে যে কেউ কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। সেই সাথে রাগ পরিহার করবে। কেননা ক্রোধান্বিত হয়ে মানুষ অধিক ভুল করে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْصِنِى. قَالَ لاَ تَغْضَبْ. فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ لاَ تَغْضَبْ. 'জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার কথাটা পুনরাবৃত্তি করলে নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেকবারই বললেন, রাগ করো না'।[২৮]

সুন্দর কথা বলা : পৃথিবীতে যত আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সুন্দর কথা দিয়েই হয়েছে। অসুন্দর কথা ও খারাপ ভাষা প্রয়োগ করে কোন আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভাল কথা দিয়ে সহজেই মানুষের মন জয় করা যায়। শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সুভাষী ছিলেন। একটি সুন্দর কথা ভালো গাছের মতো, মাটিতে যার শিকড় বদ্ধমূল, আকাশে যার শাখা বিস্তৃত, যে গাছ অফুরন্ত ফল দান করে। তাই সুস্পষ্ট ভাষায় সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে।

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা : প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ও ভাল ব্যবহার করা একজন মুসলমানের অন্যতম কর্তব্য। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা উজাড় করে দিয়ে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা ও সদ্ভাব বজায় রাখা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا ائْتُمِنَ، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ– 'যে ব্যক্তি এটা পসন্দ করে যে, আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূল তাকে ভালোবাসুক, সে যেন কথা বললে সত্য বলে, আমানত রাখা হলে তা পূর্ণ করে এবং স্বীয় প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করে'।[২৯] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا زَالَ يُوصِينِى جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ 'জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য এত বেশী উপদেশ দিতে থাকেন যে, আমি ভেবেছিলাম হয়তো প্রতিবেশীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে দিবেন'।[৩০] তিনি আরো বলেন, لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ– 'এক মুমিনের উপর অপর মুমিনের ছয়টি অধিকার রয়েছে। যথা- অসুস্থ হ'লে তাকে দেখতে যাওয়া, মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত দিলে তা কবুল করা, সাক্ষাৎ হ'লে তাকে সালাম দেওয়া, হাঁচি দিলে জবাব দেওয়া এবং উপস্থিতিতে ও অনুপস্থিতিতে তার কল্যাণ কামনা করা'।[৩১]

পারস্পরিক দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেওয়া : কোন লোকের মধ্যে দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হ'লে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাকে ব্যক্তিগতভাবে বলতে হবে। যাতে সে সংশোধন হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ– 'এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়না স্বরূপ। এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। তারা একে অপরকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে রক্ষা করে'।[৩২]

কু-ধারণা না করা : অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সুধারণা পোষণ করতে হবে। তার প্রতি অযথা কু-ধারণা পোষণ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কোন কোন ধারণা পাপ' *(হুজুরাত ৪৯/১২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا– 'তোমরা অনুমান করা থেকে সাবধান হও। কেননা অনুমান অবশ্যই সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা। আর তোমরা অন্যের দোষ অন্বেষণ করো না, গুপ্তচরবৃত্তি করো না, পরস্পরের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো না এবং পরস্পরের সাথে হিংসা করো না। পরস্পরের ক্ষতি করার জন্য পেছনে লেগে থেকো না। আর তোমরা সকলে মিলে আল্লাহ্র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৩৩]

---

২৬. বুখারী হা/১৪৪৫; মুসলিম হা/১০০৮; মিশকাত হা/১৮৯৫।
২৭. বুখারী হা/৩০৩৬; মুসলিম হা/২৪৭৫; তিরমিযী হা/৩৬৪১।
২৮. বুখারী হা/৬১১৬; তিরমিযী হা/২০২০; মিশকাত হা/৫১০৪।
২৯. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১৪৪০; মিশকাত হা/৪৯৯০, সনদ ছহীহ।
৩০. বুখারী হা/৬০১৪-১৫; মুসলিম হা/২৬২৫; মিশকাত হা/৪৯৬৪।
৩১. তিরমিযী হা/২৭৩৭; নাসাঈ হা/১৯৩৮; মিশকাত হা/৪৬৩০।
৩২. আবুদাঊদ হা/৪৯১৮; মিশকাত হা/৪৯৮৫; ছহীহাহ হা/৯২৬।
৩৩. বুখারী হা/৬০৬৪, ৬০৬৬; মুসলিম হা/২৫৬৩; মিশকাত হা/৫০২৮।

সবার জন্য কল্যাণ কামনা করা : এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য কল্যাণ কামনা করবে। আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। এখানে একজন মুসলমানকে সকল মানুষের কল্যাণ কামনার জন্য বলা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ- 'সদুপদেশ দেয়াই দ্বীন। আমরা আরয করলাম, কার জন্য উপদেশ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের'।[৩৪] সুতরাং মানুষের কল্যাণ কামনায় তাকে উপদেশ দিতে হবে।

অপর ভাইকে সাহায্য-সহযোগিতা করা : এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাইকে সাধ্যমত সহযাগিতা করবে এটা ইসলামের শিক্ষা। এর ফলে সে আল্লাহর সাহায্যের হকদার হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِى حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،

'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত থাকেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটি সমস্যা দূর করবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্যাগুলির একটি সমস্যা দূর করে দিবেন'।[৩৫] তিনি আরো বলেন, انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا 'তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত হোক'।[৩৬] অর্থাৎ প্রতিবেশী যদি অত্যাচারী হয় তবে তাকে অত্যাচার থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সাহায্য করতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং পাপ ও সীমা লংঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। সাহায্য ও ঋণ চাইলে দিতে হবে। প্রতিবেশী পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ- 'যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের নিকট উপদেশ চাইবে, তখন সে যেন তাকে উপদেশ দান করে'।[৩৭]

অফিস-আদালতে শিষ্টাচার : অনেক অফিস-আদালতে কর্তাব্যক্তি ছোটখাট কোন কারণে অধীনস্থদের হুমকি-ধমকি দিয়ে দমিয়ে রাখতে পসন্দ করে। ফলে অধঃস্তনদের মনে সবসময় একটি অজানা ভীতি তাড়া করে ফিরে। কোন দোষ নেই, অপরাধ নেই তথাপিও অধীনস্থরা তাদের বড় ছাহেবের ভয়ে সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকে। এতে কর্তাব্যক্তির ভুলের সংশোধন হওয়ার সুযোগ থাকে না। তাই প্রতিষ্ঠানও তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। অথচ প্রতিষ্ঠান প্রধান যদি তার অধঃস্তনের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন তাহ'লে অধীনস্থরা প্রাণ খুলে আল্লাহ্র কাছে তাঁর জন্য দো'আ করত। সবাই মিলেমিশে প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারত।

মুমিনের জীবনাচার : ইসলামে শিষ্টাচারকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। ইসলাম পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং জীবন যাপনের বিভিন্ন পর্যায়ে সার্বজনীন শিষ্টাচার বা আদব-কায়দা মেনে চলার নির্দেশনা দিয়েছে। মানুষের সেবা করা আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং আমাদেরকে সাধ্যমত জনসেবা করা উচিত। সর্বোত্তম ব্যবহার, বিনয়ী আচরণ, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের মাধ্যমে সেবাদান নিশ্চিত করতে হবে। নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সদা সচেতন থাকতে হবে।

মুসলমানের পরিচয় : উত্তম মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সুন্দর। সেই পূর্ণ মুসলমান যার আচরণ সর্বোত্তম। যে ব্যক্তি লেনদেন ও কাজ-কারবারে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত, ওয়াদা পূর্ণ করে ও দায়িত্ব পালন করে; মানুষকে ধোঁকা দেয় না, আমানতের খেয়ানত করে না, মানুষের হক নষ্ট করে না, ওযনে কম দেয় না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং সূদ-ঘুষসহ যাবতীয় অবৈধ উপার্জন থেকে বিরত থাকে, সেই প্রকৃত মুসলমান। খাঁটি মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হাত থেকে অপর মানুষ নিরাপদে থাকে। কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্যে যা পসন্দ করে তার ভাইয়ের জন্যও তা পসন্দ করবে।

উপসংহার : রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের সাথে ও তাঁর অধীনস্থদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন।[৩৮] আর মহান আল্লাহ রাসূলের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন *(আহযাব ৩৩/২১)*। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও অনুকরণ করা। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহপাঠী, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী, যানবাহনে সহযাত্রী সহ ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সবার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শিষ্টাচার তথা উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

৩৪. বুখারী তা'লীক; মুসলিম হা/৫৫; মিশকাত হা/৪৯৬৬।
৩৫. বুখারী হা/২৪৪২; মুসলিম হা/২৫৮০; মিশকাত হা/৪৯৫৮।
৩৬. বুখারী হা/২৪৪৩-৪৪; তিরমিযী হা/২২৫৫; মিশকাত হা/৪৯৫৭।
৩৭. বুখারী তা'লীক; গায়াতুল মারাম হা/৩৩৩।
৩৮. বুখারী হা/৬০৩৮; মুসলিম হা/২৩০৯; মিশকাত হা/৫৮০১।

Contents

তাক্বলীদের বিরুদ্ধে ৮১টি দলীল

মূল : ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ
*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

তারা জানাযার ছালাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হ'লে পানি পাওয়া সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা জায়েয বলেন। এর প্রমাণ হিসাবে তারা নবী করীম (ছাঃ) কর্তৃক সালামের জবাব দিতে গিয়ে তায়াম্মুম করা সংক্রান্ত আবূ জাহ্ম (রাঃ)-এর হাদীছ তুলে ধরেন। তারপর তারা দুই জায়গায় এই হাদীছের বিরোধিতা করেন। (১) তিনি তার মুখমণ্ডল ও হাতের দুই তালুতে তায়াম্মুম করেছেন দুই কনুই পর্যন্ত নয়।[১] (২) তারা ওযূহীন ব্যক্তির জন্য সালামের জবাব দানকে মাকরূহ গণ্য করেন না এবং সালামের উত্তর দেওয়ার জন্য তায়াম্মুম করা মুস্তাহাব মনে করেন না।[২]

তারা ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা শৌচকার্যে দু'টি ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার যথেষ্ট হওয়ার দলীল দেন। তিনি বলেছেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ- وَقَالَ لَهُ : ائْتِنِي بِأَحْجَارٍ، فَأَتَاه بِحَجَرَيْنِ وروثة، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : هَذِه رِكْسٌ- 'একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শৌচকার্যে গমনের জন্য আমাকে তিনটি পাথর এনে দিতে বলেন। আমি দু'টি পাথর পেলাম। আর তৃতীয়টি খোজাখুঁজির পরও না পেয়ে তার কাছে শুকনো গোবর নিয়ে আসলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবরটা ফেলে দিলেন এবং বললেন, এটা অপবিত্র'।[৩]

তারপর তারা হাদীছের মূল কথারই বিরোধিতা করেছেন। তারা গোবর দিয়ে শৌচকার্যের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু হাদীছ থেকে দু'টি পাথর যথেষ্ট হওয়ার যে নির্দেশনা পাওয়া গেল সেদিকে তারা দলীল গ্রহণ করেননি।

তারা বলেন, 'মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযূ ভাঙ্গে না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) (তাঁর নাতনী) উমামা বিনতে আবুল আছকে কাঁধে তুলে ছালাত আদায় করছিলেন। তিনি যখন দাঁড়াচ্ছিলেন তখন তাকে তুলে নিচ্ছিলেন, আবার যখন রুকূ' কিংবা সিজদায় যাচ্ছিলেন তখন নামিয়ে দিচ্ছিলেন।[৪] তারপর তারা বলেছেন, 'এভাবে ছালাত আদায় করলে ইমাম-মুক্তাদী সবার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে'।

জনৈক বিদ্বান বলেছেন, 'এরা এভাবে ছালাত আদায় তো বাতিল করে দেয়, কিন্তু নিম্নোক্ত নিয়মের ছালাত তারা খুব শুদ্ধ বলে। যেমন একজন ছালাত আদায়কারী مُـــدْهَامَّتَان *(আর-রহমান ৫৫/৬)* আয়াতটি আরবীর বদলে ফারসীতে পড়ল; তারপর একবার শ্বাস ফেলার পরিমাণ সময় রুকূ' করল; তারপর রুকূ' থেকে তলোয়ারের মত বাঁকা ধারের মত সোজা হয়ে অথবা মোটেও সোজা না হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু সিজদাকালে তার দুই হাত ও দুই পা মাটিতে রাখল না, এমনকি সম্ভব হ'লে তার দুই হাঁটু ও কপালও মাটিতে রাখল না কেবল নাকের ডগা একবার শ্বাস ফেলার পরিমাণ সময় মাটিতে রেখে সিজদা করল; তারপর তাশাহহুদ পরিমাণ সময় বসল; তারপর ছালাতের পরিপন্থী কোন কাজ করল যেমন নিঃশব্দে অথবা সশব্দে পায়ু পথে বায়ু ছাড়ল অথবা হেসে দিল কিংবা এমন কিছু একটা করল, এরপরও তার ছালাত ছহীহভাবে হয়ে গেল'।[৫]

তারা যুদ্ধবন্দিনী ও ক্রীতদাসীর সাথে ইস্তিবরার[৬] পূর্বে সঙ্গম করা হারাম বলেন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ 'গর্ভবতীর সাথে বাচ্চা জন্মের আগে সঙ্গম করা যাবে না এবং যে গর্ভবতী নয় তার সাথে এক মাসিক যোগে 'ইস্তিবরা' না করা অবধি সঙ্গম করা যাবে না'।[৭]

তারপর তারা হাদীছটির সুস্পষ্ট নির্দেশ লঙ্ঘন করে বলেছেন, দাসীর মালিক যদি আগের রাতে তার সঙ্গে সঙ্গমের পর তাকে আযাদ করে দিয়ে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে দেয় তাহ'লে স্বামীর জন্য ঐ রাতেই তার সাথে সঙ্গম করা হালাল হবে।[৮]

তারা খালার পক্ষে বোনের শিশু সন্তানের প্রতিপালনের অধিকার লাভের প্রমাণ দেন হামযা (রাঃ)-এর কন্যার হাদীছ দ্বারা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর খালার পক্ষে তাকে প্রতিপালনের ফায়ছালা দিয়েছিলেন।[৯]

তারপর তারা হাদীছটির নির্দেশ লঙ্ঘন করে বলেছেন, খালা যদি ঐ মেয়ের মাহরাম ব্যতীত অন্যের সঙ্গে যেমন তার চাচাত ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে করে তাহ'লে খালার প্রতিপালনাধিকার রহিত হয়ে যাবে।[১০]

তারা আলী (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা দুই (বন্দী) ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানোর নিষেধের প্রমাণ দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

** ঝিনাইদহ।*

১. অনেক মাযহাবপন্থী তায়াম্মুমে কনুই পর্যন্ত মাসাহ করেন যা এই হাদীছের পরিপন্থী।-অনুবাদক।

২. অথচ রাসূল (ছাঃ) তায়াম্মুম করেছিলেন সালামের উত্তর দেওয়ার জন্যই।-অনুবাদক।

৩. বুখারী হা/১৫৬।

৪. বুখারী হা/৫১৬; মুসলিম হা/৫৪৩।

৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, কিতাবুছ ছালাত, পৃঃ ৮১-৮৬; আল-মাত্বালিবুল মুনীফা ফিয-যাব্বি আনিল ইমাম আবী হানীফা, মুহাক্কিকের তাহক্বীক্বসহ।

৬. কেউ কোন যুদ্ধবন্দিনী কিংবা ক্রীতদাসীর মালিক হ'লে তার সাথে সে তৎক্ষনাৎ সঙ্গম করতে পারে না। তাকে বরং এক মাসিক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ঐ যুদ্ধবন্দিনী কিংবা ক্রীতদাসীর মাসিক পেরিয়ে গেলে তখন সে ইচ্ছা করলে তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে। একে ইস্তিবরা বলে। এর মাধ্যমে গর্ভে সন্তান আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়।-অনুবাদক।

৭. আবূদাঊদ হা/২১৫৭; দারেমী হা/২৩৪১; ইরওয়া হা/১৮৭, হাদীছ ছহীহ।

৮. যাদুল মা'আদ ৪/১৭৯, ২১৩, ২১৪, ২২৭, ২৩২, ২৩৮, ২৩৯।

৯. বুখারী হা/২৬৯৯, ৪২৫১।

১০. যাদুল মা'আদ ২/১৫৩।

তাদের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে নিষেধ করেছেন।[১১]

তারপর তারা হাদীছের বিরুদ্ধে গিয়ে বলেছেন, এমন বেচা-বিক্রি হয়ে থাকলে বিক্রিত বিষয় ফেরত নেবে না। অথচ হাদীছে ফেরৎ নেওয়ার আদেশই রয়েছে।

তারা মুসলিম ও যিম্মীর মধ্যে ক্বিছাছ কার্যকরের বিষয়ে একটি হাদীছের বরাত দেন। বর্ণিত আছে যে, জনৈক মুসলিম এক ইহূদীকে কিল-থাপ্পড় মেরেছিল। ফলে নবী করীম (ছাঃ) ঐ মুসলিম থেকে উক্ত ইহূদীর ক্বিছাছ নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।[১২] তারপর তারা হাদীছের বিরুদ্ধে গিয়ে বলেছেন, কিল-থাপ্পড় ও আঘাতে কোন ক্বিছাছ নেই; না দু'জন মুসলিমের মাঝে, না একজন মুসলিম ও একজন কাফেরের মাঝে।

তারা দলীল দেন যে, মালিক ও তার দাসের মাঝে কোন ক্বিছাছ নেই। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَهُوَ حُرٌّ– 'যে তার দাসকে কিল-থাপ্পড় মারবে সে স্বাধীন হয়ে যাবে'।[১৩]

তারপর তারা হাদীছের বিরুদ্ধে গিয়ে বলেছেন, এজন্য সে স্বাধীন হবে না। তারা ঐ হাদীছ দ্বারাও দলীল দেন, যাতে আছে, مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ 'যে তার দাসকে শাস্তি দিবে ঐ দাস তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে'।[১৪]

তারপর তারা বলেছেন, মারার জন্য না তার উপর ক্বিছাছ আবশ্যিক হবে, না ঐ দাস তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

তারা 'আমর বিন শু'আইব থেকে তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণিত হাদীছ فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ 'চোখ নষ্টে অর্ধেক দিয়ত'[১৫] দ্বারা চোখের দিয়ত পুরো দিয়তের অর্ধেক বলে দলীল দেন। তারপর তারা বেশ কিছু স্থানে হাদীছটির বিরোধিতা করেছেন। তন্মধ্যে একটি স্থান, وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ السَّادَةِ لِمَوْضَعِهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ– 'যথাস্থানে থাকা দৃষ্টিহীন বা কানা চোখ উপড়ে ফেললে পুরো দিয়তের এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে'।[১৬] আরেকটি স্থান, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী فِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ 'একটি কালো (নষ্ট) দাঁত ভেঙে ফেলায় এক-তৃতীয়াংশ দিতে হবে'।[১৭]

সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য বৈধ বলে তারা নু'মান বিন বাশীর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল দেন। ঐ হাদীছে আছে أَشْهِدْ عَلَي هَذَا غَيْرِيْ 'এ বিষয়ে আমাকে বাদে অন্যকে সাক্ষী রাখ'।[১৮] তারপর তারা হাদীছের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন।[১৯] কেননা খোদ ঐ হাদীছে এসেছে, اِنَّ هَذَا لَا يَصْلُحُ 'নিশ্চয়ই এটা সমীচীন নয়'। অন্য শব্দে এসেছে اِنِّي لَا اَشْهَدُ عَلَي جَوْرٍ 'আমি অন্যায়-যুলুমের পক্ষে সাক্ষ্য দিব না'। কিন্তু তারা বলছেন, 'একাজ বরং সমীচীন এবং এতে কোন যুলুম-অন্যায় নেই। প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে সাক্ষী হ'তে পারবে'।[২০]

তারা হাদীছ দ্বারা পানি ছাড়াও তরল পদার্থ দিয়ে নাজাসাত বা অপবিত্রতা দূরীকরণের দলীল দেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِيهِ الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهما طَهُورٌ 'যখন তোমাদের কেউ তার দু'স্যাণ্ডেল দ্বারা নাপাক জিনিস মাড়াবে তখন মাটি ঐ দু'টির পবিত্রতার উপকরণ হবে।[২১] তারপর তারা এর বিরোধিতা করে বলেছেন, 'কেউ যদি তার দুই মোযা দ্বারা নাপাকী মাড়ায় তাহ'লে মাটি দ্বারা মোযা পাক হবে না'।[২২]

তারা আহত কিংবা ক্ষত স্থানের পট্টি-ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ বৈধ হওয়ার দলীল দেন মাথা ফেটে যাওয়া ছাহাবীর হাদীছ দ্বারা।

তারপর তারা উহার সরাসরি বিরোধিতা করেন। তারা বলেন, পানি (ওযূ) ও মাটি (তায়াম্মুম) একত্রিত করা যাবে না। বরং অঙ্গের সুস্থ অংশটুকু যদি বেশী হয় তাহ'লে সেটুকু ধুয়ে নিলেই তার যথেষ্ট হবে, তাকে তায়াম্মুম করতে হবে না।

---

১১. হাদীছটি হাকাম ইবনু উতায়বা আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লার বরাতে আলী (রাঃ) থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'তুমি তাদের দু'জনের সাথে মিলিত হও বা দেখা কর, তারপর তাদেরকে ফিরিয়ে নাও এবং দু'জনকে একসাথে ছাড়া বেচা-বিক্রি কর না'। তবে হাকাম ইবনু উতায়বা থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে মতভেদ আছে। তার থেকে সাঈদ ইবনু আবী আরূবা উক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন (বাযযার হা/৬২৪)। বাযযার ও দারাকুৎনী ইলাল গ্রন্থে বলেছেন, সাঈদ হাকাম থেকে কিছুই শোনেননি। অবশ্য হাদীছটির একাধিক সনদ রয়েছে।

১২. বুখারী হা/২৪১২, ৩৩৯৮, ৪৬৩৮, ৬৯১৬, ৬৯১৭, ৭৪২৭; মুসলিম হা/২৩৭৩। বর্ণনাগুলোতে শুধুই নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট অভিযোগের কথা আছে। নবী করীম (ছাঃ) তার থেকে ইহূদীর ক্বিছাছ নেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন এমন কথা তাতে নাই।

১৩. মুসলিম হা/১৬৫৭।

১৪. বায়হাকী হা/১৫৯৫০।

১৫. মুসনাদে আহমাদ হা/৭০৯২; তিনি ইবনু ইসহাকের সনদে এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইবনু ইসহাক একজন মুদাল্লিস এবং তিনি 'আন'আনা পদ্ধতিতে এটি বর্ণনা করেছেন। ফলে হাদীছটি দুর্বল। তবে তিনি সুলায়মান বিন মূসার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু রাশেদের সনদে এই একই হাদীছের একটি অনুগামী বর্ণনা এনেছেন (২/২২৪)। এই মুতাবে' সনদটি হাসান স্তরের নীচে নয়। অতএব হাদীছটি আর দুর্বল থাকছে না।

১৬. নাসাঈ হা/৪৮৪০, সনদটি উত্তম। মুহাক্কিক বলেন, এখানে হাদীছ দু'টির মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। ভাল চোখ নষ্ট করলে অর্ধেক দিয়ত দিতে হবে এবং কানা চোখ নষ্ট করলে এক-তৃতীয়াংশ দিয়ত দিতে হবে।

১৭. আবূদাঊদ হা/৪৫৬৭।

১৮. বুখারী হা/২৫৮৬, ২৫৮৭, ২৬৫০; মুসলিম হা/১৬২৩।

১৯. তারা বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি-'এ বিষয়ে আমাকে বাদে অন্যকে সাক্ষী রাখ'-দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের চুক্তিতে সাক্ষ্য দেওয়া জায়েয আছে। নতুবা তিনি কেন অন্যকে সাক্ষী রাখতে বলবেন?

২০. ইবনুল ক্বাইয়িমের আলোচনা দেখুন : তাহযীবুস সুনান ৫/১৯১-৯৩; ইগাছাতুল লাহফান ১/৩৬৫; বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ ৩/১০১-১০২, ৩/১৫১-১৫২, ৪/১২৮।

২১. আবূদাঊদ হা/৩৮৫; বাগাবী হা/৩০০।

২২. ইগাছাতুল লাহফান ১/১৪৬-১৪৮; তুহফাতুল মাওদূদ, পৃঃ ২১৯।

Contents

আর যদি আহত স্থানের পরিমাণ বেশী হয় তাহ'লে শুধুই তায়াম্মুম করবে, সুস্থ অঙ্গটুকু তাকে ধুতে হবে না।

তারা আমীরদের অথবা শাসকদের অথবা মুতাওয়াল্লীদের একের পর এক বা পরম্পরাক্রমে নিয়োগদান বৈধ হওয়ার দলীল দেন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নের বাণী দ্বারা أَمِيْرُكُمْ زَيْدٌ فَانْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فانْ قُتِلَ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ 'তোমাদের আমীর হবে যায়েদ, সে নিহত হ'লে তারপর হবে জা'ফর, সে নিহত হ'লে তারপর হবে আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা'।[২৩] তারপর তারা খোদ হাদীছের বিপক্ষে গিয়ে বলেছেন, ওয়ালী নিয়োগে কোন শর্তারোপ ছহীহ বা সঠিক নয়। আমরা কিন্তু আল্লাহকে সাক্ষী মেনে বলছি, রাসূলুল্লাহ কর্তৃক উক্ত (শর্তযুক্ত) নিয়োগদান পৃথিবীতে সংঘটিত সকল নিয়োগদান অপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সঠিক এবং তা তাদের সম্পাদিত নিয়মে আদ্যোপান্ত যত ওয়ালী নিয়োগ হয়েছে বা হবে তার সবগুলো থেকে সঠিক ও শ্রেয়।

বিনষ্টকারী যা বিনষ্ট করবে তার ক্ষতিপূরণ তাকে দিতে হবে এবং সে বিনষ্ট দ্রব্যের মালিক হবে এ সম্পর্কে তারা পেয়ালা ভাঙার হাদীছ দ্বারা দলীল দেন যে, জনৈকা উম্মুল মুমিনীন পেয়ালা ভেঙে ফেলেছিলেন। ফলে নবী করীম (ছাঃ) পেয়ালার মালিক আরেক উম্মুল মুমিনীনকে অনুরূপ একটি পেয়ালা ফেরৎ দিয়েছিলেন।

তারপর তারা প্রকাশ্যেই এর বিরোধিতা করে বলেছেন, ক্ষতিপূরণ দেওয়া চলবে কেবল দীনার-দিরহাম বা টাকা-পয়সা দ্বারা; সমতুল্য বস্তু দ্বারা নয়। তারা এ বিষয়ে সেই ছাগল বিষয়ক হাদীছ দ্বারাও দলীল দেন, যার মালিকের অনুমতি ছাড়াই তাকে যবেহ করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মালিককে ছাগল ফেরৎ দেননি। তারপর তারা সুস্পষ্টতই এর বিপক্ষে গিয়েছেন। কেননা নবী করীম (ছাঃ) ছাগলটিকে তো যবেহকারীর মালিকানায় দিয়ে দেননি। তিনি বরং তা যুদ্ধবন্দীদের খাইয়ে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন।

তারা ফলমূল ও দ্রুত নষ্ট হয় এমন জিনিস চুরিতে হাত কাটা রহিত হওয়ার দলীলে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ 'কোন ফল চুরি করলে হাত কাটা নেই এবং খেজুর গাছের মাথি চুরি করলেও নেই'।[২৪] তারপর বেশকিছু ক্ষেত্রে তারা হাদীছটির বিপরীতে গিয়েছেন। যথা (১) ঐ হাদীছে আছে, فَإِذَا آوَاهُ الي الْجَرِينِ فَفِيْهِ الْقَطْعُ 'তবে খেজুর শুকানোর স্থানে জমা করার পর চুরি করলে তাতে হাত কাটা যাবে'।[২৫] কিন্তু তাদের মতে খেজুর শুকানোর স্থানে জমা করার পর চুরি করুক কিংবা আগে করুক কোন অবস্থাতেই হাত কাটা যাবে না।

(২) তিনি বলেছেন, اذَا بَلَغَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ 'যখন চুরির পরিমাণ একটি ঢালের মূল্যের সমান হবে'।[২৬] ছহীহ বুখারীতে এসেছে, সেকালে ঢালের মূল্য ছিল তিন দিরহাম।[২৭] কিন্তু তাদের মতে এই পরিমাণ চুরিতে হাত কাটা যাবে না। (৩) তাদের মতে খেজুর শুকানোর স্থান কোন সুরক্ষিত জায়গা নয়। তাই সেখানে পাহারাদার না থাকলে শুকনো ফল বা খেজুর চুরিতে হাত কাটা যাবে না।[২৮]

পালিয়ে যাওয়া দাসকে ধরে নিয়ে আসা ব্যক্তি চল্লিশ দিরহাম পাবে-এ মাসআলার দলীল হিসাবে তারা যে হাদীছ তুলে ধরেন তাতে আছে, ان مَنْ جَاءَ بِآبِقٍ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ فَلَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ اَوْ دِيْنَارًا– 'যে ব্যক্তি পালিয়ে যাওয়া কোন দাসকে হারামের বাইরে থেকে ধরে নিয়ে আসবে সে দশ দিরহাম অথবা এক দীনার পাবে'।[২৯] কিন্তু তারা হাদীছের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে দশের স্থলে চল্লিশ দিরহাম নির্ধারণ করেছেন।[৩০]

শুফ'আর এখতিয়ার (বিক্রয়ের সাথে) তাৎক্ষণিকভাবে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে তারা ইবনুল বায়লামানী বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়েছেন। ঐ হাদীছটি হ'ল الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ وَلَا شُفْعَةَ لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ– 'শুফ'আ দড়ি খোলার মত। আর শুফ'আ নেই অপ্রাপ্তবয়স্কের জন্য ও অনুপস্থিত ব্যক্তির

২৩. *বুখারী হা/৪২৬১। (এই ভবিষ্যদ্বাণী মূতার যুদ্ধ সম্পর্কে। খৃষ্টানদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে উক্ত তিন ছাহাবী পরপর সেনাপতিত্ব করেন এবং শহীদ হন। তারপর খালিদ বিন ওয়ালীদের সেনাপতিত্বে মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করে।-অনুবাদক)।*

২৪. *আবূদাঊদ হা/৪৩৮৮; ইরওয়া হা/২৪১৪, ছহীহ। হাদীছটি ইয়াহইয়া বিন সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত এবং তার উপরের এসে সনদে মতভেদ লক্ষণীয়। আরো অনেকে ইয়াহইয়া বিন সাঈদের মাধ্যমে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু হিব্বান থেকে তিনি রাফে' ইবনু খাদীজ থেকে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই সনদটি মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন। কেননা মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনে হিব্বান রাফে' ইবনু খাদীজ থেকে শোনেননি। আবার মুত্তাছিল বা অবিচ্ছিন্ন সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে হুমায়দী হা/৪০৮; নাসাঈ ৮/৭৮; ইবনু মাজাহ হা/২৫৯৩ প্রমুখ সুফিয়ান বিন উয়াইনার সনদে মুত্তাছিল বা অবিচ্ছিন্ন সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।*

২৫. *আবূদাঊদ হা/১৭১০; নাসাঈ হা/২৫৯৬।*

২৬. *বুখারী হা/৬৭৯২, ৬৭৯৩, ৬৭৯৪; মুসলিম হা/১৬৮৫।*

২৭. *বুখারী হা/৬৭৯৫-৬৭৯৮; মুসলিম হা/১৬৮৬।*

২৮. *যাদুল মা'আদ ৩/২১১, ২১২।*

২৯. *বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১২১২৩। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীছে আছে হারামের মধ্যে পালিয়ে থাকা দাসকে পেলে তার জন্য নবী করীম (ছাঃ) দশ দিরহাম প্রদানের আদেশ দিয়েছিলেন। হাদীছটি মুত্তাছিল বা অবিচ্ছিন্ন হ'লেও দুর্বল। অপরদিকে ইবনু আবী মুলায়কা ও আমর বিন দীনার থেকে ইবনু জুরাইজ বর্ণিত হাদীছটি মাহফূয। তারা দু'জন বলেছেন, পালিয়ে যাওয়া দাস, যাকে হারামের বাইরে পাওয়া যাবে তার (প্রাপকের) জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দশ দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এ হাদীছটির সনদ মুনকাতি' বা বিচ্ছিন্ন।*

৩০. *এটি ইমাম আবূ হানীফার মাযহাব। তিনি তিন দিন বা তার কম-বেশী দূরত্বের ভিত্তিতে এ পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন। দেখুন : মুখতাছারুত ত্বাহাবী হা/১৪১; আল-মাবসূত ১১/১১, তুহফাতুল ফুকাহা ৩/৬১৩; বাদায়েউছ ছানায়ে ৬/৫৩; হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন ৪/২৮৮। আর এটি ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর বিচার। আবদুর রাযযাক হা/১৪৯১১, আবূ ইউসুফ, আল-আছার হা/৭৬১,৭৬২। অবশ্য বর্ণনাটির সনদ দুর্বল।*

জন্য'।[৩১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ 'আর যে তার দাসের দেহ বিকৃত করবে সেই দাস মুক্ত হয়ে যাবে'।[৩২]

এই হাদীছের الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ 'শুফ'আ দড়ি খোলার মত'-অংশটুকু বাদে বাকী বিষয়গুলো তারা অবলীলায় বর্জন করেছে।

পিতা সন্তানকে এবং মনিব দাসকে হত্যা করলে কিছাছ অকার্যকর হওয়ার বিষয়ে তারা নিম্নের হাদীছ দ্বারা দলীল দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَلَا سَيِّدٌ بِعَبْدِهِ– 'পিতাকে নিজ সন্তানের হত্যার দরুন এবং মনিবকে নিজ দাসের হত্যার দরুন (কিছাছ মূলে) হত্যা করা যাবে না'।[৩৩] কিন্তু তারা খোদ হাদীছের বিরুদ্ধে গিয়েছেন এবং বলেছেন, দাসের দৈহিক বিকৃতি ঘটালে ঐ দাস মুক্ত হয়ে যাবে না। অথচ তাদের উল্লিখিত হাদীছের শেষে রয়েছে যে, وَمَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ 'যে তার দাসের দৈহিক বিকৃতি ঘটাবে তার ঐ দাস মুক্ত হয়ে যাবে'।[৩৪]

তারা বলেন, ব্যভিচারজাত সন্তানের পিতৃত্ব বিছানার মালিক তথা ব্যভিচারিণীর স্বামীর সঙ্গে নির্ধারিত হবে; ব্যভিচারীর সঙ্গে নয়। তারা এজন্য যাম'আর দাসীপুত্রের হাদীছ দলীল হিসাবে তুলে ধরেন। তাতে আছে, الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ 'সন্তান বিছানার (মালিকের)'।[৩৫] তারপর তারা সরাসরি স্বয়ং হাদীছটির বিরোধিতা করে বলেছেন, দাসীর বিছানা হয় না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঐ বিচার দাসীকে কেন্দ্র করেই ছিল। অবাক করা ব্যাপার এই যে, তারা বলেন, যখন কেউ তার মা, তার মেয়ে ও তার বোনের সাথে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হবে তখন ঐ বিবাহ হারাম ও বাতিল হ'লেও সন্দেহ হেতু তার উপর যিনার দণ্ড আরোপিত হবে না এবং এ বিবাহ বাতিল হ'লেও তাতে বিছানা সাব্যস্ত হবে। আর যে দাসী তার ঔরসজাত সন্তানের মা এবং যে তার জীবনসাথী যার সাথে সে রাত-দিন মেলামেশা করে সে তার বিছানা হ'তে পারল না!

৩১. *ইবনু মাজাহ হা/২৫০০, ২৫০১। হাদীছটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। হাফেয ইবনু হাজার বলেছেন, এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল। দ্র ঃ তালখীছ ৩/৫৬। ইবনু হিব্বান বলেছেন, এর কোন ভিত্তি নেই। বায়হাক্বী বলেছেন, এটি প্রামাণ্য নয়। দ্র ঃ ইরওয়া ৫/৩৭৯; নায়লুল আওতার ৫/৩৭৮।*

৩২. *বায়হাক্বী হা/১৫৯৫০।*

৩৩. *হাদীছটির উল্লিখিত শব্দ এভাবে এসেছে, لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ 'দাসের জন্য তার মালিক থেকে কিছাছ নেওয়া যাবে না এবং সন্তানের জন্য তার পিতা থেকে কিছাছ নেওয়া যাবে না'। এটি একটি লম্বা হাদীছ এবং এর শেষে আছে, مَنْ حُرِّقَ بِالنَّارِ، أَوْ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ 'যার দেহে আগুন লাগানো হবে কিংবা দেহের বিকৃতি ঘটানো হবে সে (দাসত্ব থেকে) মুক্ত হয়ে যাবে। দ্র ঃ তাবারানী, আল-আওসাত হা/৮৯০৬।*

৩৪. *বায়হাকী হা/১৫৯৫০।*

৩৫. *বুখারী হা/২০৫৩।*

দিনের বেলায় সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার আগে রামাযানের ছিয়ামের নিয়ত করলে তা জায়েয হওয়ার পিছনে তারা আয়েশা (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়েছেন, اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَيَقُوْلُ : هَلْ مِنْ غِدَاءٍ؟ فَتَقُوْلُ : لَا فَيَقُوْلُ : فَاِنِّي صَائِمٌ– 'নবী করীম (ছাঃ) তাঁর সাথে দেখা করে বলতেন, সকালের খাবার কি কিছু আছে? যদি বলতেন, না, তাহ'লে বলতেন, তাহ'লে আমি ছিয়াম রাখলাম'।[৩৬]

তারপর তারা বলেছেন, যদি কেউ নফল ছিয়ামে এভাবে নিয়ত করে তাহ'লে তার ছিয়াম ছহীহ হবে না। অথচ হাদীছ নফল ছিয়ামের বিষয়েই বর্ণিত হয়েছে।[৩৭]

তারা 'মুদাব্বার' দাস বিক্রয় নিষেধের পিছনে দলীল দেন যে, তার মাঝে মুক্তির চুক্তি সংঘটিত হয়েছে। এক্ষণে তাকে বিক্রয় করলে তার সে সুযোগ বাতিল করা হবে। নবী করীম (ছাঃ) যে মুদাব্বারকে বিক্রি করেছিলেন।[৩৮]

তারা তার উত্তরে বলেন, তিনি তার সেবা বিক্রয় করেছিলেন। তারপর তারা বলেন, মুদাব্বারের সেবা বিক্রয় করাও জায়েয নয়।

জমি এবং জমিতে বিদ্যমান গাছপালাতে শুফ'আ কার্যকর হয় বলে তারা নিম্নের হাদীছ দ্বারা দলীল দেন قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيْ كُلِّ شِرْكٍ فِيْ رِبْعَةٍ اَوْ حَائِطٍ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতিটি শরীকানা জমি কিংবা বাগানে শুফ'আর ফায়ছালা দিয়েছেন।

তারপর তারা এই হাদীছেরই মূল পাঠের বিরোধিতা করেছেন। কেননা তাতে আছে, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ– 'আর তার জন্য নিজ শরীকের অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত বিক্রয় করা বৈধ হবে না। যদি তার অনুমতি না নিয়ে বিক্রয় করে তবে সে তা লাভে বেশী হকদার হবে'।

কিন্তু তারা বলছেন, তার অনুমতি নেওয়ার আগেই তা বিক্রয় করা তার জন্য জায়েয এবং কেউ যাতে শুফ'আ দাবী না করতে পারে সেজন্য হীলা-বাহানা খাড়া করা তার জন্য বৈধ। আবার শরীকের অনুমতি নিয়ে বিক্রয় করলেও তখন সে শুফ'আ মূলে তা লাভে বেশী হকদার হবে। অনুমতি নেওয়া বা না নেওয়ার এখানে কোন মূল্য নেই।

তারা জলপাইয়ের বদলে জলপাইয়ের তেল বিক্রয় নিষেধ করেন। তবে জলপাইয়ের মধ্যে যে তেল রয়েছে তা নিকষিত তেল থেকে কম বলে জানা গেলে তা বিক্রয় করা যাবে বলে

৩৬. *মুসলিম হা/১১৫৪।*

৩৭. *তাহযীবুস সুনান ৩/৩২৭, ৩২৮, ৩৩১-৩৩৩; যাদুল মা'আদ ১/২১৮।*

৩৮. *বুখারী হা/২২৩০।*

মত ব্যক্ত করেন। দলীল হিসাবে তারা ঐ হাদীছ তুলে ধরেন, যাতে পশুর বদলে গোশত বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে।[৩৯]

তারপর তারাই আবার খোদ হাদীছের বিপক্ষে গিয়ে বলেছেন, পশুর বদলে গোশত বিক্রয় জায়েয আছে চাই তা একই শ্রেণীর হৌক কিংবা ভিন্ন শ্রেণীর হৌক।

তারা মরণাপন্ন রোগীর দানকে অছিয়তের পর্যায়ে গণ্য করেন, যা এক-তৃতীয়াংশের মধ্যেই কেবল কার্যকর হবে, তার বেশীতে নয়। দলীল হিসাবে তারা ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বর্ণিত নিম্নের হাদীছ তুলে ধরেন, اِنَّ رَجُلًا اَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ عِنْدَ مَوْتِهِ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ فَجَزَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ اَجْزَاءٍ وَاَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَاَعْتَقَ اِثْنَيْنِ وارق اَرْبَعَةً ‘এক ব্যক্তি তার মৃত্যুকালে তার ছয়জন দাসকে আযাদ করে দেয়। ঐ দাসগুলো ব্যতীত তার আর কোন সম্পদ ছিল না। ফলে নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেন এবং লটারি করে দু’জনকে মুক্ত করে দেন এবং চার জনকে দাস হিসাবে রেখে দেন।[৪০] তারপর দুই জায়গায় তারা হাদীছটির বিরোধিতা করেছেন। (১) তাদের মধ্যে কোনভাবেই লটারি করা যাবে না। (২) প্রত্যেক দাসের এক-ষষ্ঠাংশ মুক্ত হয়ে যাবে।[৪১]

এরূপ উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যাবে। মূলকথা তাক্বলীদই তোমাদের উপর এ হুকুম চালিয়েছে এবং জোর করে তোমাদের এদিকে টেনে এনেছে। যদি তোমরা তাক্বলীদের বিরুদ্ধে দলীলকে বিচারক মানতে তাহ’লে এরকম খাদে পা দিতে না। কেননা এসব হাদীছ যদি ছহীহ হয়, হক হয় তাহ’লে এগুলোর আনুগত্য ফরয হবে এবং তার নির্দেশ পালন করতে হবে। আর যদি ছহীহ না হয় তাহ’লে তার মধ্যকার কোন কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু যদি হাদীছ ছহীহ হয় আর অনুসরণীয় ইমামের মতের সাথে মিলে যায় তাহ’লে তা মানব এবং না মিললে তাকে যঈফ কিংবা বাতিল মনে করব অথবা অন্য কোন ব্যাখ্যা দাঁড় করাব- এটা বড় রকমের গলদ ও বিরুদ্ধাচরণ বৈ নয়।

এখন যদি তোমরা বল, আমরা যেসব হাদীছের উপর আমল করছি না সেগুলোর তুলনায় আমাদের পক্ষীয় হাদীছসমূহ তুলনামূলক বিচারে বেশী শক্তিশালী এবং যেসব হাদীছের উপর আমল করছি তাদের বিপরীতের হাদীছসমূহ এমন নয় যে, সেগুলো আমলে নেওয়া ও আমাদের আমলী হাদীছসমূহ বাদ দেওয়া আবশ্যক; তাহ’লে বলতে হবে, পূর্বে উল্লিখিত হাদীছসমূহ এবং অনুরূপ অন্যান্য হাদীছসমূহ হয় রহিত হয়ে গেছে কিংবা রহিত হয়নি; যদি রহিত হয়ে থাকে তাহ’লে কারো জন্যই ওগুলো দিয়ে দলীল দেওয়া বৈধ হবে না, আর যদি রহিত না হয়ে থাকে তাহ’লে এসব হাদীছের কোন একটারও বিরোধিতা করা কারো জন্য বৈধ হবে না।

এবার যদি তোমরা বল, যেসব হাদীছের উপর আমরা আমল করছি সেগুলো রহিত হয়নি, আর যেসব হাদীছের উপর আমাদের আমল নেই সেগুলো রহিত হয়ে গেছে; তাহ’লে বলতে হবে, এহেন দাবী স্পষ্টতই বাতিল। এরূপ দাবীদার যে জানাশোনার ভিত্তিতে এমন দাবী করছে এবং তার কাছে কোন প্রমাণ আছে তাও নয়। এখানে এই দাবীদারের বিপক্ষ দাবীদার যদি উল্টো বলে, আমাদের আমলী হাদীছ রহিত হয়নি বরং তোমাদের হাদীছ রহিত হয়ে গেছে তাহ’লে উভয়ের দাবীই একই হয়ে দাঁড়াবে। দুয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। আবার উভয়েই বিপরীতক্রমে এমন দাবী তুলছে যা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে আবশ্যিক হবে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র অনুসরণ করা, তাকে বিচারক মানা এবং তার কাছেই বিচার নিয়ে যাওয়া যে পর্যন্ত না কোন সুন্নাহ রহিত হওয়ার পক্ষে অকাট্য দলীল মেলে, অথবা মুসলিম উম্মাহ কোন সুন্নাহ বর্জন করে তার বিপরীত আমলের উপর ইজমা করে। দ্বিতীয় ধারাটি স্বভাবতই অসম্ভব। কেননা মুসলিম উম্মাহ কোন রহিতকৃত সুন্নাহ বাদে একটি সুন্নাহ্র উপরও আমল বর্জনে ইজমা করেনি। তারা বরং এমন সুন্নাহ্র উপর আমল বাতিলে ইজমা করেছে, যা সুস্পষ্টভাবে রহিত হয়ে গেছে এবং যার রহিতকারী দলীলও উম্মাতের নিকট স্পষ্ট রয়েছে।

এক্ষেত্রে রহিতকৃত সুন্নাহর উপর আমল বাতিল ও রহিতকারী সুন্নাহর উপর আমল কার্যকরী হবে। আর ব্যক্তি বিশেষের কথায় সুন্নাহ বর্জন, তা কোনক্রমেই হ’তে পারে না, তিনি যে মাপের লোকই হৌন না কেন। আল্লাহ্ই তাওফীক্বদাতা।

[মুক্বাল্লিদরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাদের ইমামদের আদেশ লঙ্ঘন করে চলেছে।]

২০তম দলীল : মুক্বাল্লিদরা আল্লাহ্র আদেশ, তাঁর রাসূলের আদেশ, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের পন্থা এবং তাদের ইমামদের আদেশের বিরোধিতা করে চলেছে। সেই সাথে তারা বিদ্বানদের রাস্তার বিপরীত রাস্তা ধরেছে। আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন যে, মুসলমানরা কোন বিষয়ে মতানৈক্য করলে তার সমাধানের জন্য তারা তা আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ফেরাবে। কিন্তু মুক্বাল্লিদরা বলে, আমরা তা কেবলই আমাদের অনুসৃত ইমামের দিকে ফেরাব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদেশ দিয়েছেন যে, মতানৈক্যের ক্ষেত্রে তার সুন্নাত ও তার সৎপথপ্রাপ্ত ধার্মিক খলীফাদের সুন্নাত ধারণ করবে, সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁতে কামড়ে পড়ে থাকবে। কিন্তু মুক্বাল্লিদরা বলে, মতানৈক্যের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অনুসৃত ইমামকে আঁকড়ে ধরব এবং তাঁকে অন্য সবার উপরে স্থান দেব। আর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, পন্থা হিসাবে ছাহাবায়ে কেরামের একজনও কোন একজন ছাহাবীর যাবতীয় কথার তাক্বলীদ করতেন না। তিনি এমন করতেন না যে, ঐ

---

৩৯. ইমাম আবূদাঊদ, আল-মারাসীল হা/১৭৮; বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা হা/১০৫৭০; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ হা/২০৬৬; মিশকাত হা/২৮২১; ইরওয়া হা/১৩৫১, হাসান।

৪০. মুসলিম হা/১৬৬৮।

৪১. এটা ইমাম আবু হানীফার মাযহাব। দেখুন : মুখতাছারুত তাহাবী হা/৩৭৪; আল-লুবাব ৩/১১৬-১১৭; আল-মাবসূত ২৯/৭১; আল-বিনায়া ১০/৪৮৭; আল-ইশরাফ ৪/৬১১।

ছাহাবীর একটা কথাও অমান্য করছেন না, আর অন্য ছাহাবীদের কোন কথাই গ্রহণ করছেন না। কিন্তু এখন যে এক ইমামের সকল কথারই তাক্বলীদ করতে হবে এবং অন্যদের কথা সব ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হবে, এটি একটি জঘন্য বিদ'আত। তাদের ইমামগণও তাদের তাক্বলীদ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু নিষেধ সত্ত্বেও তাদের তাক্বলীদ করে তারা তাদেরই বিরোধিতা করছেন। তাদের নিষেধ বিষয়ক কিছু কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারা যে বিদ্বানদের রাস্তার বিপরীত রাস্তা ধরেছে সে সম্পর্কে কথা এই যে, বিদ্বানদের রাস্তা হ'ল, বিদ্বানদের কথাগুলো একত্র করা, সেগুলো সংরক্ষণ করা, তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা, সেগুলোকে কুরআন, রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত সুন্নাত এবং তার খলীফাবৃন্দের কথামালার সাথে মিলানো। সেসব কথা কুরআন, প্রমাণিত সুন্নাহ ও খলীফাদের কথার সবগুলোর সাথে কিংবা কোন একটার সাথে মিলে গেলে তারা তা গ্রহণ করেন, তদনুযায়ী আল্লাহ্র আনুগত্য করেন, বিচার করেন এবং ফৎওয়া দেন। আর যা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী হয় তাকে তারা প্রত্যাখ্যান করেন, তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। আর যা তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না সেগুলোকে তারা ইজতিহাদী বা গবেষণামূলক মাসআলা হিসাবে গণ্য করেন যার চূড়ান্ত কথা এই যে, সেগুলো মানা বড় জোর জায়েয হবে; সেগুলোকে ওয়াজিব গণ্য করা যাবে না। তারা সেগুলো কারো উপর আবশ্যিক গণ্য করেন না এবং এ কথাও বলেন না যে, এ বিষয়ে আমাদের ইজতিহাদ সঠিক, আর অন্যদের ইজতিহাদ ভুল। এটাই হ'ল, পূর্বসুরী ও উত্তরসুরী বিদ্বানদের রাস্তা।

[পরবর্তী লোকেরা দ্বীনের নিয়ম-নীতি উল্টিয়ে দিয়েছে]

কিন্তু পরবর্তী কালের লোকেরা বিদ্বানদের উক্ত রাস্তা পাল্টে ফেলেছে এবং দ্বীনের নিয়ম-নীতি উল্টিয়ে দিয়েছে। তারা আল্লাহ্র কিতাব, রাসূলের সুন্নাত, তার খলীফাবৃন্দ ও সকল ছাহাবীর কথাকে অচল গণ্য করে সেগুলোকে তাদের অনুসৃত ইমামের মতের সাথে মিলিয়ে দেখে। অতঃপর যেগুলো তার মতের সাথে মিলে যায় সেগুলো সম্পর্কে বলে, এগুলো আমাদের এবং বিগলিত চিত্তে তা মেনে নেয়। আর যেগুলো তাদের অনুসৃত ইমামদের কথার সাথে মিল খায় না সেগুলো গ্রহণ করে না এবং বিনয়ের ভাবও দেখায় না; বরং বলে, প্রতিপক্ষরা অমুক অমুক কথা দিয়ে দলীল দিয়ে থাকেন।

তাদের বিদ্বানরা এসব দলীল খণ্ডন করতে যথাসাধ্য হীলা-বাহানা তালাশ করে। তারা বাহানা তালাশ করতেই থাকে করতেই থাকে যে পর্যন্ত না দলীলগুলো তাদের মাযহাবের সাথে মিলে যায়। অবশ্য এই একই বাহানা বা পদ্ধতি যদি প্রতিপক্ষদের মতের দলীলে হুবহু বিদ্যমান থাকে তখন কিন্তু তারা তাদের গালমন্দ করে এবং এমন ধারার বাহানা করা ঠিক নয় বলে তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করে। তারা বলে, এ জাতীয় কথা দিয়ে কুরআন-হাদীছের দলীল খণ্ডন করা যায় না। (অথচ নিজেরাই কিন্তু ঐ জাতীয় কথা দিয়ে কুরআন-হাদীছের নছ খণ্ডন করে)। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টির দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং যে হক দিয়ে আল্লাহ তার রাসূলকে পাঠিয়েছেন তার সাহায্য-সহযোগিতা করার সদিচ্ছা রাখে, সে যেখানেই থাকুক আর যার সাথেই থাকুক (মাযহাব সমর্থনের) এমন বাজে পন্থা ও নিন্দনীয় খাছলতের সাথে সে নিজেকে যুক্ত করতে মোটেও রাযী হবে না।

যারা তাদের দ্বীনকে বিভক্ত করেছে তাদেরকে আল্লাহ নিন্দা করেছেন :

২১তম দলীল : যারা তাদের দ্বীনের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে গেছে আল্লাহ তাদের নিন্দা করে বলেছেন, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ 'তারা প্রত্যেকটি দল স্ব স্ব মতে গর্বিত/উল্লসিত' *(রূম ৩০/৩২)*। এরা সরাসরি তারা, যারা তাক্বলীদপন্থী। পক্ষান্তরে বিদ্যাধারীরা এর মাঝে নেই। কেননা তারা মতভেদ করলেও দ্বীনের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করেনি এবং দলে দলে বিভক্ত হয়নি। বরং তারা একটাই দল, যারা সত্যের সন্ধানে একতাবদ্ধ। সত্য উন্মোচিত হ'লে তারা তাকে প্রাধান্য দেয় এবং সবকিছুর উপরে সত্যকে স্থান দেয়। ফলে তারা একটা দলই থাকছে যাদের লক্ষ্য ও পন্থা এক। পথও এক, লক্ষ্যও এক। কিন্তু মুক্বাল্লিদরা এর বিপরীত। তাদের লক্ষ্যও ভিন্ন ভিন্ন, পথও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং লক্ষ্যে ও পথে তারা ইমামদের সাথে নেই।

যারা নিজেদের দ্বীনী কার্যকে বহু ভাগে ভাগ করেছে আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন :

মহান আল্লাহ যারা নিজেদের দ্বীনী কাজকে বহু ভাগে ভাগ করেছে (এবং নিজেদের মনমত তা পালন করছে) তাদের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ 'প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট' *(রূম ৩০/৩২)*। তিনি আরও বলেছেন, يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ، فَتَقَطَّعُوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ. 'হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হ'তে আহার কর এবং সৎকর্ম কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, সব বিষয়ে আমি অবগত। আর নিশ্চয়ই তোমাদের এই দ্বীন একই দ্বীন এবং আমি তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর। কিন্তু তারা তাদের দ্বীনকে বহু ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। আর প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট' *(মুমিনূন ২৩/৫১-৫৩)*।

আয়াতে উল্লিখিত হুবহু শব্দের অর্থ নিজেদের প্রণীত বইপত্র, আল্লাহর গ্রন্থ এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যা সহ পাঠিয়েছেন তার প্রতি কুণ্ঠিত হয়ে সেসব বইপত্র নিয়ে তারা মেতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলদের যেসব আদেশ দিয়েছেন

তাদের উম্মতকেও সেই আদেশ দিয়েছেন যে, তারা সবাই উৎকৃষ্ট হালাল জিনিস খাবে, সৎকাজ করবে, একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে, একমাত্র তাঁর হুকুম মানবে এবং দ্বীনের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করবে না। রাসূলগণ এবং তাদের অনুসারীরা তদনুযায়ী আল্লাহ্র হুকুম মেনে চলেছিলেন, তাঁর রহমতের ছায়াতলে তারা থাকতে পেরেছিলেন। এমনি করে একসময় পরবর্তীকালীনরা এলো। তারা নিজেদের মাঝে দ্বীনী বিষয়ে টক্কর লাগিয়ে বহুধা বিভক্ত হয়ে গেল। এখন তারা প্রত্যেকটি দল স্ব স্ব মতে গর্বিত। অনন্তর যে এই আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং বাস্তবতার সাথে মিলাবে তার সামনে প্রকৃত অবস্থা যাহির হয়ে যাবে এবং কোন দলে সে আছে তাও বুঝতে পারবে। মহান আল্লাহই তো সাহায্য লাভের কেন্দ্র।

২৩তম দলীল : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*। এসব গুণে গুণান্বিতদের আল্লাহ সফলতার সাথে খাছ করেছেন; অন্যদের নয়। আর কল্যাণের দিকে আহ্বানকারীরা তো আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতের দিকে আহ্বানকারী। অমুকের মত তমুকের মতের দিকে আহ্বানকারী নয়।

যারা আল্লাহ্র বিধান মোতাবেক বিচারের দিকে আহ্বান জানালে তা উপেক্ষা করে আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন :

২৪তম দলীল : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান জানালে যে তা উপেক্ষা করে এবং অন্যের বিচার-ফয়ছালার প্রতি রাযী-খুশী প্রকাশ করে আল্লাহ তা'আলা তার নিন্দা করেছেন। মুক্বাল্লিদদের অবস্থাও একই। আল্লাহ বলেছেন, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا 'যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে, তখন তুমি কপট বিশ্বাসীদের দেখবে যে, তারা তোমার থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিবে' *(নিসা ৪/৬১)*। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে দাওয়াতদাতা থেকে যেই উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে নিবে সেই এই নিন্দার অন্তর্ভুক্ত হবে, কম হোক বা বেশী হোক।

নানা কথার মধ্যে হক বা সঠিক একটা :

২৫তম দলীল : তাক্বলীদকারী ফির্কাগুলোর নিকট জিজ্ঞাসা, তোমাদের মতে যে কোন বিষয়ে আল্লাহ্র দ্বীন বা বিধান তো একটাই-আর সেটা রয়েছে তোমাদের কথা ও প্রতিপক্ষের কথার মধ্যে।

তাহ'লে কি আল্লাহ্র দ্বীন বা বিধান বিভিন্ন বিপরীতমুখী কথার সমষ্টি, যার একটি আরেকটিকে নাকচ ও বাতিল করে দেয়? যদি তারা বলে, আল্লাহ্র দ্বীন বা বিধান বিভিন্ন বিপরীতমুখী কথার সমষ্টি, যার একটি আরেকটিকে নাকচ ও বাতিল করে দেয়, তাহ'লে তারা তাদের ইমামদের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ইমামগণের সবাই একমত যে, নানা কথার মধ্যে হক বা সঠিক কথা একটাই, যেমন নানাদিকের মধ্যে ক্বিবলার দিক একটাই। একইভাবে তারা কুরআন, সুন্নাহ ও সুস্পষ্ট যুক্তি-বুদ্ধি থেকেও বিচ্যুত হয়ে যাবে।

[চলবে]

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্য সহ সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
http://multimedia.ahlehadeethbd.org
Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh
ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek
এন্ড্রয়েড এ্যাপ
https://play.google.com/HFB bangla Islamic lectures

মোঃ সুকতার হোসেন
প্রোপ্রাইটার
মোবাইলঃ ০১৯২৭-২৭৫৩২৪

মেসার্স সুকতার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ

এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা গ্রীল, জানালা, দরজা, কলাপসিবল গেট, সার্টার গেট, স্টীল আলমারী, ফাইল কেবিনেট, লোহার সিন্দুক, স্টীল শোকেস, ইত্যাদি প্রস্তুত, মেরামত ও সরবরাহ করা হয়।

বিমান বন্দর রোড, নওদাপাড়া (ব্যাংক এশিয়ার সামনে), সপুরা, রাজশাহী।

আক্বীদা ও আহকামে হাদীছের প্রামাণ্যতা

মূল : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী
*অনুবাদ : মীযানুর রহমান**

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

তিন : আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آت، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُــرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ-

'লোকজন কুবা মসজিদে ফজরের ছালাত পড়ছিলেন। এমতাবস্থায় একজন লোক তাদের নিকটে এসে বললেন, আজ রাতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে। তাকে কা'বামুখী হয়ে ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা তার দিকেই মুখ ফিরাও। তখন তাদের মুখমণ্ডল শামের (সিরিয়া) দিকে ছিল। ফলে তৎক্ষণাৎ তারা কা'বার দিকে মুখ ফিরালেন'।[১]

এটা প্রমাণ করে যে, ছাহাবীগণ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব মর্মে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়টি রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে 'খবরে ওয়াহিদ'কে গ্রহণ করেছেন এবং একজন ব্যক্তির প্রদত্ত সংবাদ অনুযায়ী ক্বিবলা পরিবর্তন করে কা'বামুখী হয়েছেন। সুতরাং যদি 'খবরে ওয়াহিদ' তাদের নিকট হুজ্জত বা দলীল না হ'ত, তাহ'লে তার ভিত্তিতে তারা প্রথম ক্বিবলা সম্পর্কে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বিষয়ের বিরোধী আমল করতেন না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, وَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ شُكِرُوْا عَلَى ذَلِــكَ 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের ক্বিবলা পরিবর্তনের বিষয়টিকে অপসন্দ করেননি বরং সেজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন'।[২]

চার : সাঈদ বিন জুবায়ের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوْسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ بِمُوْسَى بَنِي إِسْرَائِيل، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَذَبَ عَدُوُّ اللهِ، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ مُوسَى وَالْخَضِرِ بِشَيْءٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُوسَى صَاحِبُ الْخَضِرِ-

'আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে বললাম, নাওফা আল-বিকালী ধারণা করে যে, খিযিরের সাথী মূসা বণী ইসরাঈলের মূসা ছিলেন না। একথা শুনে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র শত্রু মিথ্যা বলেছে। উবাই বিন কা'ব আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, 'রাসূল (ছাঃ) খুৎবা দিলেন। অতঃপর তিনি মূসা ও খিযির প্রসঙ্গে এমন কথা বললেন যা প্রমাণ করে যে, বণী ইসরাঈলের মূসাই ছিলেন খিযিরের সাথী'।[৩]

ইমাম শাফেঈ 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা আক্বীদা সাব্যস্ত করেন :

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন,

فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكذب به امرءا من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيه دلالة على أن موسى نبي إسرائيل صاحب الخضر-

'ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ও আল্লাহ্ভীতি থাকার পরও তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে উবাই বিন কা'ব (রাঃ)-এর খবর (হাদীছ) সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি তার খবরের ভিত্তিতেই তিনি একজন মুসলিমকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। যেহেতু উবাই রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, বণী ইসরাঈলের মূসাই ছিলেন খিযির-এর সাথী'।

আমি (আলবানী) বলেছি, 'ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর এমন কথা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা দলীল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তিনি কোন পার্থক্য করেননি। কেননা মূসা (আঃ)-এর খিযিরের সাথী হওয়ার মাসআলাটি আক্বীদাগত বিষয়, আমলগত বিধান নয়, যা স্পষ্ট। এ বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায়, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তার 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থে 'আল হুজ্জাতু ফী তাছবীতি খাবারিল ওয়াহিদ' (الحجة في تثبيت خبر الواحــد) 'খবরে ওয়াহিদ সাব্যস্ত করার দলীল' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছেন। অতঃপর সেখানে তিনি এর স্বপক্ষে কিতাব ও সুন্নাহ হ'তে অনেকগুলি 'আম' ও 'মুত্বলাক্ব' দলীল উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৪০১-৪৫৩), যা দ্বারা বুঝা যায় যে, 'খবরে ওয়াহিদ' আক্বীদার ক্ষেত্রেও দলীল। তাছাড়া এ বিষয়ে তিনি আমভাবেও কথা বলেছেন। পরিশেষে তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলি দিয়ে আলোচনার পরিসমাপ্তি টেনেছেন,

وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها و لم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هــذه الــسبيل. وكذلك حكي لنا عمن حكى لنا عنه من أهل العلم بالبلدان-

'খবরে ওয়াহিদ সাব্যস্ত করা বিষয়ে অনেক হাদীছ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লিখিত কিছুসংখ্যকই যথেষ্ট মনে করছি। আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরীগণ ও তাদের পরবর্তী যুগের লোকদের যাদেরকে আমরা দেখেছি তাদের এটিই পথ ছিল। অনুরূপভাবে বিভিন্ন দেশের বিদ্বানগণের মধ্যে যাদের থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে এটি তাদের রীতি ছিল'। তার এই কথাটি 'আম। যেমনভাবে তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যটিও 'আম। তিনি বলেন,

---

* লিসান্স, এম.এ. (অধ্যয়নরত), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

১. *বুখারী হা/৪০৩; মুসলিম হা/৫২৬।*
২. *মুখতাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ ১/৫৭৭।*
৩. *বুখারী হা/১২২; মুসলিম হা/২৩৮০; মুসনাদে শাফেঈ হা/১৭৯৩।*

ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد-

'কোন লোকের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইলম সম্পর্কে যদি একথা বলা জায়েয হয় যে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মুসলিম 'খবরে ওয়াহিদ' সাব্যস্ত করার এবং সাধারণভাবে তার দ্বারা দলীল সাব্যস্তকরণের ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। কেননা কোন একজন মুসলিম ফক্বীহ তা সাব্যস্ত করেননি, এমনটি জানা যায় না। তাহ'লে আমার জন্যও সেটা বলা জায়েয হ'ত। কিন্তু আমি বলি, খবরে ওয়াহিদ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে মুসলিম ফক্বীহগণ সামান্যতম মতভেদ করেছেন তা আমার জানা নেই'।[৪]

'আহাদ হাদীছ' দ্বারা আক্বীদার ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ না করা নবোদ্ভাবিত বিদ'আত :

কিতাব ও সুন্নাতের দলীল-আদিল্লা, ছাহাবীগণের আমল ও ওলামায়ে কেরামের অভিমত দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, শরী'আতের সকল ক্ষেত্রে আহাদ হাদীছ গ্রহণ করা ওয়াজিব। চাই তা আক্বীদাগত অথবা আমলগত বিষয়ে হোক। আর এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করা বিদ'আত, যা সালাফগণ জানতেন না। এজন্যই ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات (يعني العقيدة)، كما تحتج بها في الطلبيات العمليات...

'এই পার্থক্যকরণ উম্মতের ইজমা দ্বারা বাতিল। কেননা তারা সবাই এই হাদীছগুলিকে আক্বীদাগত বিষয়ে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন, যেমন আমলগত বিষয়গুলিতে গ্রহণ করেন...। বিশেষত আমলগত আহকাম আল্লাহর পক্ষ থেকে খবরকে অন্তর্ভুক্ত করে যে, তিনি এরূপ বিধান দিয়েছেন, এটি ওয়াজিব করেছেন এবং দ্বীন হিসাবে মনোনীত করেছেন...ইত্যাদি। সুতরাং তাঁর দেওয়া শরী'আত ও দ্বীন তাঁর নাম ও ছিফাতসমূহের দিকেই ফিরে যায়। আর ছাহাবীগণ, তাবেঈগণ, তাবে তাবেঈগণ, আহলেহাদীছ ও আহলে সুন্নাতের সকলেই নাম ও গুণাবলী, তাক্বদীর ও ফায়ছালা এবং আহকামের ক্ষেত্রে এই খবরগুলি দ্বারা দলীল গ্রহণ করে থাকেন। তাদের একজন থেকেও জানা যায় না যে, তিনি 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা আহকামের ক্ষেত্রে দলীল গ্রহণ করেছেন, অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে দলীল গ্রহণ করা জায়েয মনে করেননি। সুতরাং এই দুই বিষয়ের মাঝে পার্থক্যকারী সালাফ বা পূর্বসূরী কোথায়? তবে হ্যাঁ; তাদের সালাফ হ'ল এমন কিছু পরবর্তী ধর্মতাত্ত্বিক যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর ছাহাবীগণের পক্ষ থেকে যা এসেছে তার প্রতি তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বরং কিতাব-সুন্নাত ও ছাহাবীগণের বাণীর মাধ্যমে এ বিষয়ে সঠিক পথ পাওয়া থেকেও তাদের অন্ত রসমূহকে তারা বিরত রাখে। তারা ধর্মতাত্ত্বিকদের মতামত এবং ভানকারীদের রেফারেন্স দেয়। ওরাই মূলতঃ এ দু'টি বিষয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বলে জানা যায়।

এমন পার্থক্যের ব্যাপারে ওরা আবার 'ইজমা'রও দাবী করে! অথচ এমন 'ইজমা' কোন একজন ইমাম থেকেও বর্ণিত নেই। কোন ছাহাবী কিংবা তাবেঈ থেকেও নেই। সুতরাং আমরা তাদের নিকট আবেদন করি যে, 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা দ্বীনের কোন অংশ সাব্যস্ত করা জায়েয আর কোন অংশ জায়েয নয় এতদুভয়ের মাঝে সঠিক পার্থক্য নিরূপণ করুন! তাহ'লে তারা পার্থক্য করার সমর্থনে তাদের বাতিল দাবী ব্যতীত কোন পথই খুঁজে পাবে না। যেমন তাদের কিছু লোক বলে, উছূল সংক্রান্ত বিষয় বলতে ইলমী বিষয়সমূহ আর শাখা-প্রশাখাগত বিষয় বলতে আমলগত মাসআলাসমূহকে বুঝায় (তাদের এমন পার্থক্যকরণও বাতিল)।

কারণ আমলগত বিষয়সমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ইলম ও আমল। ইলমী বিষয়সমূহ দ্বারাও উদ্দেশ্য ইলম ও আমল। তা হ'ল অন্তরের ভালোবাসা ও ঘৃণা। হকের প্রতি অন্তরের ভালোবাসা, যা ইলম দ্বারা বুঝা যায়। আবার বাতিলের প্রতি তার ঘৃণা, যা তার বিরোধিতা করার মাধ্যমে বুঝা যায়। সুতরাং আমল কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্তরের আমলসমূহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহের মূল পরিচালক। আর অঙ্গের আমলসমূহ তার অনুগামী। সুতরাং প্রতিটি ইলমী মাসআলার সাথেই অন্তরের বিশ্বাস, সত্যায়ন ও ভালোবাসা জড়িত রয়েছে। আর সেটিই আমল। বরং আমলের মূল। ঈমানের মাসআলা সমূহের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সম্পর্কে অনেক ধর্মতাত্ত্বিক উদাসীন। তারা মনে করেন ঈমান শুধু অন্তরের সত্যায়ন মাত্র; আমলের প্রয়োজন নেই। আর এটাই সবচেয়ে জঘন্য ও মারাত্মক ভুল। কেননা অনেক কাফের নিশ্চিতভাবে নবী সত্য তা জানতো এবং এতে তাদের মনে কোন সন্দেহ-সংশয় ছিল না। কিন্তু তারা এমন সত্যায়নের সাথে আমল করেনি। তা হ'ল নবী যা নিয়ে এসেছেন তাকে ভালোবাসা, তার প্রতি ও তার ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, তার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন এবং তার শত্রুর সাথে শত্রুতা পোষণ করা...ইত্যাদি। তাই এ বিষয়টিকে অবহেলা করা যাবে না। কেননা এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই আপনি সত্যিকারের ঈমান বুঝতে পারবেন।

সুতরাং ইলমী মাসআলা সমূহ আমলগত। আবার আমলগত মাসআলা সমূহ ইলমী বা আক্বীদাগত। কেননা শরী'আত প্রণেতা বান্দার নিকট থেকে আমলগত বিষয়ে ইলম ছাড়া আমলকে যথেষ্ট মনে করেননি। অনুরূপ ইলমী বিষয়গুলিতে আমল ব্যতীত কেবল ইলমকেই যথেষ্ট মনে করেননি'।[৫]

৪. *আর-রিসালাহ, পৃঃ ৪৫৭।*

৫. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/৪১২।*

সুতরাং ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হ'ল যে, উল্লিখিত পার্থক্য ইজমা দ্বারা বাতিল। কেননা তা সালাফের আমল বিরোধী এবং উল্লিখিত দলীল সমূহেরও বিরোধী। এটি অন্যদিক থেকেও বাতিল। আর তা হ'ল পার্থক্যকারীরা ইলমকে আমলের সাথে এবং আমলকে ইলমের সাথে সম্পৃক্ত করাকে আবশ্যক মনে করে না। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যা বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে এবং উল্লিখিত পার্থক্যকে নিশ্চিত ভাবে বাতিল বলে বিশ্বাস রাখতে মুমিনদেরকে সহযোগিতা করবে।

অনেক খবরে ওয়াহিদ ইল্‌ম ও ইয়াক্বীনের ফায়েদা দেওয়া :

পূর্বের আলোচনা ও বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, উল্লিখিত বাতিল পার্থক্যের ভিত্তি হ'ল তাদের দাবী 'খবরে ওয়াহিদ কেবল প্রবল ধারণার ফায়েদা দেয়, তা ইয়াকীন ও অকাট্য ইলমের ফায়েদা দেয় না'। অথচ জানা উচিত যে, তাদের একথা নিঃশর্তভাবে মেনে নেওয়ার মত নয়। এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এখানে আমাদের জন্য যে বিষয়টি উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ সেটি হ'ল, অনেক সময় 'খবরে ওয়াহিদ' ইলম ও ইয়াকীনের ফায়েদা দেয়। এ বিষয়ে এমন অনেক হাদীছ রয়েছে, যা উম্মত গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের স্ব স্ব ছহীহ গ্রন্থে যেসব হাদীছ উল্লেখ করেছেন এবং যেগুলির কোন সমালোচনা করা হয়নি, তা অকাট্যভাবে ছহীহ প্রমাণিত। সেগুলি দ্বারা ইলমুল ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত হয়। যেমনটি ইমাম ইবনুছ ছালাহ এ বিষয়ে তার 'উলূমুল হাদীছ' (পৃঃ ২৮-২৯) গ্রন্থে জোরালোভাবে আলোচনা করেছেন। হাফেয ইবনু কাছীর তার 'মুখতাছার'-এ তাকে সমর্থন করেছেন। তাঁর পূর্বে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ এবং আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ (রহঃ) তাঁর 'মুখতাছারুস ছাওয়াইক' (২/৩৮৩) গ্রন্থে একে সমর্থন করেছেন। অতঃপর এ বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ অনেক হাদীছ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ওমর (রাঃ)-এর হাদীছ অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ 'নিশ্চয়ই যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল'[৬] এবং إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ– 'যদি স্বামী স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে (মিলনের) প্রচেষ্টা করে, তাহ'লে তার ওপর গোসল ওয়াজিব হয়ে যায়' অন্যতম।[৭]

অনুরূপ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর হাদীছ,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِيْ رَمَضَانَ عَلَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى–

'আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকলের ওপর রামাযানে ছাদাক্বাতুল ফিতর ফরয করেছেন'।[৮] ইত্যাদি আরোও অনেক হাদীছ রয়েছে।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'উম্মতে মুহাম্মাদীর পূর্বাপর অধিকাংশের নিকট এটি ইলমুল ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের ফায়েদা দেয়। সালাফদের মাঝে এ বিষয়ে কোন মতভেদই ছিল না। আর পরবর্তীদের মধ্যে এটি চার ইমামের অনুসারী বড় বড় ফক্বীহদের মাযহাব। এই মাসআলাটি হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলীদের কিতাবগুলিতে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন হানাফীদের মধ্যে সারাখসী ও আবুবকর রাযী, শাফেঈদের মধ্যে শায়খ আবু হামেদ, আবুত তাইয়েব ও শায়খ আবু ইসহাক্ব, মালেকীদের মধ্যে ইবনু খুওয়াইয মিনদাদ প্রমুখ, হাম্বলীদের মধ্যে রয়েছেন ক্বাযী আবু ই'য়ালা, ইবনু আবী মূসা, আবুল খাত্ত্বাব প্রমুখ, ধর্মতত্ত্ববিদের মধ্যে আবু ইসহাক্ব ইসফারাঈনী, ইবনু ফাওরাক ও আবু ইসহাক্ব নাযযাম প্রমুখ। ইবনুছ ছালাহ এটিকে উল্লেখ করে ছহীহ বলেছেন ও পসন্দ করেছেন। তবে তিনি এর প্রবক্তার আধিক্য সম্পর্কে জানতেন না। যাতে তাদের মাধ্যমে তার কথা শক্তিশালী হ'ত। তিনি কেবল দলীল ছহীহ হওয়ার কারণে বলেছেন। যে সমস্ত বিদ্বান ও দ্বীনদার মাশায়েখ তার বিপক্ষে গেছেন এবং এ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে তারা মনে করেছেন যে, আবু আমর ইবনুছ ছালাহ যা বলেছেন এর মাধ্যমে তিনি জমহূর হ'তে আলাদা হয়ে গেছেন! এ ব্যাপারে তাদের ওযর হ'ল, এই মাসআলাগুলিতে তারা ইবনুল হাজিবের বক্তব্যের দিকে ফিরে যান। যদি আর একটু উঁচু পর্যায়ে যান তাহ'লে তারা সাইফ আমেদী ও ইবনুল খতীব পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন। আর যদি তাদের সনদ আরোও উঁচু স্তরের হয় তাহ'লে তারা গাযালী, জুওয়াইনী ও বাকিল্লানীর পর্যায়ে পৌঁছান। তিনি বলেন, সকল আহলেহাদীছ শায়খ আবু আমর যা উল্লেখ করেছেন তার উপরেই রয়েছেন। আর জমহূরের কথার বিপরীতে দলীল হ'ল, খবরকে সত্যায়ন ও আমলগতভাবে গ্রহণ করা উম্মতের ইজমা। আর উম্মত কখনো ভ্রান্তির ওপর ইজমা করতে পারে না। যেমন উম্মত যদি কোন 'আম' (সাধারণ) অথবা 'মুত্বলাক' (নিঃশর্ত) অথবা ইলমে হাকীকত অথবা ক্বিয়াসের ওপর একমত হয়, তাহ'লে তারা কোন ভুলের ওপর একমত হননি। যদিও তাদের মধ্যে কোন একজনের প্রতি যদি এককভাবে দেখা যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে, তিনি ভুল হ'তে নিরাপদ নন। কেননা নির্ভুলতা কেবল সামগ্রিকভাবে সাব্যস্ত হ'তে পারে। যেমন মুতাওয়াতির খবরের ক্ষেত্রেও সংবাদ বাহকদের মধ্যে এককভাবে কারো ওপর ভুল অথবা মিথ্যার ত্রুটি আসা সম্ভব। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সবার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। আর সমষ্টিগতভাবে বর্ণনায় ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে উম্মত ভুল হ'তে নিরাপদ। তিনি আরো বলেন, এ ক্ষেত্রে আহাদ বিভিন্ন শর্তে ধারণার ফায়েদা দিতে পারে। যদি আরোও শক্তিশালী হয় তাহ'লে ইলমের রূপ পরিগ্রহ করে। আর যদি দুর্বল হয় তাহ'লে সংশয় ও বাতিল কল্পনায় পরিণত হয়।

তিনি আরো বলেন, জেনে রাখ! বুখারী ও মুসলিমের অধিকাংশ হাদীছ এ জাতীয়। যেমন শায়খ আবু আমর এবং তার পূর্ববর্তী আলেম হাফেয আবু তাহির সিলাফী প্রমুখ

৬. *বুখারী হা/১।*
৭. *বুখারী হা/২৯১; মুসলিম হা/৩৪৮; আবূদাঊদ হা/২১৬।*
৮. *বুখারী হা/১৫০৩; নাসাঈ হা/২৫০০।*

উল্লেখ করেছেন। কারণ যে হাদীছকে মুহাদ্দিছগণ সত্যায়ন ও গ্রহণ করেছেন তা নিশ্চিত বিশ্বাসের ফায়েদা দেয়। সুতরাং তারা ব্যতীত এ বিষয়ে অন্যান্য ধর্মতাত্ত্বিক ও উছূলবিদদের কথা ধর্তব্য নয়। কেননা ধর্মীয় সকল বিষয়ে ইজমার ক্ষেত্রে আহলে ইলম বা বিশেষজ্ঞ আলেমদের কথা ধর্তব্য, অন্যদের নয়। যেমন শারঈ আহকামের ক্ষেত্রে ইজমার বিষয়ে আলেমগণ ব্যতীত ধর্মতাত্ত্বিক, বৈয়াকরণ ও চিকিৎসকদের কথা ধর্তব্য নয়। অনুরূপভাবে হাদীছ সত্য ও অসত্যের বিষয়ে ইজমার ক্ষেত্রে হাদীছ, এর বিভিন্ন বর্ণনা পদ্ধতি ও সূক্ষ্ম ত্রুটি বিষয়ে পণ্ডিত আলেমগণ ব্যতীত অন্যদের কথা ধর্তব্য নয়। তারা হ'লেন হাদীছবিশারদ যারা তাদের নবীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাঁর সকল কথা ও কর্মের পূর্ণ সংরক্ষণকারী। মুক্বাল্লিদরা যেমন তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তিদের মতামতের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়, হাদীছবিশারদগণ তার চেয়ে অনেক বেশী যত্নবান হন রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কর্মের প্রতি। মুতাওয়াতির ইলম যেমন 'আম' ও 'খাছ' দু'ভাগে বিভক্ত হয়। তা বিশেষ একদলের নিকট মুতাওয়াতির হয়, যা অন্যরা জানতেই পারে না। মুতাওয়াতির হওয়া তো দূরের কথা। তদ্রূপ আহলেহাদীছগণ তাদের নবীর সুন্নাতের প্রতি এত অধিক যত্নবান হন যে, তাঁর কথা, কর্ম ও অবস্থা যথাযথ আয়ত্ব করার কারণে তারা এমন জ্ঞানলাভ করেন যাতে তারা সামান্যতম সন্দেহে পতিত হন না, অথচ সেসব বিষয়ে অন্যদের আদৌ কোন অনুভূতিই থাকে না' *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন, ২/৩৭৩)*। *[চলবে]*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

কা'বাগৃহ যেমন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহ্র প্রথম ইবাদত গৃহ, তেমনি এটি সপ্তম আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদতগৃহ বায়তুল মা'মূর বরাবরে নির্মিত। যেখানে দৈনিক ৭০ হাযার ফেরেশতা ইবাদতের জন্য প্রবেশ করে। কিন্তু ভিড়ের কারণে তারা পুনরায় প্রবেশের সুযোগ পায় না। কা'বাগৃহে তেমনি প্রতিদিন হাযার হাযার মুমিন ত্বাওয়াফ করেন। যা বলতে গেলে কখনোই খালি থাকে না। আর এই গৃহের নিকটেই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জন্মগ্রহণ করেছেন এবং মানবজাতির মধ্যে কেবলমাত্র তিনিই আল্লাহ্র অনুগ্রহে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পেরিয়ে মি'রাজে গিয়ে সরাসরি আল্লাহ্র দীদার লাভে ধন্য হয়েছেন। যেখানে আল্লাহ তার উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেন।

ইহরামের পোষাকে কা'বাগৃহ ত্বাওয়াফকালে ও আরাফাতের ময়দানে অবস্থানকালে স্মৃতিতে ভেসে ওঠে কাফন পরিহিত মাইয়েতের দুনিয়া ছেড়ে আল্লাহ্র নিকট গমনের করুণ অনুভূতি। সৃষ্টি হয় সৃষ্টির সূচনাকালে আরাফাতের এই পুণ্যভূমিতে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র নিকট তার দাসত্ব করার প্রতিশ্রুতি দানের অনুভূতি, সৃষ্টি হয় দুনিয়ার এই শ্রেষ্ঠ মাটিতে অবস্থানের মহা সৌভাগ্যের অনুভূতি এবং সেখানে আদি পিতা আদম ও আদি মাতা হাওয়ার প্রথম দুনিয়াবী সাক্ষাতের অনুভূতি। অতঃপর মুযদালিফায় গিয়ে সৃষ্টি হয় কা'বার দুশমন আবরাহার হস্তী ও বিশাল সেনাবাহিনীর ধ্বংসকর পরিণতির অনুভূতি; সেখান থেকে মিনায় ফিরে গিয়ে স্মৃতির আয়নায় ভেসে ওঠে শয়তানের কুমন্ত্রণার বিরুদ্ধে পিতা ইব্রাহীমের পাথর ছুঁড়ে মারার সাহসী অনুভূতি; অতঃপর কুরবানীর সময় ভেসে ওঠে ইবরাহীম ও ইসমাঈলের অতুলনীয় কুরবানীর নিঃশ্বাস বন্ধকারী অনুভূতি। অতঃপর সেখান থেকে মক্কায় গিয়ে ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্র সময় হজ্জ পূর্ণ হওয়ার আনন্দে ও বিদায়ের বেদনার অশ্রুভরা মিশ্র অনুভূতি। হজ্জের গুরুত্ব এত বেশী যে, যারা হজ্জে আসেননি বা আসতে পারেননি, তারা যদি এদিন আরাফার ছিয়াম রাখেন, তাহ'লে তাদের বিগত ও আগত মোট দু'বছরের সকল ছগীরা গোনাহ মাফ করা হয় *(মুসলিম হা/১১৬২)*। নিজেদের মহা সৌভাগ্যবান মনে হয় এজন্য যে, ঈমানের অমূল্য সম্পদের অধিকারী হওয়ার কারণেই আজ আমরা পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ ভূমি যিয়ারতের সুযোগ পেয়েছি। দুঃখ হয় তাদের জন্য, যারা ঈমানী সম্পদ থেকে মাহরূম হয়েছে এবং এখানে আসার সুযোগ থেকে চির বঞ্চিত হয়েছে।

হজ্জ মুমিনকে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল জীবনের প্রশিক্ষণ দেয়। মক্কার নির্জনভূমিতে দুগ্ধপোষ্য ইসমাঈল ও তার মা হাজেরাকে ফেলে আসার সময় অসহায় স্ত্রী যখন বুঝলেন যে, এটি আল্লাহ্র হুকুমে হচ্ছে, তখন তিনি বলেছিলেন, তাহ'লে অবশ্যই আল্লাহ আমাদের ধ্বংস করবেন না'। অতঃপর তিনি পানির জন্য মানুষের সন্ধানে ছাফা ও মারওয়া দুই পাহাড়ে সাত বার ওঠানামা করেন। হঠাৎ নীচে দেখতে পান মাটির বুক চিরে পানি বের হচ্ছে এবং গায়েবী আওয়ায পান, 'ধ্বংস হওয়ার ভয় করবেন না। এখানেই বায়তুল্লাহ। যা নির্মাণ করবেন এই সন্তান ও তার পিতা। আর আল্লাহ কখনো তার বাসিন্দাদের ধ্বংস করবেন না' *(বুখারী হা/৩৩৬৪)*। এই পানিই হ'ল 'যমযম' কুয়া। যা থেকে বিগত প্রায় সাড়ে চার হাযার বছর যাবৎ মানুষ পান করছে, কিন্তু কখনোই তার পরিমাণ কমেনি এবং তা নষ্ট হয়নি। 'যা ভূ-পৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠ পানি। যার মধ্যে রয়েছে পুষ্টিকর খাদ্য ও আরোগ্য' *(ছহীহাহ হা/১০৫৬)*। এভাবেই আল্লাহ তাঁর উপরে নির্ভরশীল বান্দাদের বাঁচার পথ খুলে দেন। ছাফা-মারওয়া সাঈ করার সময় হৃদয়ে যদি আল্লাহর উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়, তবেই সাঈ সার্থক হবে।

বায়তুল্লাহ, মিনা-আরাফা-মুযদালিফা, জামরা প্রভৃতি দো'আ কবুলের স্থান সমূহে বহু বান্দা অনুতপ্ত হৃদয়ে তওবা করে। তাতে সে শুচিশুদ্ধ হয়ে নতুন জীবন লাভ করে। সে আল্লাহ্র এসব অনন্য নিদর্শনকে হৃদয়ের গভীর থেকে শ্রদ্ধা করে। ফলে সে আল্লাহ্র অতি নৈকট্যে পৌঁছে যায়। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহকে সম্মান করে, নিশ্চয়ই সেটি হৃদয় নিঃসৃত আল্লাহভীতির বহিঃপ্রকাশ' *(হজ্জ ২২/৩২)*।

আরাফাতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ মুমিন একত্রিত হয়ে ইহরামের সাদা পোষাকে দু'হাত তুলে আল্লাহকে কাতর কণ্ঠে ডাকে ও তাঁর কাছেই সবকিছু নিবেদন করে। এ সময় আল্লাহ নিকটবর্তী হন ও ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে বলেন, দেখ ওরা কি চায়? *(মুসলিম হা/১৩৪৮)*। 'ওরা এসেছে আমার কাছে জীর্ণ-শীর্ণ বেশে বহু দূর-দূরান্ত হ'তে। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি ওদের সবাইকে মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতারা বলে, হে আল্লাহ! অমুক পুরুষ ও নারী অমুক অমুক পাপ করেছে। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি ওদের ক্ষমা করে দিলাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আরাফার দিনের ন্যায় এত অধিক সংখ্যক মুমিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পায় না' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/২৬০১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১১৫৪-৫৫)*। এজন্যই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল আরাফার দো'আ *(তিরমিযী হা/৩৫৮৫)*। আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবনে হজ্জ ও ওমরা করার তাওফীক দান করুন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন!- আমীন! *(স.স.)*।

আহলেহাদীছ জামা'আতের বিরুদ্ধে কতিপয় মিথ্যা অপবাদ পর্যালোচনা

*মূল (উর্দূ) : মাওলানা আবু যায়েদ যমীর**
*অনুবাদ : তানযীলুর রহমান***

(শেষ কিস্তি)

ভুল ধারণা-৯

আহলেহাদীছরা জঙ্গীবাদের শিক্ষা দেয় :

ইসলামী দাওয়াহ্র উন্নতি-অগ্রগতি এবং বিশ্বপরিমণ্ডলে ইসলাম গ্রহণের স্রোতকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য কোথাও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আবার কোথাও মিশনারী প্রচার-প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে ইসলামের উপর এ অপবাদ আরোপ করা হচ্ছে যে, ইসলাম সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থাকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানকারী ধর্ম। প্রত্যেকে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আজকে সারা পৃথিবীতে মিডিয়া, কতিপয় ধর্মীয় গোষ্ঠী ও সস্তা রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে এই অন্যায় ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে।

মাযহাবী গোঁড়ামিতে নিমজ্জিত কোন কোন মূর্খ মুসলমানকে এই মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে আখের গোছানোর জন্য এই তত্ত্বকে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে এটা একটা অত্যন্ত সস্তা ও কার্যকরী অস্ত্রে পরিণত হয়েছে যে, একটি এলাকায় কোন আহলেহাদীছ কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দাওয়াত দিতে শুরু করলে তাদের দাওয়াতকে প্রতিহত করার জন্য যেকোন উপায়ে তার উপর জঙ্গীবাদের অপবাদ দেওয়ার হীন চেষ্টা করা হয় এবং তাকে পুলিশের মাধ্যমে হয়রানি করা হয়। আর মানুষকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে তার থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করা হয়।

১. আহলেহাদীছদের নিকটে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা নিন্দনীয় কাজ : না ইসলাম সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার শিক্ষা দেয়, আর না তার প্রকৃত অনুসারী আহলেহাদীছরা তা শিক্ষা দেয়। ইসলামে ফাসাদ সৃষ্টি করা একটি নিষিদ্ধ কাজ। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ 'আর পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদের পসন্দ করেন না' *(ক্বাছাছ ২৮/৭৭)*।

আহলেহাদীছদের নিকটে কেবল পৃথিবীতে ফাসাদ বিস্তার করা নিন্দনীয় কাজ তা নয়, বরং তা কামনা করা এবং সেজন্যে কোন উপায় অবলম্বন করাও এক জঘন্য কাজ।

২. অমুসলিমদের সাথেও উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা উচিত :

ইসলামী শিক্ষার আলোকে আহলেহাদীছদের নিকটে মানুষ নিজ নিজ অবস্থান থেকে সদাচরণ পাওয়ার হকদার, এমনকি সে অমুসলিম হ'লেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ– 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন' *(মুমতাহিনাহ ৬০/৮)*।

জানা গেল যে, কারো কেবল অমুসলিম হওয়া তাকে সদাচরণ ও ইনছাফ থেকে বঞ্চিত করে না।

৩. আহলেহাদীছদের নিকটে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হারাম : ইসলামে জীবনের (চাই তা মুসলিম বা অমুসলিম যারই হোক) গুরুত্ব কতটুকু তা বুঝার জন্য কুরআন মাজীদের একটি আয়াত পাঠ করাই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا– 'এ কারণেই আমরা বনু ইস্রাঈলের উপর বিধিবদ্ধ করে দিয়েছি যে, যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

কুরআন মাজীদের এ আয়াত থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একজন মানুষকে হত্যা করা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার সমতুল্য এবং একজন মানুষের জীবন বাঁচানো সমগ্র মানবতার জীবন বাঁচানোর সমতুল্য।

৪. আহলেহাদীছদের নিকটে কাফেরের উপরেও যুলুম করা বৈধ নয় : জীবনের সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে এই মূলনীতি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, কাউকে হত্যা করা তো দূরের কথা কোন অমুসলিমকে কষ্ট দেওয়াও ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। কোন ব্যক্তির মুসলমান হওয়া তাকে এ অধিকার দেয় না যে, সে কোন অমুসলিমের সাথে বাড়াবাড়ি করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُوْنَهَا حِجَابٌ 'মাযলূম ব্যক্তির বদদো'আ থেকে বেঁচে থাক, যদিও সে কাফের হয়। কারণ তার দো'আ ও আল্লাহ্র মাঝে কোন পর্দা থাকে না'।[১]

এ হাদীছ থেকে একথা একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, যুলুম যুলুমই, যার সাথেই তা করা হোক না কেন। একজন অমুসলিম ব্যক্তির সাথেও বাড়াবাড়ি করা একজন মুসলমানকে আল্লাহ্র শাস্তি লাভের হকদার বানিয়ে দেয়।

** ভারতের প্রখ্যাত আহলেহাদীছ আলেম।*
*** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *আহমাদ হা/১২৫৭১, ছহীহুল জামে' হা/১১৯, হাসান।*

উক্ত আয়াত সমূহ ও হাদীছগুলিতে যে সত্য বিধৃত হয়েছে আহলেহাদীছগণ তারই প্রবক্তা ও প্রচারক। এখানে একথা লক্ষ্যণীয় যে, সব দ্বীন-ধর্মের অনুসারী এবং প্রত্যেক মাসলাক ও মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে এমন ব্যক্তিরাও থাকে, যারা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিনষ্ট করে দেয়। সেকারণ কোন এক শ্রেণীকে সমাজে নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার দোষে অভিযুক্ত করা ন্যায় ও ইনছাফকে হত্যা করার নামান্তর। আবার দায়িত্বশীল নয় এমন ব্যক্তির কোন তৎপরতার কারণে কোন জামা'আতের সবাইকে অপরাধী মনে করা ঠিক তেমনি, যেমন কোন এক ব্যক্তির ভুলের কারণে তার পুরো পরিবারকে অপরাধী সাব্যস্ত করে তাদেরকে ফাঁসী দেওয়া। চাই তারা তার কর্মকাণ্ডের খণ্ডন ও সংশোধনে লেগে থাকুক না কেন।

আর এটি যুলুম, বেইনছাফী ও অপবাদ আরোপ করার নিকৃষ্টতর রূপ। নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র নিকটে সবচেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী সে ব্যক্তি, যে কারো কুৎসা রটনা করার সময় পুরো গোত্রের কুৎসা রটনা করে'।[২]

ভুল ধারণা-১০ :

আহলেহাদীছরা মুসলমানদের উপর কুফরীর ফৎওয়া দেয় :

কাউকে কাফের আখ্যায়িত করা এবং তার উপর কুফরীর ফৎওয়া আরোপ করাকে 'তাকফীর' বলা হয়। 'তাকফীর' বা কাফির আখ্যায়িত করা একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও দায়িত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি যরূরী হয়ে যায়, কিন্তু এটা এত স্পর্শকাতর ব্যাপার যে, এতে ব্যক্তিগত অসন্তুষ্টি অথবা বেপরওয়া ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালা স্বয়ং কাফের প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্র নিকটে অপরাধী বানিয়ে দেয়।

১. আহলেহাদীছদের নিকটে তদন্ত ব্যতীত কারো উপরে কুফরীর ফৎওয়া দেওয়া হারাম : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইকে কাফের বলবে, তাদের দু'জনের কোন একজনের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে'।[৩]

ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এভাবে এসেছে, إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ 'যদি সে ব্যক্তি সত্যিই এরকম হয় তাহ'লে ঠিক আছে, অন্যথা একথা যে কাফের বলবে তার উপর বর্তাবে'।[৪]

ইবনু হিব্বানের বর্ণনায় এ শব্দগুলি এসেছে যে, إِنْ كَانَ كَافِرًا وَإِلاَّ كَفَرَ بِتَكْفِيْرِهِ– 'যদি সে প্রকৃতই কাফের হয় তাহ'লে ঠিক আছে, অন্যথা কাফের প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি কাফের বলার কারণে কুফরী করল'।[৫]

জানা গেল যে, যদি ফায়ছালা সত্যের উপর ভিত্তিশীল হয় তাহ'লে কাফের প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি দায়মুক্ত হ'ল, কিন্তু যদি ব্যাপারটা এর উল্টো হয় তাহ'লে অন্যকে কাফের আখ্যা দেওয়া তার নিজেরই কুফরীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

একজন মানুষ কোন সময় অজ্ঞতাবশত এমন কাজ করে বসে যদিও সেটা কুফরী বা শিরক হয়ে যায়, কিন্তু স্রেফ অজ্ঞতার কারণেই তা হয়। সে কুফর ও শিরককে হালাল মনে করে করে না; বরং কাজটি যে কুফরী বা শিরকী কাজ তা সে আদতে জানেই না। এমতাবস্থায় আলেমের দায়িত্ব হ'ল তাকে কাফের আখ্যায়িত করা নয়; বরং শিক্ষা দেওয়া। এর প্রমাণ স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ)-এর একটি ঘটনা থেকে পাওয়া যায়।

২. কর্ম ও কর্তার উপর বিধান জারী করা পৃথক বিষয় : আবূ ওয়াকিদ আল-লায়ছী বলেন, خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَكَانُوا أَسْلَمُوا يَوْمَ الْفَتْحِ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِشَجَرَةٍ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ حَوْلَهَا، وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يَدْعُونَهَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، فَلَمَّا قُلْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ وَقُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: {اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ}، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হুনাইনের যুদ্ধে বের হ'লাম। তখন আমাদের কুফরীর যামানা খুব নিকটে ছিল। (রাবী বলেন যে,) তারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি বলেন, একটা গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের জন্য একটি 'যাতে আনওয়াত্ব' দিন, যেমন ওদের 'যাতে আনওয়াত্ব' রয়েছে। মূলতঃ কাফেরদের একটা কুল গাছ ছিল, যার পাশে তারা একত্রিত হ'ত এবং (যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য এতে) তাদের অস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। তারা এটাকে 'যাতে আনওয়াত্ব' নামে অভিহিত করত। (ছাহাবী বলেন,) যখন আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একথা বললাম, তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার, ঐ সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে, এটিতো সেরূপ কথা যেরূপ মূসা (আঃ)-কে বনু ইসরাঈল বলেছিল, اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ 'আমাদের জন্য একটি উপাস্য দিন, যেমন তাদের (মুশরিকদের) বহু উপাস্য রয়েছে। এর উত্তরে মূসা (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা মূর্খ

২. *ইবনু মাজাহ হা/৩৭৬১; ছহীহুল জামে' হা/১৫৬৯, ছহীহ।*
৩. *বুখারী হা/৬১০৪; মুসলিম হা/৯১।*
৪. *মুসলিম হা/৯২।*
৫. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/২৪৮; ছহীহ তারগীব হা/২৭৭৫।*

সম্প্রদায়'। (এরপর তিনি বললেন,) তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের রীতি-নীতি অবশ্যই অবলম্বন করবে।[৬]

এই ঘটনায় চিন্তার বিষয় এই যে, নবী করীম (ছাঃ) তাদের যাতে আনওয়াত্বের আবেদনকে বণী ইসরাঈলের বাতিল মা'বূদের আবেদনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলেছেন। কিন্তু যেহেতু সেসব লোক সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী ছিল এবং তারা অনেক বিষয় জানত না, সেজন্য তিনি তাদেরকে কাফের বলেননি; বরং তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে খোলাছা করে দিয়েছেন যে, তাদের কাজটি কত মারাত্মক। এজন্য অজ্ঞতাবশত কুফরী বাক্য প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে কাফের আখ্যায়িত করার পরিবর্তে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।

৩. আহলেহাদীছদের নিকট অপরাধী সেই ব্যক্তি, যে হক প্রকাশিত হওয়ার পরেও হককে প্রত্যাখ্যান করে :

কোন কোন সময় তাহক্বীক্ব অথবা বুঝের ভুলের কারণে কোন আলেমের পক্ষ থেকেও এমন কোন কথা বা কাজ সংঘটিত হয়ে যায়, যেটাকে কুফরী আখ্যায়িত করা যায়, কিন্তু স্বয়ং সেই ব্যক্তির উপর এই বিধান জারী করা যায় না। বরং সেটাকে ভুল আখ্যায়িত করা হয়। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَأَمَّا "التَّكْفِيرُ": فَالصَّوَابُ أَنَّهُ مَنِ اجْتَهَدَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَصَدَ الْحَقَّ فَأَخْطَأَ: لَمْ يُكَفَّرْ؛ بَلْ يُغْفَرُ لَهُ خَطَؤُهُ. وَمَنْ تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ فَشَاقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ: فَهُوَ كَافِرٌ. وَمَنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَقَصَّرَ فِي طَلَبِ الْحَقِّ وَتَكَلَّمَ بِلَا عِلْمٍ: فَهُوَ عَاصٍ مُذْنِبٌ– 'কাফের আখ্যায়িত করার ক্ষেত্রে সঠিক মত এই যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর কেউ হক অন্বেষণে ইজতিহাদ করতে গিয়ে ভুল-ত্রুটি করলে তাকে কাফের আখ্যায়িত করা যাবে না। বরং তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যার নিকটে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আনীত বিধান প্রকাশিত হয়ে যায় এবং হেদায়াত প্রকাশ হওয়ার পরেও সে রাসূল (ছাঃ)-এর বিরুদ্ধাচারণ করে এবং মুমিনদের পথের পরিবর্তে অন্য পথ অবলম্বন করে সে কাফের। আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির পূজা করে, হক্ব অন্বেষণে অবহেলা করে এবং না জেনে কথা বলে সে অবাধ্য, পাপী' (কাফের নয়)।[৭]

বুঝা গেল যে, হক প্রকাশিত হওয়ার পর তা প্রত্যাখ্যান করা মানুষকে কাফেরে পরিণত করে। এমন ব্যক্তির কুফরী স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও বিশেষ করে যখন সে তার এ কুফরী চিন্তা-ধারাকে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝে প্রচর করবে, তখন তাকে মুসলমান বলা দ্বীনী আবেগের দুর্বলতা এবং মুসলিম উম্মাহ্র কল্যাণ কামনায় শিথিলতার ফল। এটা বুঝার জন্য মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ব্যাপারটা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এজন্য একথা মন-মগজে প্রোথিত করা দরকার যে, কোন মানুষের কাছে দলীল-প্রমাণ না পৌঁছার কারণে যদি হক গোপন থেকে যায় অথবা দলীলগুলো বুঝতে ভুল করার কারণে তার সিদ্ধান্ত কুরআন ও সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহ'লে তার সামনে সত্য বিষয়টাকে তুলে ধরার পরিবর্তে তার উপর কুফরীর ফৎওয়া প্রয়োগ করা কল্যাণকামিতার দাবী এবং দূরদৃষ্টি, দয়া ও করুণাগুণের পরিপন্থী।

কাফের আখ্যায়িত করার ব্যাপারে আহলেহাদীছদের এটাই নীতি। কিন্তু অনেক মানুষ এসব বিষয় বুঝার জন্য আহলেহাদীছ আলেম-ওলামা অথবা এ বিষয়ে বিদ্যমান বই-পুস্তকের দিকে প্রত্যাবর্তন করে না বিধায় তারা ভুল বুঝের মধ্যে নিপতিত হন। আসলে যখন কোন আমলের ব্যাপারে কিছু মানুষ আহলেহাদীছদের নিকট থেকে শুনে যে, এরূপ কাজ করা শিরক বা কুফরী তখন সে তৎক্ষণাৎ মনে করে যে, এসব কাজ যারা করে তাদের প্রত্যেককে আহলেহাদীছরা কাফের আখ্যায়িত করে। অথচ ব্যাপারটি তা নয়। আহলেহাদীছদের নিকটে অজ্ঞতার মধ্যে নিমজ্জিত ব্যক্তির ব্যাপারটি জেনে বুঝে হককে প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি থেকে ভিন্ন।

শেষ কথা :

তাহক্বীক্ব বা প্রকৃত সত্য উদঘাটন, ন্যায়নীতি ও ইনছাফ জ্ঞান ও কীর্তির দিক থেকে সর্বোচ্চ গুণাবলী। যারা কোন দল বা গোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত তারা যদি দলীয় গোঁড়ামির ঊর্ধ্বে উঠে নির্ভেজাল জ্ঞানগত চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে আহলেহাদীছদের নীতি ও আদর্শকে বুঝার চেষ্টা করেন তাহ'লে তাদের নিকটে সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ নীতি কিতাব ও সুন্নাহ্র দলীল সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি চক্ষু বন্ধ করে এবং কর্ণকুহরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে ফায়ছালা করার জন্য বসেন তাহ'লে এমন ব্যক্তির নিকট থেকে কি হক ও ইনছাফ আশা করা যায়?

মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা, তিনি আমাদেরকে জ্ঞান ও ইনছাফের সাথে ফায়ছালা করার তৌফীক দিন এবং আমাদের জ্ঞানে দূরদৃষ্টি এবং ঈমান ও আমলে অবিচলতা দান করুন! আর আমাদেরকে আমৃত্যু ছিরাতে মুস্তাক্বীমের উপরে অটল রাখুন।- আমীন!

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

৬. *আহমাদ হা/২১৯৪৭; তিরমিযী হা/২১৮০; যিলালুল জান্নাহ হা/৭৬।*
৭. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/১৮০।*

Contents

শয়তানের চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষার উপায়

*মুহাম্মাদ খাইরুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

৫. শত্রুতা ও বিদ্বেষ (العداوة والبغضاء) : শয়তান মানুষের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ– ‘শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত হ’তে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হবে কি?’ *(মায়েদাহ ৫/৯১)*।

পরস্পরে ভাল আচরণ করতে হবে। অন্যথা এই দুর্বলতার সুযোগে শয়তান মানুষের মাঝে সংঘর্ষ বাধিয়ে চরম শত্রুতা সৃষ্টি করবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا– ‘(হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের বল, তারা যেন (পরস্পরে) উত্তম কথা বলে। (কেননা) শয়তান সর্বদা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/৫৩)*।

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ‘যে আল্লাহ তা‘আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে’।[১]

৬. সুসজ্জিত করা (التزيين) : শয়তান মানুষের সামনে পাপ, অশালীন ও অশ্লীল কাজকর্মকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে। ফলে তাকে ভালকাজ মনে করে মানুষ আমল করে জাহান্নামী হয়ে যায়। শয়তানের এই ভাষাকে মহান আল্লাহ উল্লেখ করে বলেন, قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ– ‘সে বলল, হে আমার পালনকর্তা। যেহেতু তুমি আমাকে বিপথগামী করলে, সেহেতু আমিও পৃথিবীতে তাদের নিকট পাপকর্মকে শোভনীয় করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। তবে তাদের মধ্য থেকে তোমার নির্বাচিত বান্দারা ব্যতীত’ *(হিজর ১৫/৩৯-৪০)*। অন্যত্র এসেছে,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ–

‘যখন শয়তান (বদরের দিন) কাফেরদের নিকট তাদের কাজগুলিকে শোভনীয় করে দেখিয়েছিল এবং বলেছিল, আজ তোমাদের উপর বিজয়ী হবার মত কোন লোক নেই। আর আমি তোমাদের সাথী আছি। কিন্তু যখন দু’দল মুখোমুখী হ’ল, তখন সে পিঠ ফিরে পালালো এবং বলল, আমি তোমাদের থেকে মুক্ত। আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখনি। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা’ *(আনফাল ৮/৪৮)*।

আয়াতের প্রেক্ষাপট হ’ল, বদর যুদ্ধের সময় শয়তান মুশরিকদেরকে বিজয়ের আশ্বাস দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের কার্যাবলীকে শোভনীয় করে দেখায়। কিন্তু যখন শয়তান ফেরেশতাদের দল তাদের বিপক্ষে দেখতে পায় তখন পলায়ন করে পিছু হটে যায়। অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ–

‘আল্লাহ্র কসম! আমরা তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকটে রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের মন্দ কর্মসমূহকে শোভনীয় করে দেখিয়েছিল। সে আজ তাদের অভিভাবক। আর তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি’ *(নাহল ১৬/৬৩)*। এছাড়াও এব্যাপারে সূরা আন‘আমের ৪৩, নামলের ২৪ এবং আনকাবুতের ৩৮নং আয়াতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

৭. কুমন্ত্রণা (الوسواس) : শয়তান মানুষের মনের মাঝে কুমন্ত্রণা, প্ররোচনা, সংশয়-সংন্দেহ, অবিশ্বাস প্রবেশ করিয়ে পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। মিথ্যা প্ররোচনার মাধ্যমে আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে জান্নাত থেকে বের করে দেয়। এ ঘটনা পবিত্র কুরআনে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ– ‘অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পর থেকে গোপন ছিল তা প্রকাশ করে দেবার জন্য শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ থেকে তোমাদের নিষেধ করেছেন কেবল এজন্যে যে, তাহ’লে তোমরা দু’জন ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা এখানে চিরস্থায়ী বসবাসকারী হয়ে যাবে’ *(আ‘রাফ ৭/২০)*। অন্যত্র এসেছে,

* *সহকারী শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১. *বুখারী হা/৬০১৮।*

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى–

'অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনদায়িনী বৃক্ষের কথা এবং এমন রাজত্বের কথা যা ক্ষয় হয় না? অতঃপর তারা উভয়ে উক্ত (নিষিদ্ধ) বৃক্ষ হ'তে (ফল) ভক্ষণ করল। ফলে তাদের সামনে তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে শুরু করল। এভাবে আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্যতা করল এবং পথ হারাল' *(ত্ব-হা ২০/১২০-১২১)*।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مَنْ خَلَقَ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ– 'তোমাদের কারো নিকট শয়তান আসতে পারে এবং বলতে পারে, এ বস্তু কে সৃষ্টি করেছে? ঐ বস্তু কে সৃষ্ট করেছে? এমনকি শেষ পর্যন্ত বলে বসবে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চায় এবং সে যেন এমন চিন্তা থেকে বিরত হয়ে যায়'।[২]

ছালাতে ওয়াসওয়াসা : আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ– 'তোমাদের কারো কারো ছালাত আদায়কালে শয়তান আসে এবং ছালাতের বিষয়ে সন্দেহে ফেলে দেয়। ফলে সে বুঝতে পারে না কত রাক'আত আদায় করল। তোমাদের কারো যদি এই রকম কিছু হয় তবে (শেষ বৈঠকে) বসা অবস্থায় সে যেন দু'টি সিজদাহ করে দেয়'।[৩]

৮. আল্লাহ্র যিকির ভুলে যাওয়া (النسيان لذكر الله) :

শয়তানের কাজ হ'ল আল্লাহ্র স্মরণ বা যিকির ভুলিয়ে দিয়ে বিপথগামী করা। যেমন- মহান আল্লাহ বলেন, وَقَالَ لِلَّذِيْ ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ– 'অতঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে (স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল যে, তুমি তোমার মনিবের কাছে (অর্থাৎ বাদশাহ্র কাছে) আমার বিষয়ে আলোচনা করবে (যাতে তিনি আমাকে মুক্তি দেন)। কিন্তু শয়তান তাকে তার মনিবের কাছে বলার বিষয়টি ভুলিয়ে দেয়। ফলে তাকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়' *(ইউসুফ ১২/৪২)*।

মূসা (আঃ) এক যুবককে নিয়ে খিজির (আঃ)-এর সাক্ষাতে বের হ'লেন। একটি মাছ ছিল তাদের গন্তব্যের চিহ্ন। মাছটি যেখানে জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাবে সেখানে সে সাক্ষাৎ পাবে বলে নির্দেশনা দেয়া ছিল। কিন্তু যুবক তা বলতে ভুলে যায়। মাছের বিষয়ে মূসা (আঃ) যুবককে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দিল قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّيْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا– 'যুবক বলল, আপনি কি খেয়াল করে দেখেছেন যখন আমরা একটি প্রস্তর খণ্ডে বিশ্রাম নিয়েছিলাম, সেখানে আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে ওর কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। সে বিস্ময়করভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল *(কাহাফ ১৮/৬৩; বুখারী হা/৭৪)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হে লোক সকল! আমাকে কদরের রাত সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল এবং আমি তোমাদের তা জানানোর জন্য বের হয়ে আসলাম। কিন্তু দুই ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে আমার নিকটে উপস্থিত হ'ল এবং তাদের সাথে ছিল শয়তান। তাই আমি তা ভুলে গেছি'।[৪]

৯. প্ররোচনা দেওয়া (النزغ) :

শয়তান মানুষের মাঝে বিভিন্ন কৌশলে প্ররোচনা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَقُلْ لِعِبَادِيْ يَقُوْلُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيْنًا– '(হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের বল, তারা যেন (পরস্পরে) উত্তম কথা বলে। (কেননা) শয়তান সর্বদা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৫৩)*।

শয়তান ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি করেছিল তা সকলেরই জানা। মহান আল্লাহ সূরা ইউসুফের ১০০নং আয়াতে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আর এমন পরিস্থিতির মোকাবেলায় মহান আল্লাহ বলেন, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ– 'শয়তানের কুমন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহ'লে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ' *(আ'রাফ ৭/২০০; ফুছছিলাত বা হা-মীম-সাজদাহ ৪১/৩৬)*।

২. *বুখারী হা/৩২৭৬; মুসলিম হা/১৩৪।*
৩. *তিরমিযী হা/৩৯৭; বুখারী, মুসলিম।*
৪. *মুসলিম হা/১১৬৭।*

১০. ধোঁকা দেওয়া (الغرور) : শয়তান মানুষকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়। সে মানুষকে ছলনা ও ধোঁকাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوْرًا– 'শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র' *(বাণী ইসরাঈল ১৭/৬৪)*।

আদম ও হাওয়া (আঃ) স্বয়ং এমন ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হন। মহান আল্লাহ বলেন, فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ 'এভাবে তাদের দু'জনকে ধোঁকার মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে ধ্বংসে নামিয়ে দিল। অতঃপর যখন তারা উক্ত বৃক্ষের স্বাদ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফলে তারা জান্নাতের পাতাসমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগল' *(আ'রাফ ৭/২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন,

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوْرًا– 'সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা প্রতারণা বৈ কিছু নয়' *(নিসা ৪/১২০)*।

ধোঁকা দিয়ে শয়তান মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেয়। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُوْلُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِه، قَالَ: فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ: نِعْمَ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ–

'ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করতঃ তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত সেই, যে সর্বাধিক ফেতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে তুমি কিছুই করনি। অতঃপর অন্যজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। অবশেষে তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। অতঃপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আ'মাশ (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, অতঃপর শয়তান তাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়'।[৫]

কবরবাসীরা কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে না। তাই কবরবাসীদের নিকট কোন কিছু কামনা করা জায়েয নয় বরং শিরক। যদিও কোন কোন কবর থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন- কবর থেকে আলো বের হওয়া, সুঘ্রান বের হওয়া ইত্যাদি।[৬]

আমরা অনেক সময় শুনে থাকি কারো কবরের উপর ঐ মৃত ব্যক্তিকেই দাঁড়ানো অবস্থায় বা বসা অবস্থায় অথবা অন্য কোন অচেনা মৃত ব্যক্তিকে দেখেছে। আবার ভাঙ্গা কবরে সাপ পেঁচানো লাশ দেখেছে। এগুলো সবই শয়তানের ধোঁকা মাত্র। মনে রাখতে হবে কবরের কোন শাস্তি নবী ব্যতীত দুনিয়ার মানুষ ও জিনকে দেখানো হবে না।[৭] অতএব কেউ যদি অনুরূপ দেখে তবে বুঝতে হবে এটা শয়তানের কাজ ছাড়া কিছুই নয়।

১১. পরীক্ষা করা, বিপদে ফেলা, গোলযোগ সৃষ্টি করা (الفتنة): যুগে যুগে শয়তান মানুষের মাঝে গোলযোগ সৃষ্টি করে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ–

'আমরা তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি যে, তারা যখনই কিছু পাঠ করেছে, তখনই শয়তান উক্ত পাঠে কিছু মিশিয়ে দিয়েছে। তখন আল্লাহ দূর করে দেন শয়তান যা মিশিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ স্বীয় আয়াত সমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। এটা এ কারণে যে, শয়তান যা মিশ্রণ করে, তিনি তা পরীক্ষা স্বরূপ করে দেন তাদের জন্য, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা পাষাণ হৃদয়। বস্তুতঃ অত্যাচারীরা দূরতম যিদের মধ্যে রয়েছে' *(হজ্জ ২২/৫২-৫৩)*।

হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, চাটাই বুননের মত এক এক করে ফিৎনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায়, তাতে একটি করে কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করে, তাতে একটি করে শুভ্রোজ্জ্বল চিহ্ন পড়বে। এমনি করে দু'টি অন্তর দু'ধরনের হয়ে যায়। একটি শ্বেত পাথরের মত; আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে ততদিন কোন ফিৎনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি হয়ে যায় উল্টানো কালো কলসির মত। প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা উপস্থাপন করেছে তাছাড়া ভালমন্দ বলতে সে কিছুই চিনে না।[৮]

৫. *মুসলিম হা/২৮১৩।*

৬. *ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ঈমান অধ্যায়, পর্ব-৭৯।*
৭. *বুখারী হা/১২৭৩।*
৮. *মুসলিম হা/১৪৪।*

উপরোক্ত ফিৎনা মূলতঃ শয়তান দ্বারা প্রসার লাভ করে। যারা বুঝতে পারে তারা ফিৎনা থেকে বাঁচতে পারে। অন্যথায় এমন ফিৎনায় পতিত হ'তে হবে। এমন সকল ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ 'কোন পুরুষ যখন কোন স্ত্রী লোকের সঙ্গে নির্জনে সাক্ষাৎ করে তখন এদের সঙ্গে অবশ্যই তৃতীয়জন থাকে শয়তান'।[৯]

একজন মানুষ শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে এমন ফিৎনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়ে। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ 'বস্তুতঃ ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও বড় পাপ' *(বাক্বারাহ ২/১৯১)*। একশ্রেণীর লোক কুরআন দ্বারা ফিৎনা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়াতের অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ– 'অতঃপর যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, তারা অস্পষ্ট আয়াতগুলির পিছে পড়ে ফিৎনা সৃষ্টির জন্য এবং তাদের মনমত ব্যাখ্যা দেবার জন্য' *(আলে ইমরান ৩/৭)*।

১২. কু-কর্ম, অশ্লীলতা ও নিন্দনীয় কর্মের আদেশ দেয় (الفحشاء والمنكر) : মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ–

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। যে ব্যক্তি শয়তানের অনুসরণ করে, সে তো তাকে নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাহ'লে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হ'তে পারতে না। তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(নূর ২৪/২১)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ– 'সে তো তোমাদের কেবল মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জানো না এমনসব বিষয় তোমাদের বলার নির্দেশ দেয়' *(বাক্বারাহ ২/১৬৯)*।

শয়তানের নির্দেশে কখনো অশ্লীল কাজে জড়িত হওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ– 'তুমি বল, নিশ্চয়ই আমার প্রভু প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতা হারাম করেছেন এবং হারাম করেছেন সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় বাড়াবাড়ি। আর তোমরা আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না যে বিষয়ে তিনি কোন প্রমাণ নাযিল করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বল না যে বিষয়ে তোমরা কিছু জান না' *(আ'রাফ ৭/৩৩)*।

একবার হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ফযল ইবনে আব্বাস (রাসূলের চাচাত ভাই) উটে আরোহী অবস্থায় ছিলেন। এক যুবতী মহিলা বৃদ্ধ পিতার বদলী হজ্জের ফৎওয়া তলব করতে আসলে তিনি ফযলের ঘাড় ঘুরিয়ে অন্য দিকে করে দিলেন। আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার চাচাত ভাইয়ের ঘাড় ঘুরিয়ে দিলেন কেন? তিনি বললেন, আমি দেখলাম, এরা দু'জন হ'ল যুবক-যুবতী। আমি তাদেরকে শয়তান থেকে নিরাপদ মনে করিনি।[১০] এতে বুঝা যায় অশ্লীল ও অপসন্দনীয় কিছু ঘটার সন্দেহপূর্ণ অবস্থাতেই শতর্ক হ'তে হবে।

১৩. বিপদগ্রস্তকে একা ফেলে চলে যাওয়া, বিপদ কালে ধোঁকা দেয়া, পথভ্রষ্ট করা, নিরাশ করা (الخذلان) :

যারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে রাসূল (ছাঃ)-এর পথের সাথে অন্য পথ অবলম্বন করে চলে, তারা হাশরের মাঠে নিজেদের হাত কামড়িয়ে আফসোস করবে এবং বলবে, لَقَدْ أَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيْ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُوْلًا، 'আমার কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর সে আমাকে পথভ্রষ্ট করেছিল। বস্তুতঃ শয়তান মানুষের জন্য পথভ্রষ্টকারী' *(ফুরক্বান ২৫/২৯)*।

বদরের যুদ্ধের পূর্বে কাফেরদেরকে শয়তান খুব সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু যখন বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসল তখন সে তার দলবল নিয়ে কাফের কুরাইশদেরকে মাঠে ফেলে পলায়ন করল।

কখনো কখনো শয়তান অনেককে কুফুরী করতে আদেশ দিয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। মহান আল্লাহ বলেন, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ– 'তাদের দৃষ্টান্ত শয়তানের মত, যে মানুষকে বলে কুফরী কর। অতঃপর যখন সে কুফরী করে, তখন বলে আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্ব চরাচরের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি' *(হাশর ৫৯/১৬)*।

১৪. ভাল ও কল্যাণমূলক কাজে বাধা প্রদান করা (الصد عن الخير) : মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ

৯. *তিরমিযী হা/১১৭১*।

১০. *তিরমিযী হা/৮৮৫*।

بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ– ‘শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত হ’তে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব এক্ষণে তোমরা নিবৃত্ত হবে কি?’ *(মায়েদাহ ৫/৯১)*।

এমনিভাবে শয়তান সাবা বাসীদেরকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে সূর্যের ইবাদতে মত্ত রাখে। মহান আল্লাহ বলেন, (হুদহুদ পাখির ভাষায়) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ– ‘আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যের পূজা করছে। শয়তান তাদের কর্মসমূহকে তাদের নিকট শোভনীয় করে দিয়েছে এবং তাদেরকে (আল্লাহ্র) পথ থেকে বিরত রেখেছে। ফলে তারা সুপথপ্রাপ্ত হয় না’ *(নমল ২৭/২৪)*।

আল্লাহ তা‘আলা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ– ‘আর শয়তান যেন তোমাদেরকে (আমার অনুসরণ থেকে) বিরত না রাখে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ *(যুখরুফ ৪৩/৬২)*।

যারা আল্লাহ্র রাস্তায় তথা কল্যাণের পথে বাধা প্রদান করে তাদের অশুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُوْنَ– ‘যারা কুফরী করেছিল এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দান করেছিল, আমরা তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা (পৃথিবীতে) অশান্তি সৃষ্টি করত’ *(নাহল ১৬/৮৮)*।

১৫. পরাভূত করা, বশীভূত করা (الاستحواذ) : যারা সত্যিকার মিথ্যাবাদী শয়তান তাদেরকে পরাভূত করে নিজেদের দলভুক্ত করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ– ‘যে দিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন তখন তারা আল্লাহ্র সামনে শপথ করবে। যেমন তারা তোমাদের সামনে শপথ করে এবং তারা ধারণা করে যে, তারা যথেষ্ট হেদায়াতের উপর রয়েছে। সাবধান! ওরাই হ’ল মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদের উপর বিজয়ী হয়েছে ...’ *(মুজাদালা ৫৮/১৮-১৯)*।

আবুদ দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِيْ قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ– ‘যখন কোন গ্রামে বা বন-জঙ্গলে তিন জন লোক একত্রিত হয় এবং জামা‘আতে ছালাত আদায় না করে তখন শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। অতএব তোমরা জমা‘আতে ছালাত আদায় কর। কেননা দলচ্যুত বকরীকে নেকড়ে বাঘে ভক্ষণ করে থাকে’।[১১]

হুযায়ফাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আহার করতে বসলে তিনি খাবারে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা হাত দিতাম না। একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে খাবার খেতে উপস্থিত হ’লাম।

فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ وَأَكَلَ–

‘হঠাৎ একটি বালিকা এমনভাবে এল, যেন তাকে পিছন থেকে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছিল। সে নিজ হাতে খাবার গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিল, এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার হাত ধরে নিলেন। তারপর এক বেদুঈনও অনুরূপভাবে এসে খাবারে হাত দিতে উদ্যত হ’লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার হাত ধরে নিলেন এবং বললেন, যে খাবারে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়নি শয়তান সে খাদ্যকে হালাল মনে করে। এই মেয়েটিকে এবং বেদুঈনটিকে শয়তানই নিয়ে এসেছে যেন তার দ্বারা নিজের জন্য খাদ্য হালাল করে নিতে পারে। কিন্তু আমি ওদের হাত ধরে ফেললাম। সেই মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, শয়তানের হাত ঐ দু’জনের হাতের সঙ্গে আমার হাতে ধরা পড়েছিল। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ বলে আহার করলেন’।[১২]

উল্লেখিত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, শয়তান তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে পরাভূত করে ফেলেছিল কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে টিকতে পারেনি।

ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়া (রঃ) বলেন, সাবধান! জেনে রেখ! ইবলীসের প্রথম প্ররোচনা হ’ল মানুষকে ইলম অর্জনে

১১. *নাসাঈ হা/৮৪৭; মিশকাত হা/১০৬৭; ইবনে কাছীর ৪/৪২১।*
১২. *বুখারী হা/৩২৮০; মুসলিম হা/২০১৭; আবূদাঊদ হা/৩৭৬৬।*

বাধা প্রদান করা। কারণ ইলম হ'ল হেদায়াতের আলো। যদি এই আলো নিভিয়ে দিতে পারে তাহ'লে মানুষকে জাহিলিয়াতের অন্ধকারে যেমন খুশি তেমন ডুবিয়ে দিতে পারে। এমনকি তাদের ভক্তদের বিবাহের মত সুন্নাত পরিত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করে। সংসার বিরাগী করে ছূফী মতবাদের দিকে ঠেলে দেয়। গ্রহণ করে বৈরাগ্য সাধন, ইবাদত করে পাহাড়ে বসে, ত্যাগ করে জুম'আ ও জামা'আত।[১৩]

১৬. প্ররোচনা দেওয়া, বার্তা পাঠানো (الإيحاء) :

শয়তান তার সমর্থকদের মাঝে প্ররোচনা দেয়, অবহিত করে। ফলে ঝগড়া-বিবাদ ও ফিৎনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ– 'আর শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয় যেন তারা তোমাদের সাথে বিতণ্ডা করে। তবে যদি তোমরা তাদের (শিরকী যুক্তির) আনুগত্য কর, তাহ'লে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/১২১)*। তিনি আরো বলেন, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا 'এভাবে আমরা প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে বহু শয়তানকে শত্রুরূপে নিযুক্ত করেছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথা দ্বারা প্ররোচনা দেয়' *(আন'আম ৬/১১২)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নূহ (আঃ)-এর কওমের ভাল লোকগুলো মৃত্যুবরণ করল তখন শয়তান তাদের নিকট বার্তা পাঠাল যে, أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا، فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ العِلْمُ عُبِدَتْ 'তারা যেখানে বসে মজলিস করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন কর এবং ঐ সমস্ত পুন্যবান লোকের নামেই এগুলোর নামকরণ কর। কাজেই তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ঐসব মূর্তির পূজা করা হ'ত না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলোর ব্যাপারে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হ'লে লোকজন তাদের পূজা আরম্ভ করে দেয়'।[১৪]

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ আসমানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা জারী করলে ফেরেশতারা বিনয়াবনত হয়ে পাখা ঝাপটাতে থাকে। ... ফেরেশতাদের পারস্পরিক আলোচনা শয়তান ওঁৎ পেতে শোনে এবং ভূপৃষ্ঠে অবস্থানকারী তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। কখনো তা নিম্নে অবস্থানকারীদের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। শ্রুত কথা তারা পৃথিবীতে এসে গণক অথবা যাদুকরের সামনে পেশ করে। আবার কখনো তারা কিছুই শুনতে পায় না বরং নিজেদের পক্ষ থেকে তা গণক ও যাদুকরের মুখে তাদের কথার সাথে সত্য মিথ্যা যোগ করে পেশ করে। তাই কেবল সত্য সেটিই হয় যা তারা আসমান থেকে শোনে'।[১৫]

১৭. অপচয় করা (التبذير) :

মহান আল্লাহ অপচয় করতে নিষেধ করে বলেন, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا– 'আর তুমি মোটেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭)*।

অপচয়রোধে হাদীছে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে,

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ

'মুগীরা বিন শু'বাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, মায়েদের অবাধ্যাচরণ করা, অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু প্রার্থনা করা এবং জীবন্ত কন্যা প্রোথিত করা। আর তোমাদের জন্য অপসন্দ করেছেন, ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা, অধিক প্রশ্ন করা, ধন-সম্পদ অপচয় করা'।[১৬]

দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দাদের গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا– 'তারা যখন ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না বা কৃপণতা করে না। বরং তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে' *(ফুরক্বান ২৫/৬৭)*।

তাহ'লে বুঝা গেল অপচয়কারী শয়তানের ভাই, আর অপচয় না করা হচ্ছে দয়াময় (রহমান) আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা হিসাবে নিজেকে পরিগণিত করা।

[চলবে]

১৩. *সার সংক্ষেপ : ইগাছাতুল লাহফান ফি মাছায়িদিশ শায়ত্বান ১/১৬।*
১৪. *বুখারী হা/৪৯২০।*
১৫. *বুখারী হা/৪৭০১; ইবনে মাজাহ হা/১৯৪; তিরমিযী হা/৩২২৩।*
১৬. *বুখারী হা/৫৯৭৫; মুসলিম হা/৫৯৩।*

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

Contents

কুরবানীর মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

১. চুল-নখ না কাটা : হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[১] কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর খালেছ নিয়তে এটা করলে 'আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী' হিসাবে গৃহীত হবে।[২]

২. যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের ফযীলত : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যিলহাজ্জ মাসের ১ম দশকের নেক আমলের চেয়ে প্রিয়তর কোন আমল আল্লাহ্র কাছে নেই। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জিহাদও নয়। তবে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বেরিয়েছে, আর ফিরে আসেনি'।[৩]

৩. আরাফার দিনের ছিয়াম : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিনের নফল ছিয়াম (যারা আরাফাতের বাইরে থাকেন তাদের জন্য) আমি আল্লাহ্র নিকট আশা করি যে, তা বিগত এক বছরের ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা হবে'।[৪]

৪. ঈদায়নের তাকবীর ধ্বনি : ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ 'আইয়ামে তাশরীক্ব'-এর শেষ দিন আছর পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে কমপক্ষে তিন বার করে ও অন্যান্য সকল সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত। ঈদুল ফিৎরের দিন সকালে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়া থেকে খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত তাকবীর ধ্বনি করবে *(ইরওয়া হা/৬৫৩, ৩/১২৫)*।

৫. তাকবীরের শব্দাবলী : ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহঃ) বলেন, তাকবীরের শব্দ ও সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ওমর, আলী, ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ তাকবীর দিতেন 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু; ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ' *(মির'আত ৫/৭০)*। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, 'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহানাল্লা-হি বুকরাতাঁও ওয়া আছীলা'। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে 'সুন্দর' বলেছেন *(যাদুল মা'আদ ২/৩৬১ পৃ.)*।

৬. ঈদায়নের সময়কাল : ঈদুল আযহায় সূর্য এক 'নেযা' পরিমাণ ও ঈদুল ফিৎরে দুই 'নেযা' পরিমাণ উঠার পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত আদায় করতেন। এক 'নেযা' বা বর্শার দৈর্ঘ্য হ'ল তিন মিটার বা সাড়ে ছয় হাত *(মির'আত ৫/৬২)*। অতএব ঈদুল আযহার ছালাত সূর্যোদয়ের পরপরই যথাসম্ভব দ্রুত শুরু করা উচিত।

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না'। তিনি কুরবানীর পশুর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন।[৫]

৮. মহিলাদের অংশগ্রহণ : ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। 'উম্মে 'আত্বিইয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিনে বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবে। জনৈকা মহিলা তখন বলল, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে'।[৬] সেখানে ঋতুবতীরা ছালাত ব্যতীত সবকিছুতে শরীক হবেন।

৯. সম্মিলিত দো'আ নয় : মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ কথাটি 'আম'। এর দ্বারা ইমামের খুৎবা, যিকর ও নষ্টীহত শ্রবণে শরীক হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈদায়নের ছালাতের পরে প্রচলিত নিয়মে সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন দলীল নেই *(মির'আত ৫/৩১)*।

১০. ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর : প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পর ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ছালাতের তাকবীর ব্যতীত ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো তাকবীর দেওয়া সুন্নাত। প্রচলিত নিয়মে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ নেই।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ ও মুজতাহিদ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন।[৭]

১১. ঈদায়নের ছালাত আদায়ের পদ্ধতি : প্রথমে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে বাম হাতের উপরে ডান হাত বুকের উপরে বাঁধবে। অতঃপর 'ছানা' পড়বে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবর' বলে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ পরপর সাতটি তাকবীর দিবে। প্রতি তাকবীরে হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, অতঃপর পূর্বের ন্যায় বুকে বাঁধবে। তাকবীর শেষ হ'লে প্রথম রাক'আতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পূর্ণভাবে পড়ে ইমাম হ'লে সরবে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। মুক্তাদী হ'লে নীরবে কেবল সূরা ফাতিহা ইমামের পিছে পিছে পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়িয়ে পূর্বের নিয়মে ধীর-স্থিরভাবে দুই তাকবীরের মাঝে স্বল্প বিরতিসহ প্রথমে পরপর পাঁচটি তাকবীর দিবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ অন্তে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে।

---

১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ, মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬।*
২. *আহমাদ হা/৬৫৭৫, আরনাঊত্ব, সনদ হাসান; হাকেম হা/৭৫২৯, হাকেম ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।*
৩. *বুখারী হা/৯৬৯; মিশকাত হা/১৪৬০ 'ছালাত' অধ্যায় 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ।*
৪. *মুসলিম হা/১১৬২; মিশকাত হা/২০৪৪ 'ছওম' অধ্যায়, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ।*
৫. *মির'আত হা/১৪৪৭, ১৪৫৪; আহমাদ হা/২৩০৩৪।*
৬. *বুখারী হা/৯৮১; মুসলিম হা/৮৯০; মিশকাত হা/১৪৩১।*
৭. *মির'আত ২/৩৩৮, ৩৪১ পৃঃ; ঐ, ৫/৪৬, ৫১, ৫২ পৃঃ।*

ঈদায়নের ছালাতে ১ম ও ২য় রাক'আতে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ অথবা সূরা ক্বাফ ও ক্বামার পড়া সুন্নাত। ঈদায়নের জন্য প্রথমে ছালাত ও পরে খুৎবা প্রদান করতে হয়। তার আগে পিছে কোন ছালাত নেই, আযান বা একামত নেই। ঈদগাহে বের হবার সময় উচ্চকণ্ঠে তাকবীর এবং পৌঁছার পরেও তাকবীর ধ্বনি ব্যতীত কাউকে জলদি আসার জন্য আহ্বান করাও ঠিক নয়।[৮]

১২. একটি খুৎবাই সুন্নাত : ছহীহ বুখারী *(হা/৯৫৬, ৯৭৭; মিশকাত হা/১৪২৬, ১৪২৯)* ও মুসলিম *(হা/৮৮৫, ৮৮৯)* সহ অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঈদায়নের খুৎবা মাত্র একটি। মাঝখানে বসে দু'টি খুৎবা প্রদান সম্পর্কে ইবনু মাজাহ *(হা/১২৮৯)* ও বাযযারে *(হা/১১১৬)* কয়েকটি 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে, যা ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে গ্রহণযোগ্য নয়। ছাহেবে সুবুলুস সালাম ও ছাহেবে মির'আত বলেন, 'প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। এটি রাসূল (ছাঃ)-এর 'আমল' দ্বারা এবং কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়'।[৯]

ছালাতের পর খুৎবা শোনা সুন্নাত। যারা খুৎবা না শুনে চলে যান, তারা খুৎবা শোনার ছওয়াব ও বরকত থেকে মাহরূম হন এবং সুন্নাত তরক করার জন্য গোনাহগার হন।

১৩. কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়'।[১০] এটি ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' (شعار عظيم), যা 'সুন্নাতে ইবরাহীমী' হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং ছাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন *(মির'আত ৫/৭১, ৭৩ পৃ.)*।

তবে এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, ওমর ফারূক, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ কখনো কখনো কুরবানী করতেন না *(মির'আত ৫/৭২-৭৩)*। অতএব ঋণ থাকলে সেটা পরিশোধ করাই যরূরী। তবে দাতার সম্মতিতে ঋণ দেরীতে পরিশোধ করে কুরবানী দেওয়ায় কোন বাধা নেই।

১৪. কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি *(আন'আম ৬/১৪৪-৪৫)*। এগুলির বাইরে অন্য কোন পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী করা জায়েয বলেছেন *(মির'আত ৫/৮১)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[১১] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁৎ হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[১২] তবে নিখুঁৎ পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে' *(মির'আত ৫/৯৯)*।

উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয় এবং খাসি কুরবানীতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে খাসি কুরবানী করেছেন।[১৩]

১৫. 'মুসিন্নাহ' দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[১৪] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' বলেছেন *(মির'আত ৫/৮০ পৃ.)*।

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয় *(মির'আত ৫/৭৮-৭৯)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

১৬. নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু যথেষ্ট : (ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ أَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ– 'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি এটি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[১৫]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيْرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[১৬] আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণের মধ্যে পরিবারপিছু একটি করে বকরী কুরবানী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল *(তিরমিযী হা/১৫০৫)*। ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মুক্বীম অবস্থায় নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হ'তে দু'টি করে 'খাসি' কুরবানী করেছেন।[১৭] বিদায় হজ্জের সময় তিনি নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেন।[১৮] অন্যদেরকে সাতজনে একটি উটে বা গরুতে শরীক হ'তে বলেন *(মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)*।

---

৮. *মাসায়েলে কুরবানী ২৯-৩০ পৃ.।*
৯. *সুবুলুস সালাম ১/১৪০; মির'আত ৫/২৭।*
১০. *ইবনু মাজাহ হা/৩১২৩, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে।*
১১. *কিতাবুল উম্ম (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন) ২/২২৩ পৃ.।*
১২. *ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৪; তিরমিযী হা/১৪৯৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৪৬৫।*
১৩. *ইবনু মাজাহ হা/৩১২২; ইরওয়া হা/১১৩৮, সনদ ছহীহ।*
১৪. *মুসলিম হা/১৯৬৩; মিশকাত হা/১৪৫৫।*
১৫. *মুসলিম হা/১৯৬৭; মিশকাত হা/১৪৫৪।*
১৬. *তিরমিযী হা/১৫১৮ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮, মিখনাফ বিন সুলায়েম (রাঃ) হ'তে।*
১৭. *বুখারী হা/৫৫৫৮; মুসলিম হা/১৯৬৬; মিশকাত হা/১৪৫৩।*
১৮. *আবুদাঊদ হা/১৭৫০; বুখারী হা/৫৫৫৯; মুসলিম হা/১২১১ (১১৯)।*

অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন।

১৭. কুরবানীতে শরীক হওয়া : আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (ক) 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে সাথী ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জনে একটি গরু ও দশ জনে একটি উটে শরীক হ'লাম'।[১৯] সম্ভবতঃ তাঁরা কোন শহরে অবস্থান করছিলেন, যেখানে ঈদুল আযহা উপস্থিত হয় *(মিরক্বাত)*।

(খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, 'আমরা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে (৮ম হিজরীতে) হজ্জের সফরে সাথী ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হওয়ার নির্দেশ দেন'।[২০] (ইতিপূর্বে ৬ষ্ঠ হিজরীতে) হোদায়বিয়ার সফরেও আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে একইভাবে প্রতি সাত জনে একটি উট ও গরু কুরবানী করি'।[২১] সফরে সাত বা দশজন মিলে একটি পরিবারের ন্যায়। যাতে গরু বা উটের ন্যায় বড় পশু যবহ ও কুটাবাছা এবং গোশত বন্টন সহজ হয়। জমহূর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদ্ঈর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।[২২]

উল্লেখ্য যে, সাত ভাগা কুরবানীর হাদীছ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুক্বীম অবস্থার সাথে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম মুক্বীম অবস্থায় কখনো সাত ভাগা কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না। অনেকে ৩ বা ৫ ভাগে কুরবানী করেন, যা আদৌ শরী'আতসম্মত নয়। কুরবানী হ'ল একটি ইবাদত। যা রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকা অনুযায়ী সম্পন্ন করা অপরিহার্য। যেটা তিনি করেননি সেটা করার মাধ্যমে কিভাবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল হবে? আজকাল অনেকে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল দিচ্ছেন, আবার একটি গরুর ভাগা নিচ্ছেন, মূলতঃ গোশত বেশী পাবার স্বার্থে। 'নিয়ত' যখন গোশত খাওয়া, তখন কুরবানীর উদ্দেশ্য কিভাবে হাছিল হবে?

১৮. 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[২৩] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[২৪]

১৯. কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলক্বুম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[২৫] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। অন্যের দ্বারাও যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিন দিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০)*। তবে ১৩ তারিখেও জায়েয আছে *(মির'আত ৫/১০৬)*।

২০. ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[২৬]

২১. যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্র নামে, আল্লাহ সর্বোচ্চ) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় দরূদ পড়া মাকরূহ' *(মির'আত ৫/৭৪ পৃ.)*। (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[২৭]

২২. গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(মির'আত ৫/১২০)*। কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[২৮] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায় *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮)*।

২৩. মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[২৯]

২৪. কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষিদ্ধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(মির'আত ৫/১২১; তওবা ৬০)*। অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে কমদামে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে।

২৫. কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই *(আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃ.)*।

২৬. কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[৩০]

[বিস্তারিত দ্রঃ হা.ফা.বা. প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই]

---

১৯. *তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/১৪৬৯ সনদ ছহীহ।*
২০. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫১)।*
২১. *মুসলিম হা/১৩১৮ (৩৫০)।*
২২. *মির'আত ২/৩৫৫ পৃ.; ঐ, ৫/৮৪ পৃ.।*
২৩. *হেদায়া ৪/৪৩৩; বেহেশতী জেওর 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃ.।*
২৪. *নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃ.।*
২৫. *সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭ পৃ.; মির'আত ৫/৭৫ প্রভৃতি।*
২৬. *বুখারী হা/৯৮৫; মুসলিম হা/১৯৬০; মিশকাত হা/১৪৭২।*
২৭. *ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বেরূত ছাপা : তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃ.।*
২৮. *তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮, সনদ হাসান।*
২৯. *তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৯ পৃ.; মির'আত ৫/৯৪ পৃ.।*
৩০. *মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃ.।*

মক্কা-মদীনার বাইরে আলেম নেই?

*আহমাদুল্লাহ**

ভূমিকা : সমাজে প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে যে, মক্কা-মদীনার আলেমরাই হ'লেন প্রকৃত আলেম। তাঁদের ন্যায় বিজ্ঞ আলেম মক্কা-মদীনা তথা সঊদী আরবের বাইরে নেই। এই ধারণা যথার্থ নয় এবং এটা কুরআন-হাদীছ বিরোধী। এই ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার পিছনে রয়েছে একটি যঈফ হাদীছ। যেটি ইদানীং অনলাইনের জগতে খুব বেশী প্রচার করা হচ্ছে। নিম্নে এ বিষয়ে উপস্থাপিত দলীল পেশ করা হ'ল এবং তা পর্যালোচনা করা হ'ল।-

দলীল-১ :

حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً: يُوْشِكُ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الإِبِلِ يَطْلُبُوْنَ العِلْمَ فَلَا يَجِدُوْنَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ المَدِيْنَةِ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِيْ هَذَا : سُئِلَ مَنْ عَالِمُ المَدِينَةِ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُوْلُ : هُوَ العُمَرِيُّ الزَّاهِدُ وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُوْسَى، يَقُوْلُ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : هُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالعُمَرِيُّ هُوَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ–

'...আবূ হুরায়রাহ হ'তে বর্ণিত যে, অচিরেই মানুষ উটে চড়ে ভ্রমণ করবে। তারা ইলম অন্বেষণ করবে। সে সময় তারা মদীনার আলেমের চাইতে (অধিক) বিজ্ঞ আলেম (কোথাও) পাবে না। আবূ ঈসা (ইমাম তিরমিযীর উপনাম) বলেছেন, 'এই হাদীছটি হাসান। আর এটি ইবনে উয়ায়নাহর (বর্ণিত) হাদীছ। আর ইবনে উয়ায়নাহ হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, জিজ্ঞেস করা হ'ল, কে মদীনার আলেম? তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই তিনি মালেক বিন আনাস'। আর ইসহাক্ব বিন মূসা বলেছেন, আমি ইবনে উয়ায়নাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তিনি হ'লেন আল-উমারী আয-যাহেদ। আর আমি ইয়াহইয়া বিন মূসাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আব্দুর রাযযাক্ব বলেছেন, 'তিনি হ'লেন মালেক বিন আনাস'। আর উমারী হ'লেন আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ। যিনি ওমর (রাঃ)-এর বংশোদ্ভূত।[১]

পর্যালোচনা : এটি মাওকূফ বর্ণনা। এর সনদে তিনটি ত্রুটি রয়েছে- (১) সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ'র তাদলীস। (২) ইবনে জুরায়েজ এর তাদলীস (৩) আবুয যুবায়ের এর তাদলীস।

এখন আমরা দেখব অন্য কোন একটি বা একাধিক সনদের মধ্যে এই তিনজন রাবীর 'সামা' বা হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি পাওয়া যায় কি না? এর পূর্বে উক্ত তিনজন রাবী সম্পর্কে ইমামদের মতামত সমূহ কি?

সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত :

ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)[২], বুরহানুদ্দীন হালাবী (রহঃ)[৩], ইবনুল ইরাক্বী (রহঃ)[৪], ইমাম নাসাঈ (রহঃ)[৫], জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ)[৬] তাকে মুদাল্লিস রাবী হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

ইবনে জুরায়েজ সম্পর্কে ইমামগণের মতামত :

'ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন'[৭], আত-তাবঈন[৮], আল-মুদাল্লিসীন[৯] এবং ইমাম নাসাঈর যিকরুল মুদাল্লিসীন গ্রন্থে[১০] তাকে অত্যধিক তাদলীসকারী রাবী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আবুয যুবায়ের (রহঃ) সম্পর্কে ইমামগণের মতামত :

(১) ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) তাকে প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী বলেছেন।[১১]

(২) আল-মুদাল্লিসীন গ্রন্থে[১২], আত-তাব্ঈন গ্রন্থে[১৩] তাকে মুদাল্লিস রাবী বলা হয়েছে।

(৩) ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তাকে মুদাল্লিস বলেছেন।[১৪]

(৪) আসমাউল মুদাল্লিসীন গ্রন্থে তাকে প্রসিদ্ধ মুদাল্লিস রাবী বলা হয়েছে।[১৫]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই তিনজন মুদাল্লিস রাবী সনদের দোষ গোপন করতেন।

এই হাদীছটির আরো কতিপয় সনদ রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল-

(১) ইবনুল মুবারক (রহঃ) রচিত 'আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব' *(২/১২৫)* গ্রন্থে এটি মারফূ রূপে বর্ণিত হয়েছে। যার সনদে উপরোল্লিখিত তিনজন মুদাল্লিস রাবীর তাদলীস বিদ্যমান। তাই এটা দুর্বল।

(২) মুসনাদ *(হা/৭৯৮০)*-এর সনদে সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ 'আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন' বাক্যটি বলেছেন। অর্থাৎ তিনি এখানে হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন।

---

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. *তিরমিযী হা/২৬৮০; মিশকাত হা/২৪৬, আলবানী যঈফ বলেছেন, যঈফাহ হা/৪৮৩৩। যুবায়ের আলী যাঈ এর সনদটিকে যঈফ বলেছেন, আনওয়ারুছ ছহীফাহ, অত্র হাদীছ দ্রঃ।*

২. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৫২।*
৩. *আত-তাবঈন লি আসমাইল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ২৬।*
৪. *আল-মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ২২।*
৫. *যিকরুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১৮।*
৬. *আসমাউল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১৯।*
৭. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৩৬।*
৮. *আত-তাবঈন, জীবনী নং ৪৬।*
৯. *আল-মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৪০।*
১০. *যিকরুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১৭।*
১১. *ত্বাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১০১।*
১২. *আল-মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৫৯।*
১৩. *আত-তাব্ঈন, জীবনী নং ৭২।*
১৪. *যিকরুল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ১৫।*
১৫. *আসমাউল মুদাল্লিসীন, জীবনী নং ৫৪।*

(৩) ইমাম নাসাঈর 'আস-সুনানুল কুবরা' *(হা/৪২৭৭)* গ্রন্থেও (সুফিয়ান বিন উয়ায়নাহ ব্যতীত বাকী দু'জনের) উভয়ের হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি নেই।

(৪) 'শারহু মুশকিলিল আছার' *(হা/৪০১৬; ৪০১৮)* গ্রন্থে ইবনে জুরায়েজ বলেছেন, 'তিনি বলেছেন, আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন...'। অর্থাৎ অত্র সনদে ইবনে জুরায়েজের হাদীছ শ্রবণের বিষয়টি পাওয়া গেল।

ছহীহ ইবনে হিব্বান *(হা/৩৭৩৬)*, জাওহারীর মুসনাদুল মুওয়াত্ত্বা *(হা/৩৩)*, আল-মুসতাদরাক আলাছ ছহীহায়ন *(হা/৩০৭৭-৮)*, বায়হাক্বীর আস-সুনানুল কুবরা *(হা/১৮১০)* এবং মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আছার *(হা/২১৫)* প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে আবুয যুবায়েরের তাদলীসের বিষয়টি উদ্ধৃত হয়েছে। কোথাও আমরা আবুয যুবায়েরের 'সামা' তথা হাদীছ শ্রবণ পাইনি। অতএব এই হাদীছটি আবুয যুবায়েরের তাদলীসের কারণে যঈফ।

দলীল-২ :

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا خَالِدُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ نَا مُحَمَّدُ ابْن عبد الله بن سحر قَالَ نَا أَبُو مُسْلِمٍ الْمُسْتَمْلِي قَالَ نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْرُجُ النَّاسُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَلا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ-

'...আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) বলেছেন, রাসূল (ছা.) বলেন, 'মানুষেরা পূর্ব-পশ্চিম হ'তে বের হবে (ইলম অর্জনের জন্য)। কিন্তু তারা মদীনার আলেমের চাইতে অধিক জ্ঞানী আর পাবে না'।[১৬]

তাহক্বীক্ব : এখানে মুহাম্মাদ বিন যুহাইর নামক দুর্বল রাবী আছেন।

(১) শায়েখ আলবানী (রহঃ) বলেছেন, زهير بن محمد وهو أبو المنذر الخراساني فيه ضعف 'যুহায়ের বিন মুহাম্মাদ হ'লেন আবুল মুনযির খুরাসানী। তার মধ্যে দুর্বলতা আছে'।[১৭]

মতনের পর্যালোচনা : এই মর্মে বর্ণিত যতগুলি বর্ণনা রয়েছে সবই ত্রুটিযুক্ত। এছাড়াও এর মতনের ব্যাখ্যাও সর্বদা মক্কা-মদীনার আলেমদের অধিক বিজ্ঞ আলেম হওয়ার প্রমাণ বহন করে না।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) নিজেই হাদীছটির ব্যাখ্যায় বলেছেন,

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِيْ هَذَا: سُئِلَ مَنْ عَالِمُ الْمَدِينَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى: سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُوْلُ: هُوَ العُمَرِيُّ الزَّاهِدُ وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مُوْسَى، يَقُوْلُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: هُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ-

'ইবনু উয়ায়না হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, তাকে এ মর্মে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, মদীনার আলেম কে? তিনি বললেন, তিনি হ'লেন মালেক বিন আনাস। ইসহাক বিন মূসা বলেন, আমি ইবনু উয়ায়নাকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, মদীনার আলেম হ'লেন আল-উমারী আয-যাহেদ। আর আমি ইয়াহইয়া বিন মূসাকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন যে, আব্দুর রাযযাক বলেছেন, 'তিনি হ'লেন মালেক বিন আনাস'।[১৮]

হাদীছটির সনদ যদি ছহীহও হয় তবুও এর দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই বুঝানো হচ্ছে। সর্বকালে সর্বদা মদীনার আলেম বেশী জ্ঞানী হয়ে থাকবেন তা কিন্তু নয়।

বাস্তবতা বিরোধী : এই হাদীছটি বাস্তবতারও বিরোধী। কেননা আমরা দেখেছি যে, কুতুবে সিত্তার লেখক কেউ মদীনার আলেম নন। তাফসীরে কুরতুবীর লেখক স্পেনের কর্ডোভার অধিবাসী, ইবনু কাছীরের লেখক সিরিয়ার বাসিন্দা। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) মিসরের ছিলেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিছ, মুফাসসির ও হাদীছের ভাষ্যকার মক্কা-মদীনার বাইরের ছিলেন। তিরমিযীর শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা তুহফাতুল আহওয়াযীর স্বনামধন্য লেখক আব্দুর রহমান মুবারকপূরী ও আবূ দাঊদের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যা গ্রন্থ আউনুল মা'বূদের লেখক শামসুল হক আযীমাবাদী ভারতের ছিলেন। এভাবে মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপূরী, মিরকাতুল মাফাতীহ-এর লেখক মোল্লা আলী কারী হানাফী, বুখারীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা গ্রন্থ উমদাতুল কারীর লেখক বদরুদ্দীন আইনী হানাফী, তাফসীরে জালালাইনের লেখকদ্বয় জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীরে তাবারীর লেখক ইবনু জারীর আত-তাবারী সহ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক, মুজতাহিদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমী সহ আধুনিক বিশ্বের বড় বড় আলেমরা অনারব ছিলেন। বিশেষ করে হাদীছের তাহক্বীক্ব ও হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নে এবং তাফসীরের ক্ষেত্রে অনারবরাই এগিয়ে আছেন।

আরবী ভাষার ক্ষেত্রেও তারা অনেক অগ্রসর। কাফিয়া গ্রন্থের রচয়িতা ইবনু হাজিব ও শরহে ইবনু আকীলের লেখক মিসরের। কতরুন নাদা, শরহে জামী, হেদায়াতুন নাহু, ইলমুছ ছীগা, আওযাহুল মাসালিক, আল-ফিইয়া ইবনু মালেক প্রভৃতি আরবী ব্যাকরণের মৌলিক গ্রন্থগুলি মক্কা-মদীনার বাইরের আলেমরাই প্রণয়ন করেছেন।

এছাড়াও ইলমুল জারহ-তাদীলের তথা হাদীছের বর্ণনাকারীদের জীবনী গ্রন্থও মূলতঃ অনারবরাই রচনা করেছেন। যেমন বুখারীর আত-তারীখুল কাবীর, হাফেয যাহাবীর সিয়ারু 'আলামিন নুবালা ও মীযানুল ই'তিদাল, ইবনু আবী হাতিমের আল-জারহু ওয়াত-তা'দীল, দারা-কুৎনীর আল-ইলাল, তারীখে ইবনু মাঈন, ইবনু হিব্বানের আছ-ছিক্বাত ও আল-মাজরূহীন, তারীখে ইবনু আবী খায়ছামাহ সহ আরো

১৬. *হাফেয ইবনে আব্দুল বার্র, আল-ইনতিক্বা, পৃঃ ২০।*
১৭. *ইরওয়া হা/৭৬৩।*
১৮. *তিরমিযী হা/২৬৮০।*

বহু অনারব লেখক বৃহৎ কলেবরে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

নবী করীম (ছাঃ)-এর সীরাত ও তারীখের (ইতিহাস) ক্ষেত্রেও অনারবরাই এগিয়ে আছেন। তবে ইবনু ইসহাক প্রথম সীরাতের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। আর তিনি ছিলেন মদীনার বাসিন্দা। কিন্তু তিনি জ্ঞানার্জনের জন্য কূফা, বাগদাদ, রাঈ, মিসর সহ বিভিন্ন স্থানে সফর করে ইলম হাছিল করেছিলেন। যাহোক, সীরাতে ইবনু হিশাম, আর-রওযুল উনুফ, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়া, আর-রাহীকুল মাখতূম, তারীখে তাবারী, মু'জামুল বুলদান, তারীখুল ইসলাম, কিতাবুর-রেহলা ইত্যাদি আরো অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে যেগুলি মক্কা-মদীনার আলেম কর্তৃক প্রণীত হয়নি।

একটি সংশয় নিরসন : অনেকে বলেন যে, বুখারী *(হা/১৮৭৬)* ও মুসলিমে *(হা/১৪৭)* এই হাদীছটি রয়েছে। অথচ এ সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিমে কোন হাদীছ নেই। বরং বুখারী *(হা/১৮৭৬)* ও মুসলিমে *(হা/১৪৭)*-এর হাদীছে বলা হয়েছে যে, 'ঈমান মদীনায় সেভাবে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ নিজ গর্তে ফিরে আসে'। এখানে মদীনার আলেম সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। অতএব এ হাদীছ দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না।

উপসংহার : উপরের আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, আল্লাহ যেখানে চান সেখানেই বড় আলেম পাঠাতে পারেন। কোন সময় ও স্থানের সাথে ইলম বা আলেমের বিষয়টি জড়িত নয়। তবে বর্তমানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সঊদী আরব যে দ্বীনী খেদমত করছে সেটার কোন তুলনা নেই। কিন্তু এর মর্ম এই নয় যে, সেখানকার আলেমরাই প্রকৃত আলেম এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের বিদ্বানগণ যোগ্য আলেম নন বা তাদের চাইতে ছোট আলেম। এমন ধারণা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ২২০ বংশাল, ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর, ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক, ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর, ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই, ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পবলিকেশন্স, কাঁটাবন, ০১৯১৯-৯৬২৯১৯।

গাযীপুর : বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর, ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা, ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০।

চট্টগ্রাম : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা, পতেঙ্গা, ০১৮৭৪-১৯১৪১৯।

কুমিল্লা : মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং, ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম, ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী, ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী, ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।

সিলেট : আব্দুছ ছবূর, ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট, ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।

নীলফামারী : এ.এস.এম. আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস, ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, নাউতারা বাজার, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।

জামালপুর : আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর, ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।

নরসিংদী : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২। **বাগের হাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

যশোর : মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা, ০১৭২৮-৩৩৮২৮৫। **ময়মনসিংহ :** আবুল কালাম, ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫।

কুষ্টিয়া : শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭। **সিরাজগঞ্জ :** মুহাম্মাদ ওয়াসিম, শাপলা লাইব্রেরী ০১৭২৮-২৪৭০৮৮। **ঝিনাইদহ :** আসাদুল্লাহ কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১।

খুলনা : আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১। **লালমণিরহাট :** শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা, ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।

সাতক্ষীরা : হাবীবুর রহমান, ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল, ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া, ০১৭৪৮-৯১০৮২৫।

পাবনা : শীরীন বিশ্বাস, ০১৯১৫-৭৫২৭১১; রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী, ০১৭১৪-২৩১৩৬২; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১।

মেহেরপুর : সাইফুল ইসলাম, জোনাকী লাইব্রেরী, ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার, ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।

রংপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, রেযাউল করীম, দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; মতিউর রহমান (পীরগঞ্জ), ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮। **গোবিন্দগঞ্জ,গাইবান্ধা :** হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯।

দিনাজপুর : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর, ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুনীরুযযামান, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর, ০১৭৪৪-৩৬৯৬৯৪; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন, ০১৭৮৩-৮২২৫৯৫; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম, ০১৭৫০-২৯০০৫৯।

বগুড়া : শাহীন, শাহীন লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী, ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; আনীসুর রহমান, সেনানিবাস, ০১৭৪২-১৬৪৭৮২; আল-মমীনা লাইব্রেরী ০১৭১৪-৯৩৮০৮৭; মমীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ : হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; ডাঃ মহসিন, ০১৭২৪-১৩৩৬৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭।

জয়পুরহাট : আল-আমীন, বটতলী বাজার, ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।

ঠাকুরগাঁও : আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী, ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা, ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; জিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।

নওগাঁ : আফযাল হোসাইন, ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। মা-বাবা আদর্শ ইসলামিয়া লাইব্রেরী, চকদেব ডাঃ পাড়া ০১৭৪০-৪১৫৫৮৩।

রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, মতিহার ০১৭৩৪-২৪৬৪৮১।

মাযহাব না মানার কারণে আশ্রয় হারাতে হ'ল

চাঁদের রূপালী আলোয় পথ চলতে চলতে বিশাল আকাশের পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি অজস্র তারার মিলনমেলা। লোকালয় থেকে অদূরে ফসলী ক্ষেতকে ছুয়ে আসা প্রবাহিত বায়ুর সাথে ভেসে আসে নিকটবর্তী কোন স্থানে মুসলমানদের মাহফিলের সুরে-বেসুরে বক্তাদের বক্তব্যের অংশ। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠে, আসলেই তো তাই। আমরা যে মূর্তির পূজা করি, খাবার দেই তারা তো এগুলো খায় না। একটা মাছি মূর্তির নাকের উপর বসলেও সে তা দূর করতে পারে না। তাহ'লে কেন আমরা তাদের কাছে সাহায্য চাই। মানুষেরাই এই মূর্তিগুলো তৈরী করে আবার পূজা শেষে মূর্তিগুলো পানিতে ফেলে বিসর্জন দেয়।

... না ভাবতে পারছি না, সময়গুলো কেমন জানি থমকে দাঁড়ায়। কি ভাবছি! না এসব ধর্মবিরোধী চিন্তা-ভাবনা। এগুলো ভাবতে নেই। সময়ের আবর্তনে দিন-মাস-বছর গড়িয়ে আবার শীতের মৌসুম শুরু হয়। কিছুদিন পর পর বিভিন্ন স্থানে মাহফিল। মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যায়। কানটা কি কোন আহক্ষান শ্রবণের প্রতীক্ষায় থাকে? হয়তো হ্যাঁ।

কিন্তু কি সেই আহক্ষান। তাদের নবী ইবরাহীমের সেই কথাগুলো- তোমরা কি আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর...।

মাঝে মাঝে প্রতিবেশী মুসলমান ভাইয়েরা অবশ্য বলে শ্যামল ইসলাম গ্রহণ কর। কিন্তু মন সায় দেয় না। হেসে উড়িয়ে দেই। কিন্তু তাদের কুরআনের সুমিষ্ট আয়াতের আহক্ষান এড়িয়ে যাওয়া এক সময় আমার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম 'ইসলামই জগতে সত্য ধর্ম, আমি ইসলাম গ্রহণ করব'।

ভেবে-চিন্তে আব্দুল বারেক নামে একজন ইমাম ছাহেবের নিকট কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে ঐ মসজিদ সংযুক্ত কক্ষে থাকতে লাগলাম। তখন আমি একটা পোশাক কারখানায় চাকুরী করি। আমার নাম শ্যামল চন্দ্র বর্মন, পিতা রমেশ চন্দ্র বর্মন। তিন ভাই তিন বোনের মধ্যে আমি পঞ্চম। আমার বড় বোন (লক্ষ্মীরাণী বর্মন) তখন আমাদের এলাকার সংরক্ষিত আসনের মেম্বার। তাই ইসলাম গ্রহণের কথা শ্রবণের সাথে সাথে পরিবারে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হ'ল।

মা কান্নাকাটি করছেন, ভাই-বোনরা দুঃখে ও ক্ষোভে জর্জরিত। তাদের আহক্ষান স্ব-ধর্মে ফিরে যাওয়ার। সপ্তাহখানেক পর মায়ের মুখচ্ছবি, ভাই-বোনদের সাথে সুখ-দুঃখের স্মৃতিগুলো বার বার মনকে ব্যথিত করায় ইসলাম ত্যাগ করে বাড়িতে ফিরে গেলাম। জনপ্রতিনিধি বোন এলাকার পুরুষ মুসলমান জনপ্রতিনিধি ও সাথীদের ডেকে বাড়িতে আমাকে সংশোধন হয়ে আসায় এই ধর্মের উপর দৃঢ় থাকার জন্য জোরালো মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

এ সময় মুসলমান জনপ্রতিনিধি ধমক দিয়ে বললেন, পুনরায় উল্টাপাল্টা করলে বেঁধে যবেহ করে পার্শ্ববর্তী নদীতে ফেলে দিব। আমিও ধমক খেয়ে চুপ করে রইলাম। ধর্মান্তরিত হয়ে অতিবাহিত করা এক সপ্তাহের স্মৃতি নিজেকে সারাটা ক্ষণ বিষিয়ে তুলছে। হৃদয়ে অনুভূতির ব্যাপকতা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। শুধুই মনে হচ্ছে শয়তানের প্ররোচনায় দুনিয়ার ভালোবাসায় সত্য ধর্মটা পেয়েও হারিয়ে ফেললাম! পরিবার, স্বজন কেউ তো এ পৃথিবীতে চিরকাল থাকবে না। যার যার হিসাব তাকে দিতে হবে। আমি এটা কি করলাম? এভাবেই প্রতিনিয়ত রাত-দিন মানসিক যন্ত্রণা শেষে মাসাধিক কালের মধ্যেই পুনরায় দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম, যা-ই হউক যতদিন বেঁচে থাকি অবশ্যই মুসলমান হিসাবে এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করব। তখন রামাযান মাস, বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে কারখানার অদূরে অবস্থান করার জন্য গেলাম। বাড়ি থেকে বার বার বলে দেয়া হয়েছে পুনরায় যেন ধর্মান্তরিত না হই। কথাগুলো কানে শ্রবণ করেছি। কিন্তু হৃদয়ে স্থান দেয়ার সময় কোথায়?

কাথোরা, বোর্ডবাজার এলাকার ইয়াতীমখানা মাদ্রাসার মসজিদের ইমাম ছাহেব লোকমান ভাইকে বিস্তারিত জানালে তিনি বললেন, আপনি পুনরায় যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নিন। সাথী ইবরাহীম ভাইও একই কথা বললেন। আমি বললাম, আর যাচাই করে সময় ক্ষেপণের সুযোগ নেই। আমি এবার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছি। তখন ইমাম ছাহেব আমাকে কালেমা পড়ালেন।

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর রহমতে আমি একজন মুসলমান হিসাবে নিজেকে ফিরে পেলাম। শ্যামল থেকে খালিদ সাইফুল্লাহ নাম ধারণ করে মুসলমান হিসাবে নিজেকে ঘোষণা দেয়ার পর পরিবার থেকে পুনরায় চাপ আসতে থাকে। তবে প্রথমবারের মতো জোরালো নয়। এরই মধ্যে মসজিদের পাশেই আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি ধীরে ধীরে ছালাতের নিয়মাবলীসহ ইসলামী শরী'আতের অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সাধ্যমতো আমলের চেষ্টা করতে থাকি। সময়ের পরিক্রমায় একদিন দেখা হয় তাজুল নামে এক ভাইয়ের সাথে। তিনি নিজেও কয়েক বছর পূর্বে ব্রাহ্মণ থেকে মুসলমান হয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন মহান আল্লাহর রহমতে যাচাই করে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। তাই এই ধর্মের দিক-নির্দেশনাগুলোও তো সঠিকভাবে জানতে হবে তাই না?

বললাম, অবশ্যই ভাই। তিনি আমাকে ছহীহ-শুদ্ধভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মে ছালাত আদায় করার জন্য একটা ছালাত শিক্ষা বই দিলেন। ছালাতের প্রতিটি নিয়ম-কানূন দলীলসহ উল্লেখ ছিল। মহান আল্লাহর রহমতে সত্যটা বুঝতে আমার বেগ পেতে হয়নি। নিজে পড়ে বইটি ইমাম ছাহেবকে দেখিয়ে বললাম, এখানে যা উল্লেখ করা আছে তা কি সঠিক? তিনি পড়ে বললেন, জ্বী সঠিক। আপনার ইচ্ছা আপনি কিভাবে ছালাত আদায় করবেন। মাযহাব অনুযায়ী আমাদেরটাও

সঠিক। ইমাম ছাহেব যেহেতু সঠিক বলেছেন এবং আমারও বিশ্বাস জন্মেছে রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত এই বইটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী। তখন থেকে আমি ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ছালাত আদায় শুরু করি।

মুছল্লীরা প্রথম থেকেই বিব্রত হচ্ছেন। অনেকেই বুঝিয়েছেন, তবে কঠোরতা আরোপ করেননি। আফসোস করে বলেছেন, তুমি মাযহাব মেনে আমল কর, আমরাই তোমার বিবাহ, বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেব ইনশাআল্লাহ। আমি এক বাক্যেই বলেছি, যাচাই করে ধর্মান্তরিত হয়েছি, যাচাই করেই সঠিকটা মানার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তখন প্রভাবশালী এক ভাই বলেছেন, নিজের মতের উপর যেহেতু অটল থাকবে তাহ'লে তুমি এই মসজিদে ছালাত আদায় না করে তোমার মতো করে যারা ছালাত আদায় করেন, অদূরেই তাদের মসজিদ আছে সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় কর।

অশ্রুসজল চোখে বিদায় নিয়ে সেই মসজিদে গমন করলাম। আমার পরিচয়, ধর্মান্তর, মাযহাব ত্যাগ সম্পর্কে দায়িত্বশীল ও ইমাম ছাহেবকে অবহিত করলাম। তারা আমাকে সানন্দেই আশ্রয় দিলেন। সেই থেকে এখনও মসজিদের পার্শ্ববর্তী বাড়িতে বাসা ভাড়া করে থাকি। সমাজের ও মসজিদের দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় জীবনসঙ্গীনী ও একমাত্র সন্তানকে নিয়ে দিন অতিবাহিত করছি। স্বায়ত্বশাসিত একটি প্রতিষ্ঠানে শিফটে ভাগ হয়ে নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে কাজ করি। আর আহলেহাদীছ আলেমদের লিখিত বই প্রতি জুম'আয় বিভিন্ন মসজিদে এবং অবসরে ধর্মীয় সভায় বিক্রয় করি। পাশাপাশি ছোট্ট একটি বই বিক্রয়ের দোকানও রয়েছে আলহাম্দুলিল্লাহ।

মায়ের কথা মনে হ'লেই সাধ্যমতো উপহার সামগ্রী নিয়ে মা ও স্বজনদের সাথে দেখা করতে ফেলে আসা ঠিকানায় যাই। তাদেরও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশের জন্য বিভিন্নভাবে অনুরোধ করি, মহান আল্লাহর কাছেও তাদের জন্য প্রতিক্ষণ হেদায়াতের দো'আ করি।

অথচ জন্মগতভাবে যারা মুসলমান তাদের অধিকাংশই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন না, সকল ধরনের অনৈসলামী কাজের সাথে জড়িত আছেন, দুনিয়ার লোভে নিজেদের আখেরাত নষ্ট করছেন। ইসলামের শাশ্বতরূপ আস্বাদন থেকে প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছেন। সকলের কাছে আমার আহ্বান থাকবে নিজের আক্বীদাকে সংশোধন করুন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করুন, সাধ্যমতো জ্ঞানী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে থেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লেখা বইগুলো বিশেষত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বই-পুস্তক অধ্যয়ন করে নিজে সংশোধন হৌন, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মাঝে সত্যের দাওয়াত ছড়িয়ে দিন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনে হকের উপরে টিকে থাকার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

-খালিদ সাইফুল্লাহ, গাযীপুর।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ/ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! আপনারা কি ২০১৮ সালের রামাযান মাসে ওমরাহ পালন করতে ইচ্ছুক? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করার ব্যবস্থা।
- হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
- মক্কায় অবস্থানকালে 'বায়তুল্লাহ'র নিকটবর্তী স্থানে এবং মদীনায় মাসজিদে নববীর নিকটবর্তী স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায় করা যায়।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা মানসম্পন্ন খাবারের ব্যবস্থা।

পরিচালক : কাযী হারূণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩।

বিশেষ আকর্ষণ : প্রতি মাসে বিভিন্ন প্যাকেজে ওমরাহ পালনের বুকিং চলছে

Contents

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৮

নীতিমালা

নিম্নের ৭টি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি আবশ্যিক। বাকী বিষয়গুলির যে কোন ২টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বিষয়গুলির ১, ২, ৩, ৪ ও ৬ নং মৌখিকভাবে এবং ৫নং গঈছ পদ্ধতিতে ও ৭ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা।

◈ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. আক্বীদা (আবশ্যিক) : (তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত, ঈমান, ইসলাম ও ইবাদত এবং ফেরেশতাগণের পরিচয় : *আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ পৃ. ৫৯ ও ৬১*)।

২. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৬ ও ২৭তম পারা (সূরা মুলক হ'তে নাস পর্যন্ত)।

৩. অর্থসহ হিফযুল কুরআন ও অর্থসহ হিফযুল হাদীছ ।

(ক) অর্থসহ হিফযুল কুরআন : সূরা তাগাবুন ১৫-১৮ ও মুনাফিকূন ৯-১১ আয়াত।

(খ) অর্থসহ হিফযুল হাদীছ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৪. দো'আ : (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক পরিবেশিত 'দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ সমূহ')।

৫. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৯৫ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী), একটুখানি বুদ্ধি খাটাও/ধাঁধা (১-২৬ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন (৩৯ পৃঃ)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (খুলনা ও বরিশাল বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ ১-২৬, বিজ্ঞান ১-৬২ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (ইংরেজী ০১-২৮ নং প্রশ্ন) এবং সংগঠন বিষয়ক।

৬. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৭. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (মহিলা শাখা), নওদাপাড়া, রাজশাহী ও দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা : আরবী ও বাংলা।

৮. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : সোনামণি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা)।

◈ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার মান হবে ৭০ এবং আবশ্যিক বিষয়ে মান হবে ৩০ সর্বমোট ১০০।
২. ২০১৭ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৩. প্রতিযোগীদের অবশ্যই **জ্ঞানকোষ-১** (২য় সংস্করণ), **জ্ঞানকোষ-২** ও **আরবী ক্বায়েদা ২য় ভাগ** সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' সঙ্গে আনতে হবে।
৪. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৫. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।
৬. প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন করে বিচারক হবেন।
৭. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সোনামণিদের বয়স সর্বোচ্চ ১৩ বছর হবে।
৮. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র সরবরাহ করবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।
৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ৩০ (ত্রিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।
১০. শাখা, উপযেলা/মহানগর ও যেলা পরিচালকবৃন্দ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
১১. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপযেলায়, উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।
১২. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
১৩. ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হবে।
১৪. রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের **'সোনামণি পরিচালকগণ'** অংশগহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হ'তে হবে। অন্যের লেখা বা কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০০০ ও সর্বনিম্ন ৯০০ হ'তে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখতে হবে।

◈ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায়	: ১২ই অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
২. উপযেলায়	: ১৯শে অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
৩. যেলায়	: ২৬শে অক্টোবর	(শুক্রবার, সকাল ৮টা)।
৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে	: ৮ই নভেম্বর	(বৃহস্পতিবার, সকাল ১০-টা)।

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপযেলা ও যেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

◈ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী **'আন্দোলন'**-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক **'সোনামণি'** বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।

ইতিহাস-ঐতিহ্য বিধৌত লাহোরে

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

৪ঠা জুলাই ২০১৭। লাহোরে পঞ্চমবারের মত পা রাখা। ইসলামাবাদ থেকে ইসলামাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনে চেপে রওনা হয়েছিলাম বিকেলে। রাত ১০-টার দিকে নামলাম লাহোর রেলস্টেশনে। মোঘল আমলের ক্যাসল কিংবা দুর্গের আদলে নির্মিত স্টেশনটির ধুসর লাল কাঠামো এক লহমায় দর্শককে ইতিহাসের পাতায় টেনে নিয়ে যায়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পরপরই এটি নির্মিত হয়েছিল। সেই হিসাবে এর বয়স ১৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। তবে এর আভিজাত্য ও আকর্ষণ কমেনি এতটুকু। ট্রেন থেকে নেমে লম্বা ওভারব্রীজ অতিক্রম করে প্রধান ফটকের সামনে আসলাম। ভীড়ের মধ্যে ছোট ভাই শু'আইবুর রহমানকে খুঁজে পেতে সমস্যা হ'ল না। সে রাজশাহীর পবা উপযেলার ছেলে। লাহোর ইউইটি (ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি)-তে ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করছে। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড মাদরাসার এবং রাজশাহীর রাণীবাজার আহলেহাদীছ মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ হয়েছে। তবুও স্রোতের বিপরীতে এসে মাশাআল্লাহ যথেষ্ট সাফল্যের সাথে পাকিস্তানের অন্যতম সেরা এই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। ওর আমন্ত্রণেই দুই দিনের সংক্ষিপ্ত সফরে লাহোর আসা। পূর্বে আরো কয়েকবার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এলেও লাহোর সিটি বিশেষ ঘুরে দেখার সুযোগ হয়নি। তাই এবার কেবল ইতিহাস-ঐতিহ্যের লাহোর দেখার উদ্দেশ্যেই আসা।

রাতে ইউইটি ক্যাম্পাসের আল্লামা ইক্বাল হোস্টেলে শু'আইবের রুমে থাকলাম। পরদিন সকাল সকাল আমরা বের হ'লাম। সারাদিনের জন্য একটি সিএনজি ভাড়া করা হ'ল। প্রথম গন্তব্য পাকিস্তানী জাতির প্রাণস্পন্দন আল্লামা ইক্বালের বাসভবন জাভেদ মনযিল। লাহোর রেলস্টেশনের নিকটেই তাঁর নামে নামকরণকৃত রোডে বাসভবনটি অবস্থিত। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু ৩ বছর তিনি এই ভবনে বসবাস করেন। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তান সরকার এটিকে যাদুঘরে পরিণত করেছে। প্রায় ৭ কাঠা জায়গার ওপর ইউরোপীয় আদলে দীর্ঘ জানালা বিশিষ্ট অনাড়ম্বর ভবন। সম্মুখভাবে লম্বা খিলান বসানো পোর্চ। তার সামনে এক চিলতে সবুজ মাঠ আর ছোট্ট ফুলের বাগান। আমরা কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। কিন্তু বাড়ীতে ঢোকার সুযোগ পেলাম না। রবিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। অন্যদিকে ভবনের উন্নয়নেরও কাজ চলছে। বাইরে আসবাব-পত্র সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। সুতরাং উর্দূ কবিতার রাজাধিরাজের চরণস্পর্শে ধন্য সম্মুখ বারান্দার অংশটুকুতে কিছুক্ষণ পায়চারী করেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ল।

সেখান থেকে বের হয়ে আমরা লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ মল রোডে অবস্থিত বাগ-ই-জিন্নাহ এবং কায়েদে আযম লাইব্রেরীতে এলাম। ধবধবে সাদা বিশাল লাইব্রেরী ভবনটি ১৮৬৬ সনে নির্মিত। এতে বিভিন্ন ভাষার প্রায় দেড় লক্ষ গ্রন্থ রয়েছে। নির্মাণশৈলী পুরোপুরি ইউরোপীয় ধাঁচের। জিন্নাহ গার্ডেনের বিশাল সবুজ চত্বরের প্রান্তভাগে এমন শ্বেত-শুভ্র লাইব্রেরীর সগৌরব অবস্থান মনে করিয়ে দেয় শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোর স্বাধীনতা স্কয়ারের কথা। প্রায় একই রকম দৃশ্যপট। আমি পার্কের বেঞ্চে বসে থাকি। একপাশে লাইব্রেরী, অপরপাশে বাগ-ই-জিন্নাহের সুবিস্তৃত সবুজ মাঠ। মধুর আবেশে দেহমন জুড়িয়ে যায়। লাইব্রেরীর অফিস থেকে ঘুরে এসে শু'আইব জানালো এখানেও রবিবারের ফাঁড়া। সাপ্তাহিক ছুটি। সুতরাং বহিসৌন্দর্য দেখেই তৃপ্ত থাকতে হ'ল।

অতঃপর ফিরোযপুর রোডে ইচরা বাযার এলাকায় হানাফীদের একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামেআ আশরাফিয়াতে আসলাম। ১৯৪৭ সালে মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাত্রসংখ্যা দুই হাযারের মত। একটি বড় মসজিদ এবং সুদৃশ্য আয়তাকার ভবন মিলিয়ে মাদরাসার মূল ভবন। মধ্যভাগে ফুলের বাগান ঘেরা দীর্ঘ সবুজ মাঠ। মজার ব্যাপার এই দৃষ্টিনন্দন সবুজ মাঠের নীচে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে একতলা ভবন রয়েছে যেখানে হিফযখানা অবস্থিত। ওপর থেকে তা বোঝার উপায় নেই। চমৎকার এই স্থাপত্য পরিকল্পনাটি মুগ্ধ করার মত। স্থানীয় ছাত্রদের পাশাপাশি বিদেশী ছাত্রদের জন্যও একটি আলাদা আবাসিক ভবন রয়েছে। যদিও বিগত পারভেয মুশাররফ সরকারের অগ্রহণযোগ্য নীতির কারণে এখন কোন বিদেশী ছাত্র আর নেই। আমরা মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা ফযলুর রহীম ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মুফতী মুহাম্মাদ হাসান অমৃতসরী (মৃ. ১৯৬১খ্রি.)-এর দ্বিতীয় সন্তান। অন্যান্য অনেক মেহমান ছিল তাঁর কক্ষে। তবুও ব্যস্ততার ফাঁকে আমাদেরকে আন্তরিকভাবে সময় দিলেন এবং বাংলাদেশী জেনে বিশেষ সমাদর করলেন। হাটহাজারীসহ বাংলাদেশের কয়েকটি মাদরাসা ভ্রমণ করেছেন বলে জানালেন। আমরা তাঁর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে মাদরাসার লাইব্রেরীসহ অন্যান্য ভবনগুলো পরিদর্শন করলাম। সঊদী অর্থায়নে নির্মিত লাইব্রেরী কক্ষটি খুবই সমৃদ্ধ। তাতে অনুপম স্থাপত্যকলার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে, যা পাঠককে সুদূর অতীতে নিয়ে যায়। এর মধ্যে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য একটি আলাদা আর্কাইভস্ কক্ষও রয়েছে। সবমিলিয়ে শিক্ষার পরিবেশ যথেষ্ট সন্তোষজনক।

পরের গন্তব্য ইচরা বাযার থেকে একটু ভেতরে অবস্থিত জামা'আতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদীর বাসভবন। আল্লামা ইক্বালের বাসভবনের মতই ধবধবে সাদা অভিজাত চেহারার সেমি ডুপ্লেক্স বাড়ি।

সামনে পামগাছ ঘেরা ছোট্ট চত্বর। সেখানে একপাশে মাওলানা মাওদূদীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখা বোর্ড। অপরপাশে তাঁর চিন্তাধারার সহগামী কয়েকজনের ছবি। যাদের মধ্যে রয়েছেন কিং ফয়ছাল, হাসানুল বান্না, ড. ইউসূফ আল-কারযাভী, মুহাম্মাদ মুরসী, খালিদ মিশ'আল, রেসিপ তাইয়েপ এরদোগান, রশীদ ঘানুশী, সাইয়েদ আলী গিলানী প্রমুখ। এক কোণে টিনের ছাদে ঘেরা অনাড়ম্বর কবরস্থান, যেখানে পাশাপাশি দু'টি কবরে শুয়ে আছেন মাওলানা মাওদূদী এবং সম্ভবত তাঁর সহধর্মীনী। বাড়িটি এখন মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে। পাশে রয়েছে একটি লাইব্রেরীও। কিন্তু রোববারের ফাঁড়া এখানেও। সবই বন্ধ।

সেখান থেকে বের হয়ে আমরা লাহোর সিটির এক প্রান্তে শাহদারা বাগে অবস্থিত ৪র্থ মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৫৬৯-১৬২৭খ্রি.)-এর সমাধিক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। রাভী নদী অতিক্রম করে সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। মোঘল নির্মাণশৈলীর বিরাট ফটক পার হয়ে ভেতরে ঢোকার পর প্রথমেই পড়ে আকবরী সরাইখানা। স্টেডিয়াম সদৃশ বিশাল আয়তাকার মাঠের চারিদিকে খোপ খোপ আকারে ১৮০টি ঘর, যেগুলো সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধিক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত কর্মচারী এবং বহিরাগত দর্শনার্থীদের জন্য নির্মিত হয়েছিল। সরাইখানার পশ্চিমপ্রান্তে একটি মসজিদ। সেখানে যোহরের ছালাত আদায় করে আমরা খানিক বিশ্রাম নেই। সুরী যুগে নির্মিত এই মসজিদের সুউচ্চ ছাদের নীচে বসে সরাইখানার দীর্ঘ সারির দিকে তাকিয়ে রাজকীয় ভাবের উদয় ঘটে। মনে হয় হাক দিলে এই বুঝি রাজপ্রহরীরা জী হুজুর করে শশব্যস্তভাবে এগিয়ে আসবে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরতাপ বইছে। ভরদুপুরে দর্শনার্থীর সংখ্যা প্রায় শূন্য। নির্জনতার এই হাহাকার প্রহরে অতীত-বর্তমানের মোসাবিদা নিয়ে বসতে তাই আমাদের বেশ সুবিধেই হয়। ১৬৩৭ সাল তথা প্রায় চার শত বছর পূর্বে এই সরাইখানা নির্মিত। এর মাঝে কত বছর চলে গেছে আর কত কী ঘটে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। শিখ রাজা রণজিৎ সিং (১৭৮০-১৮৩৯খ্রি.) তো একে সেনানীবাসই বানিয়ে ফেলেন। পরে বৃটিশরা এসে রেলওয়ের জন্য ব্যবহৃত কয়লার গুদাম বানায়। বর্তমানে সরকার কর্তৃক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় সরাইখানা আবার আপন চেহারায় ফিরতে শুরু করেছে বটে; তবে এখন তাতে মানবসন্তানের বদলে স্থান পেয়েছে ইতর প্রাণীকূল। খোপগুলোতে ইদুর, বিড়াল কিংবা পক্ষীকুলের অবাধ আনাগোনা সেই ইঙ্গিতই দিল।

আমরা সরাইখানার চওড়া অলিন্দের প্রান্ত ধরে ছায়ার সন্ধান করতে করতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের মূল সমাধিক্ষেত্রের পানে এগিয়ে চলি। সরাইয়ের উত্তরপ্রান্তীয় ফটকে পৌঁছানোর পর ততোধিক দূরের নীলিমায় নযরে এল চারটি মিনার বিশিষ্ট লোহিত বর্ণের একতলা মনুমেন্ট। ফটক থেকে মনুমেন্ট পর্যন্ত সুবিশাল চত্বরে দীর্ঘ পায়ে চলা পথ। মাঝখানে সরু হাউজ/পুকুর আর দু'ধারে চমৎকার ফুলবাগান। জান্নাতের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে বাগ-বাগিচা ও পানির নহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এ কারণে মোঘল স্থাপত্যসমূহে ফুলবাগান, লেক এবং জলাধার প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মনুমেন্টের প্রবেশপথে একটি উঁচু খোলা চাতোয়ান, যার মাঝে রয়েছে কৃত্রিম পানির ঝর্ণা। আমরা চাতোয়নটি পার হয়ে ভূমি থেকে বেশ উঁচু মনুমেন্টে প্রবেশ করি। মনুমেন্টের চারিদিকে অর্ধ গোলাকৃতির খিলান বিশিষ্ট ট্রাডিশনাল খোলা বারান্দা। এর অভ্যন্তরভাগে কয়েকটি দরজা অতিক্রম করে একটি সুরক্ষিত গোলাকার কক্ষে নকশাদার শ্বেতপাথরে বাঁধানো বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সমাধি। তাতে আরবীতে লেখা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নাম এবং মৃত্যুসন ১০৩৩ হিজরী। কবরের গায়ে অংকিত রয়েছে আল্লাহ্র ৯৯টি নাম। সমাধিক্ষেত্রে বসানো পাথরের গায়ে জেল্লাদার নকশা আর দেয়ালে অংকিত জ্যামিতিক ও ফুলেল মোটিফগুলো খুবই আকর্ষণীয়। দেখলেই বোঝা যায় কত শত মানুষের পরিশ্রম ও মেধা ব্যায়িত হয়েছে এর পিছনে। ইসলামে প্রাণীর অবয়ব চিত্রায়ন নিষিদ্ধ হওয়ায় মুসলিম শিল্পীরা জ্যামিতিক চিত্রকলা এবং ক্যালিগ্রাফী তথা লিপিকলার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এবং তা এতটাই শিল্পমণ্ডিত করে তুলেছিলেন যে তাতে নিস্প্রাণ বস্তুও অভূতপূর্ব প্রাণশক্তিতে ভরপুর উঠেছিল।

ফলকে লেখা ইতিহাসের টুকরো অংশ থেকে জানা যায়, সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়েছিল কাশ্মীরে। কিন্তু রাভী নদীর কিনারে এই স্থানটি ছিল তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী নূরজাহানের অতি প্রিয় স্থান। তাই পরবর্তী মোঘল শাসক ও তাঁর সন্তান সম্রাট শাহজাহান পিতার সম্মানে এই জাকজমকপূর্ণ সমাধিক্ষেত্রটি নির্মাণ করেন। যদিও ইতিহাসে পাওয়া যায়, বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁর কবরকে এমন জমকালো করতে নিষেধই করেছিলেন।

আমরা বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সমাধিক্ষেত্র থেকে বের হই। পশ্চিমপ্রান্তের ফটক অতিক্রম করে আরও একটি সুবিস্তৃত বাগিচার মধ্যখানে মধ্যএশীয় প্যাটার্নের সুউচ্চ গম্বুজবিশিষ্ট সমাধিক্ষেত্র দেখা গেল। এটি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মন্ত্রী ও লাহোর গভর্নর আসিফ খান (মৃ. ১৬৪১খ্রি.)-এর সমাধি। ইনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূর জাহানের বড় ভাই। এই সমাধিক্ষেত্রও এককালে সমান জৌলুসপূর্ণ ছিল, যা ভগ্নাংশের কারুকাজ দেখেই অনুমান করা যায়। তবে কালের বিবর্তনে এটি এখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখান থেকে কিছুটা দূরত্বে একমাত্র মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান (১৫৭৭-১৬৪৫খ্রি.)-এর সমাধিক্ষেত্র। সেটিও যথারীতি বিশাল জায়গাজুড়ে বিস্তৃত বাগিচার মধ্যস্থলে একটি লাল মনুমেন্টে ঘেরা। আমরা সেদিকে আর না গিয়ে ফিরতি পথ ধরলাম।

(ক্রমশঃ)

তুলসী পাতার গুণাগুণ

তুলসী পাতার অনেক ভেষজ গুণ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

* জ্বর হ'লে তুলসী পাতা, গোল মরিচ ও মিশ্রী পানিতে মিশিয়ে ভাল করে সিদ্ধ করে অথবা তিনটি দ্রব্য মিশিয়ে বড়ি তৈরি করে দিনে তিন-চার বার ঐ বড়ি পানির সাথে খেলে জ্বর খুব তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

* কাশি হ'লে তুলসী পাতা ও আদা পিষে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যাবে।

* পেট খারাপ হ'লে তুলসীর কয়েকটি পাতা সামান্য জিরার সঙ্গে পিষে ৩-৪ বার খেলে পায়খানা বন্ধ হয়ে যাবে।

* মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে দিনে ৪-৫ বার তুলসী পাতা চিবালে উপকার হবে।

* দেহের ঘা দ্রুত কমাতে তুলসী পাতা এবং ফিটকিরি একসঙ্গে পিষে ঘা-এর স্থানে লাগালে কমে যাবে।

* শরীরের কোন অংশ পুড়ে গেলে তুলসীর রস এবং নারকেলের তেল ফেটিয়ে লাগালে জ্বালা কমবে এবং পোড়া জায়গাটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। আর সেখানে কোন দাগ থাকবে না।

* ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ও ত্বকের বলীরেখা এবং ব্রোন দূর করার জন্য তুলসী পাতা পিষে মুখে লাগানো যায়।

* বুদ্ধি ও স্মরণ শক্তি বাড়ানোর জন্য প্রতিদিন ৫-৭ টা তুলসী পাতা চিবালে উপকার হবে।

* প্রস্রাবে জ্বালা হ'লে তুলসী পাতার রস ২৫০ গ্রাম দুধ এবং ১৫০ গ্রাম পানির মধ্যে মিশিয়ে পান করলে উপকার পাওয়া যাবে।

* ত্বকের সমস্যা দূর করতে তিল তেলের মধ্যে তুলসী পাতা ফেলে হালকা গরম করে ত্বকে লাগালে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

থানকুনি পাতার ঔষধি গুণ

থানকুনি একটি অতি উপকারী ভেষজ। চিকিৎসার অঙ্গণে থানকুনি পাতার অবদান অপরিসীম। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বহু রোগের উপশম হয় এই থানকুনির ভেষজ তেল থেকে। খাদ্য হিসাবে থানকুনি সরাসরি গ্রহণ রোগ নিরাময়ে যথার্থ ভূমিকা পালন করে। অঞ্চলভেদে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন- থানকুনি, টেয়া, মানকি, তেতুরা, আদামনি, দোলামনি, থুলকুঁড়ি, মানামানি ইত্যাদি। এটি সাধারণত পুকুরের পাড়ে পাওয়া যায়।

থানকুনি নিয়মিত খেলে পেটের ব্যথাতে ভুগতে হবে না। আবার এটা বুদ্ধি বিকাশেও সাহায্য করে। তারুণ্য ধরে রাখতে এবং শরীর সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে থানকুনি অনেক উপকারী। নিম্নে থানকুনির কিছু গুণাগুণ উল্লেখ করা হ'ল।-

* থানকুনির Bacoside A এবং Bacoside B উপাদান মস্তিষ্কের কোষ গঠন করতে সাহায্য করে এবং রক্তসংবহন বাড়ায়।

* স্কিনের মৃতপ্রায় কোষের জন্য থানকুনি অনেক উপকারী। থানকুনির রস মৃতপ্রায় কোষ পুনরায় সংগঠিত করতে পারে এবং শুষ্ক হওয়া থেকে বাঁচায়, যার ফলে শুষ্ক ত্বক মসৃণ হয়ে যায়।

* পেটের রোগ নিরাময় করতে থানকুনির কোন বিকল্প নেই। যে কোন পেটের ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পেতে এটি নিয়মিত খেলে পেটের ব্যথায় আর কষ্ট ভোগ করতে হবে না।

* আলসার এবং বিভিন্ন চর্মরোগ থানকুনি দ্বারা নিরাময় করা সম্ভব। স্কিনের উজ্জলতা এবং নতুন চুল গজাতে এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

* অল্প পরিমাণ আমগাছের ছাল, আনারসের কচিপাতা ১টি, কাচা হলুদের রস, ৪/৫ টি থানকুনি গাছের শিকড়সহ ভাল করে ধুয়ে একত্রে বেটে রস করে খালি পেটে খেলে পেটের পীড়া ভাল হয়। ছোট বাচ্চাদের জন্য এটি অতি কার্যকর।

* থানকুনি চুল পড়া বন্ধ করতে এবং নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে।

* বয়স বাড়ার ফলে নিজেকে দুর্বল অনুভূত হ'লে থানকুনির রস প্রতিদিন পান করলে তারুণ্য ধরে রাখা যায়। চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দুধের সাথে এক গ্লাস থানকুনি পাতার রস পান করলে লাবণ্য আরো বেড়ে যাবে।

* দাঁতের নানান রোগ থেকে মুক্তি পেতে থানকুনি পাতার বিকল্প নেই। রক্তপাত, মাড়ি ও দাঁত ব্যথার ক্ষেত্রেও সুফল পাওয়া যাবে। যদি থানকুনি পাতার রস নিয়ে পানি সহ কুলি করা হয়, দাঁতের ব্যথা অনেক কমে যাবে। থানকুনি পাতা বেটে শরীরের ফোঁড়াতে প্রলেপ দিলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।

* থানকুনি স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া আধা কেজি দুধে ১ পোয়া মিশ্রি ও আধা পোয়া থানকুনির পাতার রস একত্রে মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে ১ সপ্তাহ খেলে পেটের গ্যাস্টিক ভাল হয়।

* বেগুন/পেপের সাথে থানকুনি পাতা মিশিয়ে শুঁকতা রান্না করে প্রতিদিন ১ মাস খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

* প্রতিদিন খালি পেটে ৪ চামচ থানকুনি পাতার রস ও এক চামচ মধু মিশিয়ে ৭ দিন খেলে রক্ত দূষণ ভাল হয়।

* বাচ্চাদের কথা স্পষ্ট না হ'লে ১ চামচ থানকুনির পাতার রস গরম করে কিছু দিন নিয়মিত খাওয়ালে কথা স্পষ্ট হবে।

* জ্বর ও আমাশয়ে থানকুনির পাতার রস খেলে উপকার হয়।

* প্রতিদিন সকালে থানকুনির রস ১ চামচ ও ৫/৬ ফোঁটা হলুদের রস সামান্য চিনি বা মধুর সাথে খাওয়ালে বাচ্চাদের লিভারের সমস্যা সমাধান হয়।

* কোন পুরাতন ক্ষত নিরাময় না করতে পারলে সেদ্ধ থানকুনি পাতার প্রলেপ দিলে অনেক বেশী উপকার হয়।

॥ সংকলিত ॥

মরিচ চাষ

মরিচ অর্থকরী ফসলের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফসল। এটি মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাঁচা, পাকা ও শুকনা উভয় অবস্থায়ই এর ব্যবহার হয়। মরিচ সব ঋতুতে চাষ করা যায়। তবে মোট ফলনের ৮৫% শুকনা মরিচ শীতকালে ফলানো হয়। বাংলাদেশে মসলা জাতীয় ফসলের মধ্যে মরিচের আবাদ শীর্ষে।

মরিচ চাষে ভাল ফলন পেতে বা লাভবান হ'তে হলে কতগুলো নিয়মের ওপর অবশ্যই নির্ভর করতে হবে।

মাটি ও আবহাওয়া : পানি নিষ্কাশন, সুবিধাযুক্ত বেলে দো-আঁশ মাটিতে মরিচ চাষ করা হয়। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটি চাষাবাদের জন্য উত্তম। অম্লীয় মাটিতে মরিচের চাষ করা গেলেও ক্ষারীয় মাটিতে ভাল হয় না। বন্যা বিধৌত পলি এলাকায় মাঝারি উঁচু ভিটা যেখানে বর্ষার পর ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে জো আসে এমন জমিতে মরিচ ভাল হয়।

বীজতলা তৈরি : বীজতলায় বীজ বপনের আগে মাটি শোধন বা সোলারাইজেশন করে মাটিতে জসবান বা রিডোমিল স্প্রে করতে হবে। বীজ ভিজিয়ে রেখে ছিটিয়ে বা সারি করে বপন করতে হবে। চারা একটু বড় হ'লে উঠিয়ে ২য় বীজতলায় ১.৫×১.৫ ইঞ্চি দূরে দূরে রোপণ করতে হবে।

চারা উৎপাদন পদ্ধতি : ভাল চারা উৎপাদন করার জন্য প্রথম বীজতলায় চারা গজিয়ে দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হবে। দু'বার চারা রোপণ করলে গাছের শিকড় শক্তিশালী হয় এবং মূল মাঠে চারা কম মারা যায়।

নীরোগ চারা উৎপাদনের জন্য বপনের ৬ ঘণ্টা পূর্বে ভিটাভেঙ বা ক্যাপটান দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে। বীজ বপনের পর অতিবৃষ্টি বা প্রখর রোদ থেকে রক্ষা পেতে বাঁশের চাটাই বা পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হবে। সাধারণত বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে বীজ গজায়। বীজ গজানোর পর ১০-১২ দিন বয়সের চারা উঠাতে হয় এবং সাথে সাথে দ্বিতীয় বীজতলায় ২.৫ মিটার দূরত্বে চারা লাগাতে হয়।

ছোট এবং নরম চারা উঠানোর জন্য বীজতলায় হালকা সেচ দিতে হয়। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হ'লে জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়। সাধারণত এক বিঘা জমিতে চারা লাগানোর জন্য প্রায় ১৩০ গ্রাম মরিচ বীজ প্রয়োজন।

জমি চাষ : জমিতে সাধারণত ৪-৫টি চাষ ও মই দিতে হয়। প্রথম চাষ গভীরভাবে হওয়া দরকার। শেষের চাষের সময় পূর্ণমাত্রায় গোবর, টিএসপি, জিপসাম এবং ১/৩ অংশ ইউরিয়া ও এমপি সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

ভিটি তৈরি : মরিচের চারা লাগানোর জন্য ১ মিটার প্রশস্ত ও লম্বায় জমির অবস্থা বুঝে ভিটি তৈরি করতে হবে।

রোপণ : রবি মৌসুমের জন্য ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর এবং খরিফের জন্য ১৫ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ মার্চ এর মধ্যে চারা তৈরির জন্য বীজ বপন করতে হবে।

হরমোন প্রয়োগ : মরিচের ফুল ঝরে পড়লে প্লানোফিঙ নামক হরমোন প্রয়োগ করলে ফুল কম ঝরে এবং ফলন বাড়ে। প্লানোফিঙ ৪-৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের উপরে ছিটিয়ে দিতে হয়।

পরবর্তী পরিচর্যা : নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঝুরঝুরে করতে হয়। জমিতে ১৫ দিন অন্তর সেচ দিতে হয়। সেচের কয়েক দিন পর মাটিতে চটা দেখা দিলে তা ভেঙে দিতে হবে, আলগা করে দিলে আলো বাতাস পাবে।

ফসল তোলা : মরিচ কাঁচা বা পাকা অবস্থায় তোলা হয়। ভাল ফলনের জন্য মরিচ যত বেশি তোলা যায় তত ফলন বেশি পাওয়া যায়। মরিচ শুকিয়ে রাখার জন্য পরিপূর্ণ পেকে গেছে এমন মরিচ তুললে গুণগতমান ঠিক থাকবে।

সংরক্ষণ : মরিচের পরিপক্ব ফল তুলে তা শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়। সূর্যালোকের সাহায্যে ফল শুকানো আমাদের প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু সতর্ক না হ'লে অতিরিক্ত সূর্যতাপে ফল সাদাটে রঙ ধারণ করে। মরিচ শুকানোর সময় মরিচের বোঁটা যেন খুলে না যায়। সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। মরিচ শুকানোর পর মাচার উপরে টিনে ডোল, গোলা, পলিথিন বা ড্রামে করে রাখতে হবে।

বীজ উৎপাদন : মরিচ স্বপরাগায়িত জাত। মানসম্মত বীজ উৎপাদন করতে হ'লে বীজ ফসলের জমির চার পাশে অন্তত ৪০০ মিটারের মধ্যে মরিচ, বেগুন, টমেটো এর চাষ যে জমিতে করা হয়েছে সে জমিতে মরিচের চাষ করা যাবে না। বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কলাকৌশল অনুসরণ করলে প্রতি বিঘায় ১০ কেজি বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

রোগ : মরিচের এনথ্রাকনাজ ডাইব্যাক ও ব্যাকটেরিয়া রোগ হয়। রোগ হলে মরিচ হলুদ বর্ণ ধারণ করে ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে কীটনাশক হিসাবে ডায়াজিনন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

জাত : মরিচের ভাল ফলন পেতে হ'লে উপযুক্ত হাইব্রিড জাত যেমন প্রিমিয়াম, মনিক, মেজর, ভিগর এগুলো নির্বাচন করতে হবে। মরিচের অনেক জাতের মধ্যে এখানে প্রিমিয়াম হাইব্রিড নিয়ে আলোচনা করা হ'ল-

জাতের বৈশিষ্ট্য : প্রিমিয়াম উচ্চফলনশীল হাইব্রিড জাত। এটি মধ্যম আকৃতির ঝোপালো গাছ। অনেক ঝালযুক্ত। শীতকালে আবাদ করা যায়। এছাড়া কাঁচা পাকা দু'ভাবেই ব্যবহার হয়। বীজ বপনের সময় ভাদ্র-আশ্বিন মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের পরিমাণ : প্রতি শতকে ১.৫ গ্রাম ও একরে ১৫০ গ্রাম। বীজতলায় চারা উৎপাদন ৩×১ মিটার মাপের ও ১৫ সেমি. উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। বীজতলার উপরের স্তরে পচা গোবর, আবর্জনা সার এবং দো-আঁশ মাটির মিশ্রণ ছড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া ৩/৪ সপ্তাহ মোটা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রেখে মাটি শোধনের পর ৫ সেমি. পর পর লাইন করে ১ সেমি. গভীরতায় ২.৫ সেমি. দূরে দূরে বীজ বপন করতে হবে।

প্রতিটি বীজতলার জন্য ১০ গ্রাম বীজ ব্যবহার করা যাবে। বীজ বপনের পর বীজের ওপর কিছু ঝুরঝুরে মাটি ছড়িয়ে দিতে হবে। অতি বৃষ্টি বা রোদের ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য মাটি থেকে কমপক্ষে ৩০ সেমি. ওপরে পলিথিন বা চাটাই দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। চারা গজানোর ১২ দিন পর একবার এবং ২০ দিন পর আর একবার ৫০ গ্রাম ডাইথেন এম -৪৫ ও ২০ মিলি, ডাসবান ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলায় স্প্রে করতে হবে।

চারা রোপণ : ২৫-৩০ দিন বয়সের ৫/৬টি পাতা বিশিষ্ট স্বাস্থ্যবান চারা ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করে সারি থেকে সারি ৭৫ সেমি. এবং চারা থেকে চারা ৭৫ সেমি. দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করতে হবে। দুই বেডের মাঝে ৪০ সেমি. প্রস্থ ও ১৫ সেমি. নালা করতে হবে।

সার প্রয়োগ : জমি তৈরির সময় এবং পরবর্তীতে ফসলের অবস্থা বুঝে কৃষি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী উপরি সার প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন : চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে মরিচ সংগ্রহ শুরু করা যায়। কাঁচা অবস্থায় প্রতি শতাংশে ১০০-১২০ কেজি এবং একর প্রতি ১০-১২ টন ফলন পাওয়া যায়।

অন্যান্য কার্যাবলী : ১। প্রথমত ৩/৪টি শাখা-প্রশাখা ছাঁটাই করতে হবে। আগাছা দমন ও সেচ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। রোগবালাই দমনে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে এবং খুঁটি ব্যবহার করে গাছকে মাটিতে হেলে পড়া থেকে রক্ষা করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, মরিচ এমন একটি মসলা যা তরকারি, আচার কিংবা মুখরোচক অন্য কোন খাবার তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। সঠিকভাবে মরিচের চাষ করলে বাজারে যেমন চড়া দামে বিক্রি করা যাবে, তেমনি ঘরের প্রয়োজন মিটিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যাবে।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

দিন শেষ

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

এক, দুই, তিন করে হ'ল দিন শেষ,
চলে যাব আল্লাহ্র ডাকে মোর নিজ দেশ।
বুঝিনিতো আল্লাহ্র ডাকে চলে যেতে হবে,
হরষ-উল্লাসে দিন মোর কেটে গেল ভবে।
নিজ করে সাজিয়েছি পুষ্পকানন,
মন-প্রাণ দিয়ে কত সাজিয়েছি বন।
আজ দেখি সবি মোর হয়ে গেছে ভুল,
ঝরে গেল হাতে গড়া বন জোড়া ফুল।
ভাবিনিতো আমি পান্থ বটেরই ছায়ায়,
বিশ্রামে ক্ষণকাল বসে নিরালায়।
চলে যেতে হবে মোর ভাবিনিতো মোটে,
জানি না পরপারে ভালে কিইবা জোটে?
আল্লাহ্র ডাকে আমি দেইনি তো সাড়া
পারিনি কখনও কভু নোয়াতে শিরদাড়া।
এখন দেখি আল্লাহ্র কাছে ধরা দিতে হ'ল,
দর্প মম সবিশেষ খর্ব হয়ে গেল।
দিন শেষে ফকীর বেশে দিতে হ'ল ধরা
ফাঁকি দিয়ে পালাতে গেল নাতো পারা?

দুর্নীতিবাজ

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আমরা সবাই দুর্নীতিবাজ
মিথ্যা কথা বলি,
মিথ্যা খবর ছাপিয়ে ছড়াই
দেশের অলিগলি।
দোষীকে আজ ছেড়ে দেই মোরা
নির্দোষকে রাখি জেলে,
ঘুষের টাকায় পকেট ভরী
একটু সুযোগ পেলে।
শিক্ষককে বানাই সন্ত্রাসী মোরা
রাজাকে বানাই চোর,
দুর্নীতি দ্বারা উন্নয়ন করি
কালো টাকা যত মোর।
দুর্নীতিবাজ মোরা সমাজসেবক
দেশের করি সেবা,
উন্নতি তাই পালিয়ে বেড়ায়
পায় না দেশে শোভা।
জ্ঞানহীন হয়েও পেয়েছি জ্ঞানীর আসন
জ্ঞানী হয়েছে খুনি,
বিত্তশালী তাই হয়েছে ভিখারি
আমাদের কাছে ঋণী।
আমাদের কালো টাকায় পড়ে থাকে আজ
আদর্শবানের নীতি,
সকল দুর্নীতির মূলে মোরা
দেশ-জাতির করি ক্ষতি।

কালের শপথ

(সূরা আছর অবলম্বনে)

মুহাম্মাদ মোমতায আলী খাঁন
ঝিনা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

কালের শপথ নিলেন আল্লাহ মহান,
নিশ্চয়ই ক্ষতির মধ্যে নিপতিত সকল ইনসান।
কিন্তু যারা করবে চারটি পালনীয় কাজ,
নাজাত পাবে তারা বাঁচবে সমাজ।
খালেছ ঈমান আর আমলে ছালিহাত,
হকের দাওয়াত আর ছবরের নছীহাত।

পথহারা পথিক

মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান
দারিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

পথহারা পথিক তোমার সামনে যে পরপার
ঐখানে পৌঁছিলে তোমার কে জানবে খবর?
সেখানে দুইটি জায়গা জাহান্নাম ও জান্নাত
নিজের ইচ্ছায় যাবে না পাওয়া চলবে না আতাত।
জান্নাত হ'ল সুখের জায়গা নে'মত তার অফুরান,
জাহান্নাম তো অগ্নিকুণ্ড বলছে হাদীছ ও কুরআন।
সৎকর্মী জান্নাতে যাবে পাবে মহা সুখ,
অসৎকর্মী জাহান্নামে জ্বলবে যে যুগ যুগ।
এখন তুমি যাবে কোথায় খাটাও নিজের মাথা,
কর্ম দেখে জায়গা দিবেন, আল্লাহ পাকের কথা।

***

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক
সদ্য প্রকাশিত বই

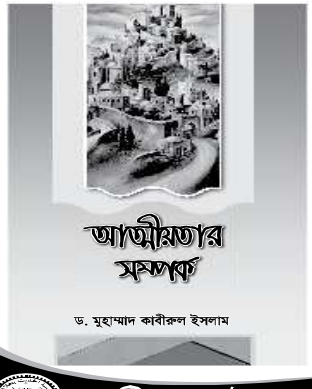

আত্মীয়তার সম্পর্ক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. তেইশ বছরে।
২. চার স্থানে। (১) সূরা আলে ইমরানে (৩/১৪৪)। (২) সূরা আহযাবে (৩৩/৪০)। (৩) সূরা মুহাম্মাদে (৪৭/২)। (৪) সূরা ফাতাহ্-এ (৪৮/২৯)।
৩. সূরা আলাকের প্রথম ৫টি আয়াত।
৪. সূরা বাক্বারার ২৮১ নং আয়াত। ৫. সূরা ফাতিহা।
৬. ছাহাবায়ে কেরামের স্মৃতিতে, লিখিত অবস্থায় চামড়ায়, হাড়ে, পাতায় ও পাথরে। ৭. আবু বকর (রাঃ)।
৮. যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ)-কে। ৯. ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)।
১০. আলী বিন আবী তালেব, মু'আবিয়া বিন আবী সুফিয়ান, যায়েদ বিন ছাবেত ও উবাই বিন কা'ব (রাঃ) প্রমুখ।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. জাফলংকে ২. কুয়াকাটাকে ৩. তুলা গাছকে ৪. বান্দরবনকে ৫. পঞ্চগড়কে ৬. কক্সবাজার হিমছড়ি পাহাড়ে ৭. সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথের পাহাড়ে ৮. মাধবকুণ্ড ৯. ইকোপার্ক ১০. নারিকেল গাছকে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. কোন যুগে কার নির্দেশে কুরআনের অক্ষরে নকতা দেয়া হয়?
২. কুরআনে নকতা দেয়ার কাজটি কে করেন?
৩. কুরআনে কে হরকত সংযোজন করেন?
৪. পবিত্র কুরআনে কতবার 'দুনিয়া' শব্দটি এসেছে?
৫. পবিত্র কুরআনে কতবার 'আখেরাত' শব্দটি এসেছে?
৬. পবিত্র কুরআনে কতটি অক্ষর রয়েছে?
৭. পবিত্র কুরআনে কতটি শব্দ আছে?
৮. পবিত্র কুরআনে কতটি আয়াত আছে?
৯. কোন সূরার শেষ দু'টি আয়াত কোন মানুষ রাত্রে পাঠ করলে তার জন্য যথেষ্ট হবে?
১০. পবিত্র কুরআনে কতটি সিজদা আছে এবং কোন কোন সূরায়?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. কোন ফুলকে স্বাগের গাছ বলা হয়?
২. নিঝুম দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?
৩. বাংলাদেশের বৃহত্তম লাইব্রেরীর নাম কী
৪. কক্সবাজাররের পূর্ব নাম কী
৫. স্বাধীনতার পর প্রথম ডাকটিকিটে কিসের ছবি ছিল?
৬. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন কে?
৭. দেশের প্রথম এফএম রেডিও কোনটি?
৮. কোন কারাগারে দেশের প্রথম কারা গার্মেন্ট 'রিজিলিয়ান্স' যাত্রা শুরু করে?
৯. সম্প্রতি কোন দেশে 'বাঁশ' গাছের মর্যাদা হারিয়েছে?
১০. বিশ্বের কোন দেশে কুকুরের হোটেল আছে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ৮ই মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বিরামপুর উপযেলাধীন চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রাশেদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

ইটাখুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ৯ই মে বুধবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার নবাবগঞ্জ উপযেলাধীন ইটাখুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ মাক্বূবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর ৩১শে মে বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বরীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী।

মেকিয়ারকান্দা বাজার, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ২রা জুন শনিবার : অদ্য বাদ এশা যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

আন্দারিয়াপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ ৩রা জুন রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ফুলবাড়িয়া থানাধীন আন্দারিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

গাড়ুদহ, সিরাজগঞ্জ ৪ঠা জুন সোমবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার সদর থানাধীন গাড়ুদহ হাফিযিয়া মাদরাসায় এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি শামীম আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

একই দিনে বাদ যোহর যেলার কাযীপুর থানাধীন গান্ধাইল নয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মাহমূদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

বুড়াবুড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৯ই জুন শনিবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন বুড়াবুড়ী আলহেরা সালাফিয়া মাদরাসা মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, প্রশিক্ষণে বালক-বালিকা সহ মোট ১৩১ জন সোনামণি উপস্থিত ছিল।

একই দিন বাদ আছর গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন বামনহাজরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ১০ই জুন রবিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন দক্ষিণ ছয়ঘরিয়া ফহীহুদ্দীন হাফিযিয়া মাদরাসায় এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ও অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

স্বদেশ

জাদুকরী মাছের ব্যাংক হালদা সংরক্ষণে চাই সম্মিলিত উদ্যোগ

নদীর বুকে সারি সারি নৌকা। চারিদিকে চকচকে মুক্তার দানার মতো রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস ইত্যাদি কার্প জাতীয় অর্থকরী মাছের ডিমের ছড়াছড়ি। চৌকস জেলেরা মা-মাছদের ছেড়ে দেয়া ভাসমান ডিম সংগ্রহের মহা ব্যস্ত। বিপুল সংখ্যক মৎস্যজীবী সারাদেশের পুকুর, দীঘি, জলাশয়সহ মৎস্য খামারে চাষের জন্য রেণু সংগ্রহে লিপ্ত। উৎপাদিত পোনা ও বড় মাছের মূল্য কয়েক হাযার কোটি টাকা। যার জোগানদার বাংলাদেশের অনন্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চট্টগ্রামের হালদা নদী, যা বিশ্বের একমাত্র জোয়ার ভাটার নদী এবং এশিয়ার প্রাকৃতিক প্রজনন কেন্দ্র।

দেশী-বিদেশী বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞগণ হালদাকে 'জীন ব্যাংক', 'জাদুকরী মাছের ব্যাংক', 'মুক্তার খনি', 'অর্থনৈতিক নদী' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেন। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে এ নদীতে উৎপাদিত মৎস্য সম্পদকে আল্লাহ তা'আলার অপার নে'মত মনে করেন বিজ্ঞানীরা। এবছর এপ্রিলে মা-মাছের ডিম ছাড়ার মৌসুমে বিগত দশ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে ২২ হাযার ৬৮০ কেজি ডিম এ মৌসুমে সংগৃহীত হয়েছে। যার বিক্রয়মূল্য কেজিপ্রতি ৭০ হাযার থেকে এক লাখ টাকা।

প্রতিবছর হালদা নদীতে একটি বিশেষ সময় ও পরিবেশে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস মা-মাছ দলে দলে ডিম ছাড়ে। মা-মাছ সাধারণত এপ্রিল থেকে জুনে অমাবস্যা বা পূর্ণিমার তিথিতে অনুকূল পরিবেশে ডিম ছাড়ে। এ সময় প্রচণ্ড বজ্রসহ বৃষ্টিপাত থাকতে হয়। বজ্রবর্ষণ স্থানীয়ভাবে ও নদীর উজানেও হ'তে হয়। এর ফলে নদীতে পাহাড়ী ঢলের সৃষ্টি হয়। এতে পানি অত্যন্ত ঘোলা ও খরস্রোতা হয়ে ফেনার আকারে প্রবাহিত হয়। পূর্ণ জোয়ারের শেষে অথবা পূর্ণ ভাটার শেষে পানি যখন স্থির হয় তখনই মা-মাছ ডিম ছাড়ে।

অনেকগুলো পাহাড়ী ঝর্ণা বিধৌত পানিতে প্রচুর পুষ্টি উপাদান থাকার ফলে নদীতে পর্যাপ্ত খাদ্যাণুর সৃষ্টি হয়। এছাড়া এর বাঁকগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল পানির প্রচণ্ড ঘূর্ণন ঘটে। ফলে পানিতে গভীর খাদ সৃষ্টি হয়। মা-মাছেরা এর ভেতরে এসে আশ্রয় নেয় এবং ডিম ছাড়ে স্বাচ্ছন্দ্যে।

হালদার পাঁচটি সমস্যা :

হালদা নদী রক্ষা কমিটির সভাপতি ড. মনযূর বলেন, মিঠাপানির বড় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী শুধু বাংলাদেশের নয়; পৃথিবীর অনন্য ঐতিহ্য ও সম্পদ। হালদার সমস্যা সম্পর্কে তিনি জানান, এর প্রধান সমস্যা হ'ল নদীদূষণ, যা যেকোন মূল্যে বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ হালদায় অবৈধ বালু উত্তোলন বিশেষ করে ড্রেজার দিয়ে নদীর তলদেশের মাটি খনন করে তোলা, যার কারণে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটতে পারে। তৃতীয়তঃ হালদা নদীর পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যাহার করা হচ্ছে। উজানে স্থাপন করা হয়েছে ফটিকছড়ির ভূজপুরে রাবার ড্যাম। এছাড়া গতিপথের বিভিন্ন স্থানে ১৮টি স্লুইস গেইট ও ধুরং-এ স্থাপিত কংক্রিট ড্যাম। এভাবে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ রুদ্ধ করে কোন পরিবর্তন ও প্রতিবন্ধক থাকতে দেয়া যাবে না।

চতুর্থতঃ হালদায় মা-মাছ নিধন বন্ধ করতে হবে। পঞ্চমতঃ হালদার উৎসস্থল মানিকছড়িতে শত শত একর জমিতে তামাক চাষ বন্ধ করতে হবে। কেননা তামাকের বর্জ্য হালদায় গিয়ে মাছের স্বাভাবিক বিচরণ ও প্রজনন পরিবেশ বিঘিয়ে তুলেছে।

তিনি বলেন, মিঠাপানির বড় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ ও নিরাপদ করতে সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

[আমরা হালদা নদী সংরক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি (স.স.)]

দেশে বিদ্যুত উৎপাদনে নতুন রেকর্ড ১১ হাযার ৩০৬ মেগাওয়াট

দেশে বিদ্যুত উৎপাদনের নতুন রেকর্ড হয়েছে। গত ১৪ই জুলাই বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ হাযার ৩০৬ মেগাওয়াট। পিডিবি জানায়, বিদ্যুত উৎপাদনে সর্বোচ্চ গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। একই সঙ্গে তেলচালিত সব কেন্দ্রও চালু রাখা হয়েছে। এতে বিদ্যুত উৎপাদন বেড়েছে।

পরিসংখ্যান বলছে, বিগত নয় বছরে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নতুন ৮৮টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আর এ সময়ে অবসরে গেছে মাত্র তিনটি কেন্দ্র। ২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭টি আর এখন বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ১১২টি। আর ২০০৯ সালে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪,৯২৪ মেগাওয়াট। এখন ক্যাপটিভসহ যা ১৬,০৪৬ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে। ঐ সময় বিদ্যুতের সুবিধা পেত ৪৭ ভাগ জনগণ। এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৩ ভাগে।

বিদেশ

শিক্ষার্থীদের কান্নায় আটকে গেল শিক্ষকের বদলি

ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের তিরুভাল্লুর যেলার একটি সরকারী স্কুলের শিক্ষক ২৮ বছর বয়সী জি ভগবানের সম্প্রতি বদলির আদেশ আসে। কিন্তু প্রাণপ্রিয় শিক্ষককে কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না ঐ স্কুলের শিক্ষার্থীরা। তারা ঐ শিক্ষককে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করে। আবেগ সংবরণ করতে পারেননি ঐ শিক্ষকও। শিক্ষার্থীদের জড়িয়ে ধরে নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়েন। এ দৃশ্যটি তামিলনাড়ুর খবরের চ্যানেলে প্রচারিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ বদলির আদেশ সাময়িকভাবে স্থগিত করে।

শিক্ষার্থী-অভিভাবক সবার একই বক্তব্য, ক্লাসের ভেতরে-বাইরে শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে জি ভগবানের সীমাহীন অবদান রয়েছে।

২০১৪ সালে স্কুলটিতে যোগ দেন তিনি। কিন্তু স্কুলটিতে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক সংখ্যা বেশী হওয়াতে তাকে অন্য স্কুলে বদলি করার আদেশ আসে।

শিক্ষার্থীদের এমন ভালোবাসা সম্পর্কে ভগবান বলেন, 'আমি পড়াশোনার বাইরেও ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করেছি। আমি ওদের গল্প বলতাম, ওদের পারিবারিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করতাম, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওদের সঙ্গে আলোচনা করতাম। এভাবেই আমি ওদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি।

শিক্ষার্থীদের এমন আবেগ দেখে ভগবানের বদলির আদেশ স্থগিত করতে শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করেন স্কুলের অধ্যক্ষ এ অরবিন্দ। তিনি বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের অন্যতম সেরা শিক্ষক ভগবান। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেন এবং বিভিন্ন স্পেশাল ক্লাসের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় আগ্রহী করে তোলেন।

[এরাই হ'ল আদর্শ শিক্ষকের নমুনা। অন্যদের মধ্যে এ আদর্শ ছড়িয়ে পড়ুক, এটাই কামনা রইল (স.স.)]

ভারতে এবার সর্বোচ্চ সংখ্যক হজ্জযাত্রী

হজ্জ যাত্রায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত ভর্তুকি প্রত্যাহার করার পরেও দেশের ইতিহাসে এবছর সর্বোচ্চ সংখ্যক মুসলিম হজ্জে যাচ্ছেন। বিগত সব রেকর্ড ভেঙে এবার পবিত্র হজ্জ পালনে যাচ্ছেন ১ লাখ ৭৫ হাযার ২৫ জন ভারতীয় নাগরিক। কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী মুখতার আব্বাস নকভী এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, হজ্জের জন্য এবছর মোট ৩ লাখ ৫৫ হাযার ৬০৪টি আবেদন জমা হয়। পুরুষ আবেদনকারী ছিলেন ১ লাখ ৮৯ হাযার ২১৭ জন আর নারী আবেদনকারী ছিলেন ১ লাখ ৬৬ হাযার ৩৮৭ জন। হজ্জ কমিটি থেকে হজ্জ যাত্রার অনুমোদন পেয়েছেন ১ লাখ ৭৫ হাযার ২৫ জন। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম এত অধিক সংখ্যায় মানুষ হজ্জ করতে যাচ্ছেন বলে দাবী নকভীর। তাছাড়াও এবার হজ্জ যাত্রায় রেকর্ড করছেন মুসলিম নারীরাও।

[এটি মোদী সরকারের মুসলিম নির্যাতনের ফল। মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না দেওয়ার প্রতি এটি সতর্ক সংকেত বৈ কি? (স.স.)]

মুসলিম জাহান

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ফুয়াদ সেযগীনের মৃত্যু

প্রখ্যাত তুর্কী ইতিহাসবিদ ড. ফুয়াদ সেযগীন (১৯২৪-২০১৮খ্রি.) গত ৩০শে জুন মৃত্যুবরণ করেছেন। আরবী ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী এই কিংবদন্তী অধ্যাপক ৯৫ বছর বয়সে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলের একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ইস্তাম্বুলের আল-ফাতেহ মসজিদে অনুষ্ঠিত তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেসিপ তাইয়েপ এরদোগান, প্রধানমন্ত্রী বিন আলী ইয়ালদারাম, সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমাদ দাউদ উগলুসহ তুরস্কের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ এবং লাখো সাধারণ মানুষ। তুর্কী প্রেসিডেন্ট এ সময় তাঁর সম্মানে ২০১৯ সালকে 'ফুয়াদ সেযগীন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হ'ল ১৮ খণ্ডে রচিত তাঁর 'তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী' গ্রন্থটি। এটি মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস সংরক্ষণে এমন এক অমূল্য অবদান যে, বিশ্বের প্রত্যেক ইসলাম গবেষকের জন্য এটি একটি অপরিহার্য আকর গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। এই অবদানের জন্য ১৯৭৮ সালে তিনি কিং ফয়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৪৭ সনে তিনি গ্রন্থটির রচনাকর্ম শুরু করেন এবং ১৯৬৭ সালে প্রথম খণ্ডটি জার্মান ভাষায় প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে এটি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই গ্রন্থের ১৮শ খণ্ড রচনায় লিপ্ত ছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে ধর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে মুসলিম লেখকদের লিখিত দুষ্প্রাপ্য ও অমূল্য পাণ্ডুলিপিসমূহ উদ্ধার করে তার পরিচয় ও প্রাপ্তিস্থান বিষদভাবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালে তিনি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একই সালে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ১৯৬০ সালে তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান হ'লে তিনি জার্মানীতে গমন করেন। অতঃপর ১৯৬৫ সালে তিনি জার্মানীর ফ্রাংকফুর্টস্থ গ্যেটে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২য় বার পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। একই সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রফেসর' হিসাবে যোগদান করেন। অবসরের পর তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়েই প্রফেসর এমিরিটাস হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮২ সালে তিনি ফ্রাংকফুর্টে The Institute of the History of the Arab Islamic Sciences প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি বিশ্বে আরব ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও নমুনাসমূহের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালা। এই ইনিস্টিউটের মধ্যে তিনি একটি ব্যতিক্রমধর্মী জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগের প্রায় ৮০০ যন্ত্রপাতি, মানচিত্র প্রভৃতির রেপ্লিকা উপস্থাপন করা হয়। ২০০৮ সালে তৎকালীন তুর্কী প্রধানমন্ত্রী রেসিপ তাইয়েপ এরদোগানের অনুরোধে ইস্তাম্বুলেও তিনি একই ধরনের একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। কর্মময় জীবনে তিনি দৈনিক ১৭ ঘন্টা গবেষণাকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। বার্ধক্যের প্রান্তে এসেও তিনি ইস্তাম্বুলের লাইব্রেরীসমূহে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির সন্ধানে ব্যস্ত থাকতেন। কেননা তিনি ইসলামী জ্ঞান ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য তুরস্কে একটি নতুন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর একটি দুঃখ ছিল যে, জার্মানী থেকে তুরস্কে ফিরে আসার সময় তাঁর বহু ভাষার প্রাচীন দলীলপত্র ও পাণ্ডুলিপি সমৃদ্ধ ব্যক্তিগত লাইব্রেরীটি জার্মান সরকারের হস্তাগত হয়ে যায়। কেননা তিনি জার্মানীর ন্যাশনাল আর্কাইভস্-এর নামে লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফলে তিনি তুরস্কে ফিরে এসে পূর্বের আদলে একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। গবেষণাকর্মের প্রয়োজনে তিনি হিব্রু, ল্যাটিন, সুরিয়ানী সহ প্রায় ২৭টি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি হল, 'ইসলামী সভ্যতার মহান উত্তরাধিকার সম্পর্কে পশ্চিমাদের বুঝানোর চেয়ে স্বয়ং মুসলমানদের বুঝানোই অধিকতর কঠিন'। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস সংরক্ষণে তাঁর এই ব্যতিক্রমী প্রয়াস এবং কালোত্তীর্ণ গবেষণা নিঃসন্দেহে তাঁকে ইতিহাসের পাতায় অমরত্ব দান করবে।

মানবিক সহায়তা প্রদানে শীর্ষে তুরস্ক

২০১৭ সালে বিশ্বব্যাপী মানবিক সহায়তা প্রদানকারী দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে তুরস্ক। গত বছর দেশটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৮.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে। এমন তথ্য উঠে এসেছে লন্ডন-ভিত্তিক ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস-এর বৈশ্বিক মানবিক সহায়তা কর্মসূচি প্রকাশিত এক রিপোর্টে। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ২০১৭ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৬.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে। ২.৯৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছে জার্মানী। আর চতুর্থ স্থানে যুক্তরাজ্য (২.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছে (২.২৪) ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

গত ১৯শে জুন প্রকাশিত রিপোর্টের বিষয়ে এক লিখিত বিবৃতিতে তুর্কী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, কোন ধরনের বৈষম্য ছাড়াই দেয়া এই মানবিক সহায়তা তুরস্কের মানবিক কূটনীতির শক্তি বৈশ্বিকভাবে আবারও স্বীকৃত হ'ল।

রিপোর্টের বরাত দিয়ে মন্ত্রণালয় আরো জানায়, জাতীয় আয় এবং মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে ০.৮৫ অনুপাত ধরে রেখে তুরস্ক বিশ্বের 'সবচেয়ে দানশীল জাতি' হিসাবে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এর পরেই ০.১৭ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে নরওয়ে ও লুক্সেমবার্গ। বৈশ্বিক এই মানবিক সহায়তা কর্মসূচী ছাড়াও তুরস্ক নিজ দেশে ৩৬ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে যা একক দেশ হিসাবে বিশ্বে সবচেয়ে বেশী। এই অর্জনকে মানবিক কূটনীতিতে বড় ধরনের অর্জন হিসাবে দেখছে তুরস্ক।

[এটাকে কুটনীতি না বলে লিল্লাহ মানবিক সহায়তা কর্মসূচী বলা উচিত হবে। আর এখানেই হবে মুসলিম ও অমুসলিমদের মানবিক কার্যক্রমের পার্থক্য। আমরা তুরস্ক সরকারকে অভিনন্দন জানাই (স.স.)]

মাত্র পঁচিশ বছরে মন্ত্রীত্ব লাভ করলেন ছাদিক সাঈদ

মাত্র ২৫ বছরের মালয়েশীয় যুবক সাঈদ ছাদিক সাঈদ আব্দুর রহমান মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন। তিনি দেশটির ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সের মন্ত্রী। সম্প্রতি যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী পদে তিনি শপথ নিয়েছেন। তার রাজনীতির গুরু হচ্ছেন আধুনিক মালয়েশিয়ার রূপকার ও প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির মোহাম্মদ। অল্প বয়সে মন্ত্রী পদে নিয়োগ পাওয়ায় দেশটির সকল মহলেই প্রশংসিত হচ্ছেন তিনি। তবে তিনি এ পদের যোগ্য কি-না তা নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে। এর জবাবে তিনি বলেছেন, সমালোচনা কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে দেয়। তাই তাকে যে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেখানে তিনি কাজের মাধ্যমেই সমালোচনার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

[যোগ্যতা ও আনুগত্য মানুষকে উঁচু করে। অসততা ও অবাধ্যতা মানুষকে নীচু করে (স.স.)]

রোহিঙ্গাদেরকে নিজেদের ভাই-বোনের মতোই মনে করে আচেহবাসীরা

মিয়ানমারের রাখাইনে এখনও চলছে নির্যাতন এবং এখনও সেখান থেকে পালাচ্ছে মানুষ। এমনই ৭৯ জন রোহিঙ্গা সম্প্রতি নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে একটি নৌকায় করে গন্তব্যহীন পথে যাত্রা শুরু করে। একপর্যায়ে তারা থাইল্যান্ডে পৌঁছলে সেখানকার নৌবাহিনী তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। পরে তারা সিদ্ধান্ত নেয় মালয়েশিয়া যাওয়ার। কিন্তু তার আগেই তারা পৌঁছে যায় ইন্দোনেশিয়ার শরী'আ শাসিত অঞ্চল আচেহপ্রদেশে এবং সেখানেই খুঁজে পায় তাদের কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা।

এখানে রোহিঙ্গাদেরকে নিজেদের ভাই-বোনের মতোই মনে করা হয়। রোহিঙ্গারা যখন এই এলাকায় নামে, তখন তাদের বুক দুরুদুরু করছিল। তারা জানত না, তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে। কিন্তু নামার পরে যখন স্থানীয়দের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়, তখন তাদের সব ভয় দূর হয়ে যায়। স্থানীয়দের আচরণে তারা মুগ্ধ হয়। এখানে তারা খাবার, ওষুধ, আশ্রয় সবকিছুই পায়। আপাতত তাদের থাকতে দেয়া হয় একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে। অচিরেই তাদের শহরে আরেকটু ভালো ও স্থায়ী ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে। সরেযমীনে দেখা গেছে, রামাযানের সেদিন ইফতারের জন্য রান্না করা হচ্ছিল ভাত, মাছ, নুডুলস, নারিকেলের দুধে গরুর গোশতের তরকারি, বেগুন ভাজা ইত্যাদি। এগুলো সবই এসেছে অনুদান থেকে। মাগরিবের আযান হ'তেই পুরুষরা একদিকে এবং নারী ও শিশুরা আরেক দিকে ইফতারী করতে শুরু করে। ইফতার শেষে পুরুষরা সবাই মসজিদে একসঙ্গে ছালাত আদায় করতে ছুটে যায়। সেখানে কয়েকটি ভবনে পুরুষ ও নারীদের পৃথক ডরমেটরি রয়েছে। রয়েছে একটি মসজিদও। রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে সেখানে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ ক্লিনিক। সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের দায়িত্ব পালনে বেশ তৎপর। কারণ তারা মনে করে, রোহিঙ্গারা আমাদের ভাই। আমরা যা করছি তা আমাদের দায়িত্ব। ইউএনএইচসিআরের পক্ষ থেকে ক্যাম্পটি পরিদর্শনের সময় রোহিঙ্গারা তাদের নিকটে অনুভূতি প্রকাশ করে। এসময় কৃতজ্ঞতায় তারা কেঁদে ফেলে। তাদের ভাষায় আচেহবাসী খুবই ধার্মিক, অমায়িক ও সহমর্মী।

[আমরা আচেহবাসীদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই এবং অন্যান্য দেশগুলিকে তাদের অনুকরণের আহ্বান জানাই (স.স.)]

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

স্পর্শ বা দৃষ্টিপাত ছাড়াই চলবে স্মার্টফোন

বর্তমানে টাচস্ক্রিন মোবাইল ব্যবহার যেন প্রাকৃতিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তবে চোখ ও হাত ফ্রি না থাকলে স্মার্টফোন ব্যবহার সম্ভব হয় না। কিন্তু এখন চাইলেই বিভিন্ন কাজ করার পাশাপাশি খুব সহজ এবং নিরাপদেই মোবাইল নিয়ন্ত্রণ করা যাবে হাতের স্পর্শ এবং মোবাইলের দিকে না তাকিয়েই। বিক্সি নিয়ে এসেছে এমনই এক টাচ-ফ্রি স্মার্ট কন্ট্রোলার। যা হাতের স্পর্শের মাধ্যমে স্মার্টফোন চালানোর ঝামেলা থেকে মুক্তি দিবে। এটা ইন-এয়ার ও বিক্সি সেন্সরের মাধ্যমে চলে। শুধু টাচ-ফ্রি স্মার্ট কন্ট্রোলারে সামনে হাত ঘোরালেই এটা কাজ করবে। এটার মাধ্যমে মিউজিক, লক, ফোন কল, লাইট, গোপ্রোর মত বিভিন্ন কাজ করা যাবে। গাড়ি চালানোর সময় বার্তা আদান প্রদান, কল রিসিভ, টার্ন পেজ, নেভিগেশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম করা যায়। রান্না বা পড়ার সময় লাইট এডজাস্টিং, নতুন পাতা খোলাসহ আরো কাজ করা যায়। বিক্সি টাচ-ফ্রি স্মার্ট কন্ট্রোলারটি কিনতে গেলে ৯৯ ডলার খরচ করতে হবে।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারী

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারী তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারী দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারীটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারীগুলোর চেয়ে ১০ গুণ বেশী শক্তিশালী।

ব্যাটারী গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারীটি তৈরি করা হয়েছে। তাদের মতে, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। কোন ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে।

এবার হেলমেটে পোর্টেবল এয়ার কুলার!

এবার হেলমেটে পোর্টেবল এয়ার কুলার সংযোজন করা হয়েছে ভারতের ব্যাঙ্গালুরুতে। মূলত বাইক আরোহীদের কথা ভেবেই এই বিশেষ এয়ার কুলারটি বানানো হয়েছে। গরমে রাস্তায় বাইক নিয়ে বেরিয়ে মাথায় পরে নিন কুলার লাগানো এই হেলমেট আর অন করে দিন কুলারের সুইচ। বাইরে তাপ যতই থাকুক, মাথা থাকবে ঠাণ্ডা!

ওয়াটার বেসড এই কুলারটি তৈরি করেছেন সুন্দরারাজন কৃষ্ণাণ। সুন্দরারাজনের দাবী, বাইরের তাপমাত্রার থেকে অন্তত ৬-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমাতে পারবে তার কুলার। ডাস্ট-ফ্রি এবং ডি-ফগিং ফিচার প্রযুক্তিতে তৈরি এই কুলারটি একবার পুরো চার্জ দিলে ১০ ঘণ্টা টানা ব্যবহার করা যাবে। এটিতে যে রিপ্লেসেবল ফিল্টার রয়েছে সেটি সাধারণ পানিতেই পরিষ্কার করে নেয়া যাবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল সমূহের বাকী অংশের রিপোর্ট নিম্নরূপ :

৩৬. উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী ১লা জুন ১৫ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর উত্তর নওদাপাড়াস্থ নতুন আহলেহাদীছ মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক শামসুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন অত্র মসজিদের ইমাম আবু সাইফ।

৩৭. আরামনগর, জয়পুরহাট ১লা জুন ১৫ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ এবং বাদ আছর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুখতারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুনঈম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল হক্ব, সাধারণ সম্পাদক মুশতাক আহমাদ সারোয়ার, অর্থ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান, যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ফিরোয হোসাইন ও অত্র মসজিদের খত্বীব মাওলানা ইসমাঈল হোসাইন প্রমুখ।

৩৮. মণিপুর, গাযীপুর ১লা জুন ১৫ই রামাযান শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন মণিপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাতেম বিন পারভেজ ও ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলী।

৩৯. মেকিয়ারকান্দা বাযার, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ২রা জুন ১৬ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাসঊদুর রহমান।

৪০. কক্সবাজার ২রা জুন ১৬ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের বাজারঘাটায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুদাঊদের বাড়ীর হল রুমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. আবু তাহের ও 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জামীলুর রহমান।

৪১. ডাক বাংলা, ঝিনাইদহ ২রা জুন ১৬ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন।

৪২. সোহাগদল, নেছারাবাদ, পিরোজপুর ২রা জুন ১৬ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নেছারাবাদ থানাধীন সোহাগল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও বাদ আছর ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহবূবুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তাওহীদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাহবূবুল হাসান মুরাদ।

৪৩. ফরিদপুর ২রা জুন ১৬ই রামাযান শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয় মিলনায়তনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি দেলোওয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক তরীকুয্যামান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আবুল বাশার আব্দুল্লাহ।

৪৪. উলানিয়া বাজার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল ৩রা জুন ১৭ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল খালেক সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

৪৫. বিসিক মোড়, সপুরা, রাজশাহী ৩রা জুন ১৭ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ আছর মহানগরীর শাহ মখদুম থানাধীন বিসিক মোড় বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদের শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও সেক্রেটারী জনাব সুলতান আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'নাবিল গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রিজ'-এর ডিডি জনাব মামূনুর রশীদ, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা এডভোকেট জারজিস আহমাদ ও নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল মতীন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী সদর পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক যিয়াউল হক।

৪৬. আন্দারিয়াপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ ৩রা জুন ১৭ই রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ আছর ফুলবাড়িয়া থানাধীন আন্দারিয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আব্দুল ক্বাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম ও অর্থ সম্পাদক আব্দুল আযীয।

৪৭. উত্তর বাপ্তা, পাইলট, ভোলা ৪ঠা জুন ১৮ই রামাযান সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন উত্তর বাপ্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ভোলা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কামরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম।

৪৮. কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ ৫ই জুন ১৯ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নারায়ণগঞ্জ যেলার উদ্যোগে কাঞ্চন বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন।

৪৯. বরগুনা ৫ই জুন ১৯ই রামাযান মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শহরের ডি কে পি হাইস্কুল সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরগুনা যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যাকির হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

৫০. চরমোহনপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৬ই জুন ২০শে রামাযান বুধবার : অদ্য সকাল ১১-টা হ'তে যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন চরমোহনপুর আহলেহাদীছ মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ এবং বাদ আছর আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আরীফুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ছালেহ সুলতান প্রমুখ।

৫১. শোলকবাজার, উযীরপুর, বরিশাল ৬ই জুন ২০শে রামাযান বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার উযীরপুর থানাধীন শোলক বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইবরাহীম কাউছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর তাবলীগ সম্পাদক আমীনুল ইসলাম প্রমুখ।

৫২. চুয়াডাঙ্গা ৬ই জুন ২০শে রামাযান রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ৬২নং আড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চুয়াডাঙ্গা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসাইন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সানোয়ার হোসাইন।

৫৩. রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৭ই জুন ২১শে রামাযান বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর হ'তে যেলার গোমস্তাপুর উপযেলাধীন রহনপুর ডাক বাংলাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও আল-'আওনের প্রচার সম্পাদক আব্দুল বাছীর। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আনোয়ার হোসাইন।

দায়িত্বশীল বৈঠক

উত্তর পতেঙ্গা. চট্টগ্রাম ২৯শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে মহানগরীর উত্তর পতেঙ্গাস্থ বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে এক দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয শেখ সা'দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

তাবলীগী সভা

নন্দনপুর চিকাবাড়ী বাজার, বাগমারা, রাজশাহী ১৯শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বাগমারা উপযেলাধীন নন্দনপুর চিকাবাড়ী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগমারা উপযেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আইয়ূব আলী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক এস.এম. সিরাজুল ইসলাম মাষ্টার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমূদ ও শ্রীপুর রামনগর কারিগরী কলেজের শিক্ষক যহূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন বাগরামা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম।

কেশরহাট. মোহনপুর, রাজশাহী ১০ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে কেশরহাট বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক মাসিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

বার তাকবীরে ঈদের ছালাত

চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ১৬ই জুন শনিবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার ঈশ্বরদী থানাধীন চরমিরকামারী মসজিদুত তাক্বওয়া সংলগ্ন ময়দানে প্রথমবারের মত ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ১২ তাকবীরে ঈদুল ফিতরের ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। ছালাতে তিন শতাধিক পুরুষ-মহিলা মুছল্লী উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা সংস্থা

গাংণী, মেহেরপুর, ৬ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গাংণী থানাধীন চৌগাছাস্থ আনজুমানআরা সুলতানার নিজ বাসভবনে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'মহিলা সংস্থা'-এর সভানেত্রী আনজুমানআরা সুলতানার সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে পর্দার আড়াল থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলারা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'-এর মেহেরপুর যেলা কমিটি ও গাংণী উপযেলা কমিটি গঠন করা হয়।

মর্মান্তিক

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার প্রাথমিক সদস্য নিবেদিতপ্রাণ কর্মী সুলতান আহমাদ (৪২) গত ২৭শে জুন বুধবার সকাল সাড়ে ১০-টায় যেলার শাহজাহানপুর থানাধীন বেতগাড়ী নামক স্থানে নিজের অটোতে যাত্রী নিয়ে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের আঘাতে ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী ও ২ মেয়ে রেখে যান। ঐদিন বিকাল সাড়ে ৫-টায় শহরের সদর থানাধীন ইসলামপুর তেলিপুকুর মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ইমামতি করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম। পরদিন গাবতলী থানার বাহাদুরপুরে সকাল ১০-টায় তার দ্বিতীয় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, অটো চালক হলেও জনাব সুলতান আহমাদের বেশ দাওয়াতী জাযবা ছিল। তার দাওয়াতে শহরে তার আবাসস্থল তিন মাথা রেল গেইট সংলগ্ন প্রায় ১৫ জন ভাই ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করে আহলেহাদীছ হয়ে যান।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪০১) : আমি নও মুসলিম। ছুটির সময় অমুসলিম পিতা-মাতার সাথে মিলিত হ'লে তাদের রান্নাকৃত খাবার খাওয়া যাবে কি?

-ইউসুফ হাসান আবীর
পলাশপোল, সাতক্ষীরা।

উত্তর : অমুসলিম আত্মীয়ের রান্না করা খাদ্য খাওয়া জায়েয। রাসূল (ছাঃ) জনৈক ইহুদীর রান্নাকৃত গোশত খেয়েছিলেন *(বুখারী হা/২৬১৭; মুসলিম হা/২১৯০)*। রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের দাওয়াত খেয়েছেন এবং তাদের উপহার গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-১৮, 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। তাছাড়া জনৈক ইহুদী রাসূল (ছাঃ)-কে যবের রুটি ও পুরাতন চর্বি দ্বারা আপ্যায়ন করলে তিনি তা গ্রহণ করেন *(আহমাদ হা/১৩২২৪; ইবনু হিব্বান হা/৫২৯৩)*। তবে তাদের যবেহকৃত কোন পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

প্রশ্ন (২/৪০২) : অনেক সময় লাশ সামনে রেখে এলাকার আলেম ও রাজনৈতিক নেতাগণ পর্যায়ক্রমে মাইয়েতের প্রশংসায় দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য প্রদান করেন। এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-আতাউর রহমান, বাউপাড়া, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এরূপ করা সুন্নাত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এ ব্যাপারে কোন আমল পাওয়া যায় না। তবে যিনি ইমামতি করবেন, তিনি উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ঈমান বর্ধক সংক্ষিপ্ত কিছু নছীহত করতে পারেন। যাতে উপস্থিতগণ মৃত্যুর কথা স্মরণ করেন এবং এজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন *(বুখারী হা/৪৯৪৯; ইবনু মাজাহ হা/৪১৯৫; আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৬৩০)*। এছাড়া মাইয়েতের ঋণের বিষয়ে বলা যেতে পারে, যেহেতু তা গুরুত্বপূর্ণ শারঈ বিষয়।

প্রশ্ন (৩/৪০৩) : জুম'আ ও ঈদের খুৎবায় লাঠি ব্যবহার করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যেকোন খুৎবায় বা বক্তব্যের সময় হাতে লাঠি নিয়ে বক্তব্য দেওয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত। হাকাম ইবনে হুযন আল-কুলফী বলেন, 'আমি সপ্তম অথবা অষ্টম দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করুন। ... আমরা সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। অবশেষে আমরা একদিন তাঁর সাথে জুম'আর ছালাতে যোগ দিলাম। তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবায় দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ্র প্রশংসা করে বললেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আমি যা আদেশ করছি তোমরা তা পুরোপুরি আদায় করতে সক্ষম নও। কাজেই মধ্যম পথ অবলম্বন কর এবং মানুষকে সুসংবাদ দাও' *(আবুদাঊদ, হা/১০৯৬, সনদ হাসান; ইরওয়া ৩/৭৮ পৃঃ, হা/৬১৬)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা প্রদান করতেন' *(মুসনাদে আব্দুর রাযযাক হা/৫২৪৬; ইরওয়াউল গালীল ৩/৭৮ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*।

কোন কোন বিদ্বান মিম্বর তৈরীর পর রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নেননি বলে মত প্রকাশ করেছেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/৪১১ পৃঃ)*। কিন্তু এ মতের পক্ষে কোন দলীল নেই। বরং ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের মিম্বরে বসে তামীম আদ-দারীর প্রত্যক্ষকৃত দাজ্জালের হাদীছটি বর্ণনার সময় স্বীয় লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে বললেন, ত্বাইয়েবা অর্থাৎ মদীনা শহর... *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২)*। এটি ছিল নবম হিজরীর ঘটনা। সুতরাং এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, মিম্বরে বসা অবস্থাতেও তার হাতে লাঠি ছিল। এছাড়া ছাহাবীগণের মধ্যেও মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হিশাম বিন উরওয়া বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-কে খুৎবা দিতে দেখেছি। এমতাবস্থায় তাঁর হাতে লাঠি ছিল' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৬৫৯)*।

উল্লেখ্য যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ থাকার কারণে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন' বলে সমাজে প্রচলিত কথাটির স্বপক্ষেও কোন দলীল নেই। সুতরাং জুম'আ এবং অন্যান্য যেকোন খুৎবা বা বক্তব্য প্রদানের সময় হাতে লাঠি রাখা সুন্নাত, যা পরবর্তী যুগেও অনুসৃত হয়েছে। ইবনু শিহাব যুহরী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন মিম্বরের উপর বক্তব্যের জন্য দাঁড়াতেন, তখন লাঠির ওপর ভর দিতেন। অতঃপর আবূ বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)ও একইভাবে লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন *(মারাসীলু আবী দাঊদ, হা/৫৫)*।

প্রশ্ন (৪/৪০৪) : জনৈক বক্তা বলেন, তিরমিযীর একটি হাদীছে এসেছে, যে দেশে আলেমদের নির্যাতন করা হয় সে দেশে স্ট্রোক ও ডায়াবেটিস বেড়ে যায়। মাটি খরায় ফেটে যায়। মানুষের যৌন ক্ষমতা কমে যায়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-বযলুল করীম, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : সুনান তিরমিযীতে বা অন্য কোন হাদীছগ্রন্থে উক্ত মর্মের কোন হাদীছ পাওয়া যায়নি।

প্রশ্ন (৫/৪০৫) : ওযূ করার সময় জুতার উপর মাসাহ করা যাবে কি?

-সাবিনা খাতুন, গোভীপুর, মেহেরপুর।

উত্তর : যদি ওযূ অবস্থায় মোযাসহ জুতা পরিধান করে থাকে, তবে জুতার উপর মাসাহ করা জায়েয, যদি মোযা গোড়ালী

পর্যন্ত ঢাকা থাকে *(তিরমিযী হা/৯৯; ইবনু বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/১১১, ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৬৩)*। তবে মোজাবিহীন কেবল জুতা পরে থাকলে শর্ত হ'ল জুতাটি গোড়ালী পর্যন্ত ঢাকা থাকতে হবে। অন্যথায় তাতে মাসাহ করা জায়েয নয়। কেননা ওযূতে গোড়ালী ধৌত করা ফরয *(মায়েদাহ ৫/৬)*। আর এক্ষেত্রে কেউ যদি জুতা খুলে তবে পরবর্তীতে পুনরায় ওযূ করার সময় তাকে জুতা খুলে নিয়ম অনুযায়ী পা ধৌত করে ওযূ করতে হবে।

প্রশ্ন (৬/৪০৬) : স্ত্রী সন্তান গ্রহণে অনিচ্ছুক। এক্ষণে স্বামী তাকে বাধ্য করতে পারবে কি?

-ফয়ছাল আমীন, আকবর শাহ, চট্টগ্রাম।

উত্তর : স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত ক্ষতির কারণ না থাকলে স্বামী তার স্ত্রীকে সন্তান নিতে বাধ্য করতে পারবেন। কেননা সন্তান ধারণ ও বংশবৃদ্ধি বিবাহের প্রধানতম উদ্দেশ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বেশী বেশী সন্তান দায়িনী মহিলাকে বিবাহ কর' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩০৯১; ছহীহাহ হা/২৩৮৩)*।

প্রশ্ন (৭/৪০৭) : জনতা ব্যাংকের জনৈক ম্যানেজারের দানের অর্থে মসজিদের মেঝে পাকা করা হয়েছে। অথচ ব্যাংকারদের উপার্জন হালাল নয়। এক্ষণে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আলী হোসাইন আমানুল্লাহ, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এরূপ মসজিদে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই। কেননা একজনের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(নাজম ৩৮)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) কাফিরদের হাদিয়া গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/২৬১৫-২৬১৮)*।

প্রশ্ন (৮/৪০৮) : জামা-কাপড়ে গরু-ছাগলের পেশাব লেগে গেলে উক্ত পোষাকে ছালাত হবে কি?

-মুঈনুদ্দীন, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : ছালাত হয়ে যাবে। কারণ যে সকল প্রাণীর গোশত হালাল, সেগুলির পেশাব অপবিত্র নয় *(মুগনী ২/৬৫-৬৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৩৭৮)*। রাসূল (ছাঃ) একদল লোককে উটের পেশাব দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৫৭৮১)*। অথচ তিনি হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ হারাম করেছেন। তাছাড়া তিনি ছাগলের খামারে ছালাত আদায়ের অনুমতি দিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/৩৬০; মিশকাত হা/৩০৫)*। তবে যদি অপরিচ্ছন্নতা ও দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে এবং তা অপর মুছল্লীদের জন্য কষ্টদায়ক হয়, তবে উক্ত পোষাক ত্যাগ করে ভিন্ন পোষাক পরিধান করা উচিত। আল্লাহ বলেন, তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*।

প্রশ্ন (৯/৪০৯) : মাযহাবী ভাইয়েরা ইফতারের সময় তিন/চার মিনিট বিলম্ব করেন। এর কারণ কী?

-রাসেল হোসাইন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : সূর্য ডোবার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরও বাড়তি সতর্কতার দোহাই দিয়ে তারা এটা করেন। যা সুন্নাত পরিপন্থী। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে *(বুখারী হা/১৯৫৪; মুসলিম হা/১১০০; মিশকাত হা/১৯৮৫)*। শুধু তাই নয়, দেরী করে ইফতার করাকে নিন্দা করে তিনি বলেন, ইহূদী-নাছারারা ইফতার পিছিয়ে দেয়' (আবুদাঊদ হা/২২৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫)। তিনি বলেন, 'লোকেরা অতদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৭)*। অতএব সতর্কতার নামে দেরী করে ইফতার করার নীতি বর্জনীয়।

প্রশ্ন (১০/৪১০) : ঈদায়েন সহ অন্যান্য সময়ে মসজিদের মাইকে ইসলামী গযল গাওয়া শরীআতসম্মত হবে কি?

-আল-আমীন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : মসজিদের মাইক আযান ব্যতীত অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা উচিৎ নয়। তবে মসজিদে উপস্থিত শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে ইসলামী কবিতা পাঠ ও শ্রবণে কোন বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সভাকবি হাসসান বিন ছাবেত (রাঃ) মসজিদে নববীতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে কবিতা বলতেন। তখন তিনি তার জন্য দো'আ করে বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে পবিত্র আত্মা (জিব্রীল) দ্বারা শক্তিশালী কর' *(মুসলিম হা/২৪৮৫)*।

প্রশ্ন (১১/৪১১) : মসজিদে ইফতার দাতাদের তালিকা করার ক্ষেত্রে ২৭শে রামাযান ইফতার দেওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। উক্ত দিনে ইফতার খাওয়ানোর বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?

-আব্দুল বারী, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : ২৭শে রামাযান ইফতার করানোর বিশেষ কোন ফযীলত নেই। বরং সাধারণভাবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি কোন ছায়েমকে ইফতার করায় তবে তার জন্য অনুরূপ (ছিয়ামের) ছওয়াব হবে। কিন্তু এতে ছিয়াম পালনকারীর ছওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না' *(তিরমিযী হা/৮০৭; ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; মিশকাত হা/৮০৪)*।

উল্লেখ্য যে, ইফতার দাতাদের তালিকা করে মসজিদে ইফতার করানোর রেওয়াজটি পরিত্যাগ করা উচিত। কেননা এতে ইবাদতের পরিবর্তে লৌকিকতা প্রাধান্য পায়। এর পরিবর্তে যদি সমাজ থেকে প্রদত্ত ইফতার সমূহ কিংবা নগদ অর্থ একত্রিত করে তা দিয়ে মসজিদে ইফতারের ব্যবস্থা করা হয়, সেটিই উত্তম ও তাক্বওয়াপূর্ণ হবে।

প্রশ্ন (১২/৪১২) : আমি জেদ্দা শহরে থাকি। আমার বাসা থেকে ওমরাহর নিয়তে ইহরাম বাধা যাবে কি?

-আনোয়ারুল ইসলাম
জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তর : জেদ্দাবাসীরা নিজ বাসস্থান থেকেই ইহরাম বাঁধতে পারবে। কেননা জেদ্দা শহর ইয়ালামলাম মীক্বাতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মীক্বাতের অভ্যন্তরভাগের অধিবাসীরা সেখান থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে। আর মক্কাবাসীরা মক্কা থেকেই ইহ্‌রাম বাঁধবে' *(বুখারী হা/১৫২৪; মিশকাত হা/২৫১৬)*।

প্রশ্ন (১৩/৪১৩) : জনৈক মুফতী একটি সমাবেশে কবরের আযাবের রেকর্ডকৃত ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়েছেন। এক্ষণে কবরের আযাব শ্রবণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব কী?

-সাইফুল ইসলাম, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : জিন ও ইনসানকে কবরের আযাব শ্রবণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। কেননা আল্লাহ বলেন, আর তাদের সামনে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*। রাসূল (ছাঃ) পাপী কবরবাসীর কথা উল্লেখ করে বলেন, অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে ভীষণ জোরে পিটানো শুরু হবে। তাতে সে এমন চীৎকার করতে থাকবে যে, জিন ও ইনসান ব্যতীত আশপাশের সবাই তা শুনতে পাবে' *(বুখারী হা/১৩৭৪; মুসলিম হা/২৮৭০; মিশকাত হা/১২৬)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমাদের যদি ভয়ে কবর দেয়া পরিত্যাগ করার আশংকা না থাকত, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করতাম যেন তোমাদেরকে কবরের আযাব শুনানো হয়, যা আমি শুনতে পাচ্ছি' *(মুসলিম হা/২৮৬৮; মিশকাত হা/১২৯)*। রাসূলকে আল্লাহ শুনিয়েছেন বলেই তিনি শুনতে পেয়েছেন। নইলে মানুষ হিসাবে তাঁর পক্ষেও এগুলি শোনা সম্ভব ছিল না *(কাহফ ১৮/১১০)*। এতদ্ব্যতীত কবরের বিষয়গুলি অদৃশ্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যদি তা শ্রবণযোগ্যই হ'ত, তবে তা অদৃশ্য জ্ঞান হিসাবে গণ্য হ'ত না। অতএব উক্ত বক্তা কর্তৃক কবরের আযাবের চিৎকার ধ্বনি শোনানো স্রেফ কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র; যার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (১৪/৪১৪) : পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম। এক্ষণে তারা স্বর্ণকার হিসাবে স্বর্ণের বেচা-কেনায় জড়িত থাকতে পারবে কি?

-আলী আদনান, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি হ'ল, ইবাহাত বা বৈধতা, যতক্ষণ না শরী'আত কর্তৃক তা হারাম করা হয়। স্বর্ণ মৌলিকভাবে হালাল, অতএব তার ব্যবসা করাও হালাল। আর স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার পুরুষদের জন্য হারাম হ'লেও মহিলাদের জন্য তা হালাল। রাসূল (ছাঃ) স্বর্ণ ব্যবসার মূলনীতি বর্ণনা করে বলেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম... সমান সমান, হাতে হাতে; অতঃপর যে ব্যক্তি বেশী দিবে বা বেশী চাইবে, সে ব্যক্তি সূদী কারবার করবে। গ্রহীতা ও দাতা উভয়ে সমান' *(মুসলিম হা/১৫৮৪; মিশকাত হা/২৮০৯)*। তবে যদি বিক্রয় দ্রব্য পরস্পরে বিপরীত হয়, তাহ'লে তোমরা যেভাবে খুশী লেনদেন করতে পার, যখন তা হাতে হাতে নগদে হয়' *(মুসলিম হা/১৫৮৭; মিশকাত হা/২৮০৮)*।

প্রশ্ন (১৫/৪১৫) : ইমাম ও মুছল্লী একই কাতারে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কী? যদি হয় তবে ইমাম সামনে যাবে, না মুক্তাদী পিছনে যাবে?

-এম.এম. বিল্লাহ, রাজশাহী।

উত্তর : ক্ষতি হবে না। তবে এক্ষেত্রে নিয়ম হ'ল দু'জন মুছল্লী হ'লে ইমাম বামে ও মুক্তাদী ডাইনে দাঁড়াবে *(বুখারী হা/৬৯৭, ৬৯৯; মুসলিম হা/৭৬৩; মিশকাত হা/১১০৬)*। আর দু'জনের জামা'আত চলাকালে তৃতীয়জন হাযির হ'লে মুক্তাদীকে পিছনে টেনে নিবে এবং পিছনে জায়গা না থাকলে ইমামকে সামনে ঠেলে দিবে। আর কোন পার্শ্বেই জায়গা না থাকলে ইমামের কাতারে শামিল হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/২৯২)*। এমতাবস্থায় ইমামকে সামান্য এগিয়ে রেখে মুছল্লীদের কাতারবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কোন কোন বিদ্বান মত প্রকাশ করলেও এ সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম ও মুছল্লী সমান্তরালভাবেই দাঁড়াবে *(মুওয়াত্ত্বা মালিক হা/৩২)*। আর জায়গা প্রশস্ত থাকলে যথারীতি ইমাম সম্মুখে এবং মুক্তাদীগণ পিছনে কাতার করবে *(মুসলিম হা/৩০১০; নাসাঈ হা/১০২৯; আবুদাঊদ হা/৬১৩; মিশকাত হা/১১০৭)*।

প্রশ্ন (১৬/৪১৬) : সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত পাঠের কোন ফযীলত আছে কি?

-মাহদী হাসান, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সূরা কাহফের প্রথম বা শেষ দশ আয়াত পাঠের ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত বা শেষ দশ আয়াত পাঠ করবে তাকে দাজ্জালের ফিৎনা থেকে নিরাপদ রাখা হবে' *(মুসলিম হা/৮০৯; আহমাদ হা/২৭৫৫৬)*। সূরা কাহফ সম্পূর্ণ পাঠেও ফযীলত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাহফ তেলাওয়াত করল.., ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য তার স্থান থেকে মক্কা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে *(ছহীহুত তারগীব হা/১৪৭৩)*। জুমআ'র দিন সূরা কাহফ পাঠের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহফ পাঠ করবে, তার জন্য দুই জুম'আর মধ্যবর্তী সময়টুকু আলোকিত করে দেয়া হবে *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৪৭০)*।

প্রশ্ন (১৭/৪১৭) : মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করতে হলে তাহ্ইয়াতুল ওযূ ও তাহ্ইয়াতুল মসজিদ আদায় করতে হবে কি?

-ছফিউল্লাহ খান, কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করা হ'লে ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত তাহ্ইয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। এটি মসজিদের সাথে সম্পর্কিত সুন্নাত, ঈদের ছালাতের সাথে নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে না বসে *(বুখারী হা/৪৪৪; মুসলিম হা/৭১৪; মিশকাত হা/৭০৪)*। সুতরাং ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করলে তার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, যদিও তখন নিষিদ্ধ সময় হয় *(মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনু বায ১৩/১৫, শারহুল মুমতে' ৫/১৫৩)*। আর ঈদগাহে আদায় করলে তার পূর্বে ও পরে কোন ছালাত নেই *(বুখারী হা/৫৮৮৩; ইবনু মাজাহ হা/১২৯২)*।

প্রশ্ন (১৮/৪১৮) : আমি পাইলসের রোগী হওয়ায় পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত বের হয়। এতে আমার ছিয়াম ভেঙ্গে যাবে কি?

-ইমদাদুল ইসলাম, বি-বাড়িয়া।

উত্তর : ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ রক্ত বের হওয়া ছিয়াম ভঙ্গের কোন কারণ নয়। আর রাসূল (ছাঃ) ছিয়ামরত অবস্থায় তাঁর দেহে শিঙ্গা লাগিয়েছেন *(বুখারী হা/১৯৩৮; মিশকাত হা/২০০২)*।

প্রশ্ন (১৯/৪১৯) : আমি প্রকাশ না করার ব্যাপারে ওয়াদাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও একজনের গোপন পাপ তার পিতা-মাতার নিকটে প্রকাশ করে দিয়েছি। আমার লক্ষ্য ছিল তার অভিভাবককে বলে তাকে সংশোধন করা। এক্ষণে ওয়াদা ভঙ্গের জন্য আমি গোনাহগার হব কি? এজন্য তার নিকটে ক্ষমা না নিলে ক্ষমা হবে কি?

-মাহদী হাসান, মুগদা, ঢাকা।

উত্তর : এরূপ ওয়াদা ভঙ্গের কারণে গুনাহগার হবে না। আর এজন্য তার নিকট ক্ষমা চাইতেও হবে না *(ইমাম শাফেঈ, আল-উম্ম, ৮/৬৩১)*। কোন ব্যক্তিকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা বৈধ বা তার গোপন কথা এমন ব্যক্তিকে বলা যায়, যার মাধ্যমে সে সংশোধন হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করবে, সে যেন তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মানত করে যে, সে আল্লাহ্র নাফরমানী করবে, সে যেন তাঁর নাফরমানী না করে *(বুখারী হা/৬৭০০; মিশকাত হা/৩৪২৭)*। কয়েকটি ক্ষেত্রে সমালোচনা করা যায়, যেমন (১) অত্যাচারীর অত্যাচার প্রকাশ করার জন্য (২) সমাজ থেকে অন্যায় দূর করা এবং পাপীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য (৩) হাদীছের সনদ যাচাই ও ফৎওয়া জানার জন্য (৪) মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করা ও তাদের মঙ্গল কামনার ক্ষেত্রে (৫) পাপাচার ও বিদ'আতে লিপ্ত হ'লে তা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে (৬) কোন ব্যক্তির প্রসিদ্ধ নাম ধরে পরিচয় দেওয়া। যেমন : কানা, খোড়া ইত্যাদি। অবশ্য এরূপ নামে ডাকা তার মর্যাদাহানির উদ্দেশ্যে হওয়া যাবে না *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২৫৬ অনুচ্ছেদ, পৃ. ৫৭৫)*।

প্রশ্ন (২০/৪২০) : যৌথ পরিবার থেকে প্রবাসে যাওয়ার পর আমাকে পাঠানোর পুরো খরচ পিতা-মাতাকে ফেরত দিয়েছি। কিন্তু পিতা-মাতা ও ভাইয়েরা তা অস্বীকার করছে। তারা বলছে, টাকা না দিলে আমাকে বাড়িতে যেতে দেওয়া হবে না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, সিংগাপুর।

উত্তর : বর্ণনামতে পিতা-মাতা ও ভাইয়েরা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যদি ভাইয়ের অবদান অস্বীকার করে এবং যুলুম করে, তাহ'লে তারা কবীরা গুনাহগার হবে। এক্ষেত্রে উক্ত প্রবাসী ভাই সমাজ নেতাদের সহায়তা নিয়ে বিষয়টি মীমাংসার উদ্যোগ নিবেন। অথবা প্রচলিত আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। অথবা তাদের বিচারের ভার আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিবেন ও তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করবেন।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেকের আয়-রোযগার তার নিজস্ব। আল্লাহ বলেন, 'মানুষ সেটুকুই পায়, যেটুকুর জন্য সে চেষ্টা করে' *(নাজম ৫৩/৩৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের উপর হারাম হ'ল তার রক্ত, তার তার সম্পদ ও তার সম্মান' *(মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯)*। তিনি বলেন, 'কোন ব্যক্তির সম্পদ তার ভাই-এর জন্য হালাল নয়, যতক্ষণ না সে তাকে খুশী মনে তা প্রদান করে। আর তোমরা যুলুম করো না'...*(বায়হাক্বী হা/১১৩০৪; ইরওয়া হা/১৪৫৯-এর আলোচনা ১/২৮১, সনদ হাসান)*। যেহেতু 'সন্তান তার পিতার পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত *(তিরমিযী হা/১৩৫৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/২৭৭০)*, সেহেতু তিনি সন্তানের উপার্জন থেকে নিজের প্রয়োজন মত নিতে পারেন। কিন্তু সেটি অন্য সন্তানকে দিতে পারেন না, যদি না সম্পদের মালিক খুশী মনে অনুমতি দেন।

বর্তমান কালে প্রায়শই প্রবাসীদের ওপর তাদের পরিবারের সদস্যরা অর্থ-সম্পদ প্রেরণের জন্য যে অনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেন, তা নিতান্তই অন্যায়। এমন কর্ম থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২১/৪২১) : গরুর গোশত খাওয়াতে শারীরিক কোন ক্ষতি রয়েছে কি? এ ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা জানাবেন।

-রফীকুল ইসলাম

মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : গরুর গোশত খাওয়াতে যেমন উপকারিতা রয়েছে, তেমনি কিছু স্বাস্থ্যগত ক্ষতিও রয়েছে। ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, এ্যালার্জি, এ্যাজমা, হাই-প্রেসার ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ডাক্তাররা বিশেষত গরুর গোশত খেতে নিষেধ করেন। রাসূল (ছাঃ) থেকে গরুর গোশতের ক্ষতি সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন তিনি বলেন, গরুর দুধে সুস্থতা রয়েছে, ঘিতে নিরাময় রয়েছে এবং গোশতে ব্যাধি রয়েছে *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৩৩)*। উল্লেখ্য যে, গরুর গোশতে অপকারিতা থাকা সত্ত্বেও হালাল খাদ্য হিসাবে তা ভক্ষণ করতে বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের সময় গরু দ্বারা তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছিলেন *(বুখারী হা/২৯৪; মুসলিম হা/১২১১)*। আলবানী বলেন, গরুর গোশতে ব্যাধি রয়েছে এর অর্থ হল অধিকহারে খাওয়ার মধ্যে ব্যাধি রয়েছে। সীমিত খেলে ক্ষতি নেই *(সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, টেপ নং ৩৮৯)*। হাদীছগুলির উদ্দেশ্য হ'ল খাদ্যবস্তুর মূল বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা। এছাড়া উপকার ও ক্ষতি নির্ভর করে খাদ্যগ্রহণকারীর অবস্থার উপরে। যেমন লো-প্রেসারে গরুর গোশত উপকারী। আমাশয়ে ঘি ও দুধ ক্ষতিকর। আর যেকোন খাদ্য অতিরিক্ত খেলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হয়।

প্রশ্ন (২২/৪২২) : কিছু অর্থ এক বছর যাবৎ জমা আছে। কিন্তু যাকাত প্রদানের পূর্বে আরো কিছু অর্থ জমা হ'ল। এক্ষণে পুরোটার যাকাত দিতে হবে কি?

- আব্দুর রাক্বীব

বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : প্রশ্নমতে পূর্বে জমাকৃত অর্থ যদি নিছাব পরিমাণ হয়, তবে বছরান্তে কেবল উক্ত অর্থেরই যাকাত দিতে হবে এবং অতিরিক্ত যোগ হওয়া অর্থ নতুনভাবে হিসাব করতে হবে।

এরপর যদি পরবর্তী বছরান্ত পর্যন্ত তা জমা থাকে, তবে তার যাকাত একত্রিতভাবে আদায় করতে হবে। কিন্তু উক্ত জমাকৃত অর্থ যদি কোন ব্যবসায়ের লভ্যাংশ থেকে আসে, তবে সে অর্থ মূল সম্পদের সাথে মিলিয়ে একত্রিতভাবে যাকাত দিতে হবে। আর চাকুরীজীবীগণ যদি মাসে মাসে সম্পদ জমা করেন, তবে নিয়ম হল প্রতি মাসে তার সঞ্চয়ের হিসাব রাখবেন। অতঃপর যখন তা নিছাব পরিমাণ হবে ও তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হবে তখন যাকাত দিবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৯/২৮০)*।

প্রশ্ন (২৩/৪২৩) : জমি বা বাড়ী বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী বা আত্মীয়-স্বজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আবুল বারাকাত, খুলনা।

উত্তর : এ ব্যাপারে শরী'আতের স্পষ্ট নির্দেশনা আছে। যৌথ মালিকানা বা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশীদারের কাছে কিংবা প্রতিবেশীর কাছে বিক্রয় করতে হবে। একে শরী'আতের পরিভাষায় শুফ'আ বলে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জমি অথবা (খেজুর) বাগানে যদি কারু কোন শরীক থাকে, তবে ঐ শরীকের অনুমতি না নিয়ে সে (অংশ) বিক্রি করতে পারবে না। সে চাইলে গ্রহণ করবে, না চাইলে ছেড়ে দিবে *(মুসলিম হা/১৬০৮; মিশকাত হা/২৯৬২)*। অর্থাৎ অংশীদার বা প্রতিবেশীকে জমি বিক্রয়ের কথা জানাবে। তারা না নিলে অন্যত্র বিক্রয় করবে। তিনি আরও বলেন, 'প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফ'আর অধিক হকদার। তাদের উভয়ের যাতায়াতের একই পথ হ'লে তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে *(আবুদাউদ হা/৩৫১৮; ইবনু মাজাহ হা/২৪৯৪; মিশকাত হা/২৯৬৭)*। এ বিষয়ে আমর ইবনু শারীদ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য *(বুখারী হা/২২৫৮)*। শুফ'আ দাবী করার জন্য মেয়াদ নির্ধারিত না থাকলেও দাবীদারদের কর্তব্য হবে বিষয়টি জানার পর দাবী উত্থাপনে বিলম্ব না করা *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৫/২৪১)*।

প্রশ্ন (২৪/৪২৪) : স্বামী-স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সপরিবারে হজ্জে গমনের প্রাক্কালে হঠাৎ স্বামীর মৃত্যু ঘটে। এক্ষণে স্ত্রী কি ইদ্দত পালন করবে না কি সন্তানের সাথে হজ্জে গমন করবে?

-হুমায়ূন কবীর, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : স্বামীর মৃত্যুর পর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন স্ত্রীর জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য *(বাক্বারাহ ২/২৩৪, বুখারী হা/১২৮০, মুসলিম হা/১৪৮৬, মিশকাত হা/৩৩৩০)*। এ সময় কেবল যরূরী প্রয়োজন ছাড়া তার জন্য ঘর থেকে বের হওয়া বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় হজ্জ পালন স্থগিত করবে এবং পরবর্তীতে সুযোগ মত আদায় করবে। উল্লেখ্য যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলে বাড়ির নিকটবর্তী থাকলে ফিরে আসবে। আর দূরে চলে গেলে সেখানেই ইদ্দত পালন করবে। মেয়াদ পূর্ণ না হ'লে অবশিষ্ট দিনগুলো বাড়িতে এসে পালন করবে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৮/১৬৭; মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনুল উছায়মীন ২১/৬৮)*।

প্রশ্ন (২৫/৪২৫) : ফজর বা আছরের ছালাতরত অবস্থায় সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হ'লে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে কি?

-আব্দুর রঊফ, তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ছালাত বাতিল হবে না। বরং ছালাত পূর্ণ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের কেউ যদি সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে আছরের ছালাতের এক সিজদা পায়, তাহ'লে সে যেন ছালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্য উদিত হবার পূর্বে ফজরের ছালাতের এক সিজদা পায়, তাহ'লে সে যেন ছালাত পূর্ণ করে নেয় *(বুখারী হা/৫৫৬; মিশকাত হা/৬০২)*। কারণ কাযা ছালাত যে কোন সময় পড়া যায় এমনকি নিষিদ্ধ সময়েও। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করতে ভুলে যায় অথবা আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, তার কাফ্ফারা হ'ল, যখনই তার স্মরণ হবে ছালাত আদায় করে নিবে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার একমাত্র কাফ্ফারা হ'ল ঐ ছালাত আদায় করে নেয়া *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩,৬০৪)*। উলেখ্য, যে তিনটি সময়ে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে, তা মূলতঃ সাধারণ নফল ছালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক্বাযা ছালাত, জানাযার ছালাত, তাহিইয়াতুল মাসজিদ, ত্বাওয়াফ শেষে দু'রাক'আত নফল ছালাত প্রভৃতি বিশেষ কারণযুক্ত ছালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/৮১)*।

প্রশ্ন (২৬/৪২৬) : কাঁচা পেয়াজ-রসুন খেলে যদি ফেরেশতারা তার নিকট থেকে চলে যায়, তবে তা খাওয়া সব সময়ের জন্য হারাম হবে কি?

-আকলীমা আখতার
কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

উত্তর : পিয়াজ ও রসুন হালাল এবং অনেক উপকারী খাদ্যবস্তু হওয়া সত্ত্বেও এর তীব্র গন্ধ অন্যের জন্য কষ্টকর হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) কাঁচা পিয়াজ ও রসুন খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞা কেবল মসজিদে জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত। অবশ্য রান্না করা পিয়াজ ও রসুন খেতে কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি তোমরা খেতেই চাও, তবে রান্নার মাধ্যমে এ দু'টিকে মেরে ফেল (অর্থাৎ পাকিয়ে গন্ধমুক্ত করে ফেল)' *(আবুদাঊদ হা/৩৮২৭; মিশকাত হা/৭৩৬)*। কাঁচা পিয়াজ-রসুন মাকরূহ হওয়ার মূল কারণটি হ'ল এর তীব্র গন্ধ। খাওয়ার পরে মিসওয়াক বা পেস্ট-ব্রাশের মাধ্যমে মুখ পরিষ্কার করলে ও গন্ধ দূর হ'লে আর সমস্যা থাকে না। একইভাবে অপরিষ্কার ও কটু গন্ধযুক্ত পোষাক পরে বা বিড়ি-সিগারেট খাওয়া মুখে মসজিদে বা মানুষের মধ্যে বসা অপসন্দনীয় কাজ। উল্লেখ্য, অনেকের মুখ থেকে সর্বদা দুর্গন্ধ বের হয়। যা তিনি বুঝতে পারেন না। অথচ পাশের লোক বিব্রত বোধ করে। এটি একটি রোগ। যা চিকিৎসার মাধ্যমে দ্রুত নিরাময় করা আবশ্যক।

প্রশ্ন (২৭/৪২৭) : ঘুমানোর সময় সূরা মারিয়াম পাঠ করার ব্যাপারে শরী'আতে কোন নির্দেশনা আছে কি?

-আতীকা, নতুনহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ঘুমানোর সময় সূরা মারিয়াম পাঠের বিশেষ কোন ফযীলত নেই। উক্ত মর্মে যে বর্ণনাটি বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যায় তা 'জাল' *(তাফসীরে ছা'লাবী ৬/২০৫; তাফসীরুল ওয়াসীত্ব ৩/১৭৪; যামাখশারী, বায়যাভী)*। উক্ত বর্ণনায় সালামুত ত্বাবীল নামক একজন জাল বর্ণনাকারী আছে। তাছাড়া হারূণ বিন কাছীরও দুর্বল রাবী *(ইবনু হিব্বান, আল-মাজরূহীন ১/৩৩৯; লিসানুল মীযান ৬/১৮১)*।

প্রশ্ন (২৮/৪২৮) : সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মসজিদে না গিয়ে বাসায় জামা'আত করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আছিফ মাহমূদ, ধাপ, রংপুর।

উত্তর : সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাসায় জামা'আত করে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং তার কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে উপস্থিত হ'ল না, তার ছালাত হ'ল না' *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহুল জামে' হা/৬৩০০)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, সে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করবে, তার উচিত সে যেন এই ছালাত সমূহ আদায়ের প্রতি যত্ন রাখে। যেখানে তার জন্য আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ মসজিদে)। কেননা মহান আল্লাহ তোমাদের নবী (ছাঃ)-এর নিমিত্তে হেদায়াতের পন্থা সমূহ নির্ধারণ করেছেন। আর নিশ্চয় এই ছালাত সমূহ হেদায়াতের অন্যতম পন্থা ও উপায়। যদি তোমরা (ফরয) ছালাত নিজেদের ঘরেই পড়, যেমন এই পিছিয়ে থাকা লোকগুলো নিজ নিজ ঘরে ছালাত পড়ে, তাহ'লে তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার করবে' *(মুসলিম হা/৬৫৪; মিশকাত হা/১০৭২)*। তিনি আরও বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে হেদায়াতের রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়েছেন। এই সকল রীতি-নীতির একটি হ'ল সেই মসজিদে ছালাত আদায় করা, যেখানে আযান দেয়া হয়েছে' *(মুসলিম হা/৬৫৪; মিশকাত হা/১০৭২)*।

প্রশ্ন (২৯/৪২৯) : মেহরাবের একপাশে আল্লাহ ও অপরপাশে মুহাম্মাদ লেখা মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সোহেল রানা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা যারা এগুলি করেন, তারা অধিকাংশই বরকত মনে করে অথবা অজ্ঞতাবশে করে থাকেন। স্মর্তব্য যে, মসজিদের মেহরাবের উপরে এক পার্শ্বে 'আল্লাহ' অপর পার্শ্বে 'মুহাম্মাদ' লেখা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। এতে আল্লাহ ও রাসূলকে তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে সমান গণ্য করা হয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, নং ৮৩৭৭, ১/৮২ পৃ.)*। এইসব লেখার পিছনে সাধারণতঃ ছূফীদের চালুকৃত শিরকী আক্বীদা কাজ করে যে, যিনিই আল্লাহ তিনিই মুহাম্মাদ। অর্থাৎ আল্লাহই মুহাম্মাদ-এর রূপ ধারণ করে দুনিয়াতে এসেছেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। যার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ছূফীদের আবিষ্কৃত মীলাদ মাহফিলে পঠিত উর্দূ কবিতার মাধ্যমে। যেখানে বলা হয়, *'ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কার, উতার পাড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মোছতফা হো কার'*। অর্থ: আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মুছতফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হ'লেন তিনি' *(নাঊযুবিল্লাহ)*। অতএব আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা থেকে মসজিদকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৩০/৪৩০) : আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব ছালাতে একটি সিজদা ছুটে গেলে পরবর্তীতে পুরো রাক'আত পড়ার ব্যাপারে বলা হ'লেও কেবল সাহো সিজদা দিয়ে শেষ করেছেন। এক্ষণে মুছল্লীদের জন্য করণীয় কি?

-সজীব আলী, শ্যামপুর, মেহেরপুর।

উত্তর : রুকূ-সিজদা ছালাতের রুকন। আর কোন রুকন ছাড়া পড়লে ছালাত বাতিল হয়। তাই এরূপ অবস্থায় কেবল সহো সিজদা যথেষ্ট নয়, বরং অতিরিক্ত এক রাক'আত আদায় করতে হবে এবং সহো সিজদা দিতে হবে *(উছায়মীন, শারহুল মুমতে' ৩/৩৭১-৭২; আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৭৭)*।

স্মর্তব্য যে, ছালাতের কোন রুকন আদায় করতে ভুলে গেলে তা পুনরায় আদায় করতে হয় এবং সহো সিজদা দিতে হয়। একদা রাসূল (ছাঃ) ভুলবশতঃ রাক'আত সংখ্যা কম হ'লে তিনি বাকী রাক'আত আদায় করেন এবং সহো সিজদা দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭)*। আর কোন ওয়াজিব বা সুন্নাত ছেড়ে দিলে কেবল দু'টি সহো সিজদা দিলেই যথেষ্ট হবে। যেমন একবার প্রথম তাশাহহুদ ছুটে গেলে তিনি কেবল সহো সিজদা দেন *(বুখারী হা/৮২৯; মুসলিম হা/৫৭০; মিশকাত হা/১০১৮)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৩১) : আমি হদযোগ্য বড় গুনাহ করে ফেলেছি। এক্ষণে আমার জন্য করণীয় কি? কুরআনী ঘোষণা অনুযায়ী কি আমার জন্য পূত-পবিত্র নারীকে বিবাহ করা হারাম?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : এজন্য প্রথমে অনুতপ্ত হয়ে পুনরায় উক্ত পাপ না করার দৃঢ় প্রত্যয়ে তওবা করতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা হদযোগ্য পাপ থেকে দূরে থাক। যে ব্যক্তি এর শিকার হবে সে যেন তা গোপন রাখে এবং আল্লাহর নিকট তওবা করে। কেননা কারো অপরাধের কথা আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়ে গেলে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী আমরা হদ জারী করব *(হাকেম হা/৭৬১৫; ছহীহাহ হা/৬৬৩)*। আর নিজে পুত-পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর কোন সতী নারীকে বিবাহ করায় কোন বাধা নেই। কুরআনে এসেছে, 'আর ব্যভিচারী পুরুষ বিয়ে করতে পারে না ব্যভিচারিণী বা মুশরিক নারীকে ব্যতীত। (অনুরূপভাবে) ব্যভিচারিণী নারী বিয়ে করতে পারে না ব্যভিচারী বা মুশরিক পুরুষকে ব্যতীত (যে ব্যভিচারকে হারাম মনে করে না)। মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে' *(নূর ২৪/৩)*। এই আয়াতের অর্থ ব্যভিচারী পুরুষেরাই কেবল ব্যভিচারী নারীদের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, যদি সে তওবা করে তবেই কেবল উক্ত নারী বা পুরুষের সাথে অন্য মুমিন পুরুষ বা নারীর বিবাহ সিদ্ধ হবে, নইলে নয়' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা নূর ৩ আয়াত)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৩২) : আমার এক লক্ষ টাকা আছে। কিন্তু নিজে ব্যবসা করা সম্ভব নয়। এক্ষণে মাসিক ২৫০০ টাকা লাভ প্রদানের শর্তে কাউকে উক্ত টাকা প্রদান করা যাবে কি?

-মামূন, জয়পুরহাট।

উত্তর : নির্ধারিত লাভের শর্তে অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে না। এমনটি করলে তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ঋণের বিনিময় লাভ করা হয়, তা সূদ *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৩৯৭)*। অতএব উক্ত টাকা কোন সৎ ব্যবসায়ীকে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে প্রদান করতে হবে। পরস্পরে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ী তাকে লভ্যাংশ প্রদান করবে।

প্রশ্ন (৩৩/৪৩৩) : আমি দৈনিক পত্রিকা বিক্রয়ের ব্যবসা করি। অধিকাংশ পত্রিকায় অশালীন কিছু ছবি থাকেই। এক্ষণে এ ব্যবসা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল আযীয, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর : যে সকল পত্র-পত্রিকা মূলত সংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়, তার ব্যবসা মৌলিকভাবে নাজায়েয নয়। আর এতে যে সকল অশালীন ছবি প্রকাশিত হয়, তার জন্য বিক্রেতা দায়ী হবে না, বরং পত্রিকার প্রকাশকগণ দায়ী হবেন। তবে তাক্বওয়ার দাবী হ'ল, অশ্লীলতা প্রচারে সহায়ক হ'লে এ সকল পত্রিকার ব্যবসা পরিহার করা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৩৪) : পূর্বে ডিভোর্স হওয়া কোন নারীকে পরবর্তীতে বিবাহ দেওয়ার সময় ডিভোর্সের বিষয়টি গোপন রাখা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এরূপ সংবাদ গোপন রাখা যাবে না। কারণ পরবর্তীতে জানাজানি হ'লে সংসারে অশান্তি নেমে আসতে পারে। আল্লাহ বলেন, তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না *(বাক্বারাহ ২/৪২)*। অপরদিকে এটা দোষ গোপন করার পাপ হবে।

প্রশ্ন (৩৫/৪৩৫) : ঈদের দিনে ছালাতের পূর্বে মাইকে উচ্চস্বরে তাকবীর ধ্বনি দেওয়া কিংবা অন্যকে দিতে বলা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম,
ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। এভাবে তাকবীর ধ্বনি বলা ও বলতে বলা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। প্রখ্যাত তাবেঈ মুজাহিদ বলেন, আবু হুরায়রা ও ইবনু ওমর যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকে বাযারে বের হতেন এবং সশব্দে তাকবীরধ্বনি দিতেন। তাদের তাকবীর শুনে লোকেরাও তাকবীর দিতেন। তারা কেবল এই কাজের জন্যই বাযারে আসতেন *(ফাকেহী, আখবারু মাক্কা হা/১৬৪৪; বুখারী হা/৩৭৫, ৪/১২২ পৃ.; ইরওয়া হা/৬৫১, সনদ ছহীহ)*। ওমর (রাঃ) মিনায় নিজের তাঁবুতে তাকবীর বলতেন। মসজিদের লোকেরা তা শুনে তারাও তাকবীর বলতেন এবং তাদের তাকবীর শুনে বাযারের লোকেরাও তাকবীর বলতেন। ফলে সমস্ত মিনা তাকবীরের আওয়াযে গুঞ্জরিত হয়ে উঠত *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৬০৬১; আখবারু মাক্কা হা/২৫৮০; বুখারী হা/৩৭৬, ৪/১২৪ পৃ.)*। মায়মূনা (রাঃ) কুরবানীর দিন তাকবীর বলতেন এবং মহিলারা আবান বিন ওছমান ও ওমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ)-এর পিছনে আইয়ামে তাশরীক্বের রাত্রিগুলিতে মসজিদে পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর বলতেন *(বুখারী হা/৩৭৬, ৪/১২৪ পৃ.)*। তবে এর মাধ্যমে যেন কেউ জামা'আতবদ্ধ যিকিরের দলীল না নেন, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ জামা'আতবদ্ধ যিকির বিদ'আত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৪/২৬৯)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৩৬) : শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি জামাইয়ের কর্তব্য কী কী?

-এম.এম. নূরুদ্দীন, সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি জামাইয়ের অবশ্য পালনীয় শারঈ কোন কর্তব্য নেই, যেমনটি তার স্বীয় পিতা-মাতার প্রতি রয়েছে। তবে নিকটাত্মীয় হিসাবে তাদের প্রতি সদাচরণ করবে এবং প্রয়োজনে তাদের জন্য খরচ করবে। আল্লাহ বলেন, তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। আর তোমার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। অত্র আয়াতে নিজ বংশ ও শ্বশুর বংশের উল্লেখ করার মাধ্যমে উভয় বংশের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। অতএব উভয় বংশের সম্মান রক্ষা করা ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিশীল থাকা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য। কারণ এই দুই বংশের মিলন ব্যতীত পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব লাভ সম্ভব হ'ত না। অতএব পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীদের এমন চরিত্রের হওয়া উচিত, যেন সন্তানেরা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং নিজেরা উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জেনে রেখ! তোমাদের যেরূপ অধিকার রয়েছে তোমাদের স্ত্রীদের উপর, তোমাদের স্ত্রীদেরও তদ্রূপ অধিকার রয়েছে তোমাদের উপর (কাজেই উভয়ের প্রতি উভয়ের অধিকার আদায় করা কর্তব্য) *(তিরমিযী হা/১১৬৩)*। অতএব স্ত্রীর পিতা-মাতা হিসাবে শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি জামাইয়ের সহানুভূতিশীল হওয়া এবং সদাচরণ করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩৭/৪৩৭) : অবিবাহিত ছেলে ও মেয়ে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরে মেয়েটি গর্ভবতী হ'লে তাদের বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষণে গর্ভাবস্থায় বিবাহ কি জায়েয? আর পেটের সন্তানটির হুকুম কী হবে?

-রহিদুল ইসলাম ফেরদৌস
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : বর্ণিত প্রেক্ষাপটে গর্ভে সন্তান আসা অবস্থায় বিবাহের হুকুম সম্পর্কে বিদ্বানদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতে, তাদের মাঝে বিবাহ জায়েয *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ ২৯/৩৩৮-৩৩৯)*।

কেননা প্রথমতঃ কোন হারাম কাজের কারণে হালাল বস্তু হারাম হয় না। দ্বিতীয়তঃ এতে সেই সন্তানের পরিচয় নির্ধারণে সংমিশ্রণ সৃষ্টির আশংকা নেই। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, তার প্রথম কাজটি হারাম এবং দ্বিতীয় কাজটি হালাল। আর যে ব্যক্তি তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবূল করেন *(আল-মুদাউওয়ানাহ ২/১৭৩)*।

ইসলামী শরী'আত মোতাবেক হদ্দের শাস্তি আরোপের পর এই বিবাহ সংঘটিত হবে। তবে এ দেশে ইসলামী আইন কার্যকর না থাকায় এই পাপের জন্য তাদেরকে খাঁটি তওবা করতে হবে। এমতাবস্থায় অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, পেটের সন্তানটি মায়ের দিকে সম্পৃক্ত হবে এবং কেবল তার সম্পদের ওয়ারিছ হবে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, ৬/৩৪৫; উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়া, ৩/৩৭০)*। কেননা ব্যভিচারের সন্তান পিতার দিকে সম্পৃক্ত হয় না এবং তার সম্পদের ওয়ারিছও হয় না *(আহমাদ হা/৭০০২, আবূদাউদ হা/২২৬৫, সনদ হাসান)*। অবশ্য যেনাকারী নারী অবিবাহিতা হ'লে সে সন্তান এমন পিতার দিকে সম্বন্ধিত হবে বলে মতপ্রকাশ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা, ইবনু তায়মিয়া প্রমুখ বিদ্বান *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী, ৬/৩৪৫; মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/১১২-১১৩)*। যদিও প্রথম মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন (৩৮/৪৩৮) : মসজিদ বা ঈদগাহ নির্মাণের জন্য শর্ত সাপেক্ষে জমি ওয়াক্ফ করা যাবে কি? ওয়াক্ফকারী ব্যক্তি কি তাতে নিজস্ব ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কোন শর্তারোপ করতে পারেন? তিনি কি সেই মসজিদ বা ঈদগাহে কাউকে আসতে নিষেধ করতে পারেন?

-মুহাম্মাদ এস. আলম
বেলঘরিয়াহাট, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : শর্ত সাপেক্ষে ওয়াক্ফ করা জায়েয, যদি তা বৈধ ও ন্যায়সঙ্গত হয় *(বুখারী হা/২৭৩৭; মিশকাত হা/৩০০৮, ইবনু কুদামাহ আল-মুগনী ৬/৮)*। কিন্তু প্রশ্নমতে মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগাহ, কবরস্থান প্রভৃতি জনস্বার্থে প্রতিষ্ঠিত স্থানের জন্য ওয়াক্ফ করা জমিতে ব্যক্তিগত স্বার্থসূচক কোন শর্তারোপ করা যাবে না। কেননা এগুলি আল্লাহ্র জন্যই নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে এমন কোন শর্তারোপ করা যাবে না যা আল্লাহ্র হুকুমের বিরোধী হয় এবং দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের লক্ষ্যে করা হয়। যদি এরূপ করা হয়, তবে তা বাতিল হবে। একজন মুমিনকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে, কিসে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। সুতরাং ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করার পর এমন কোন শর্তারোপ করা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়, যাতে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হন এবং সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩১/৬৩-৬৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, লোকেদের কী হ'ল? তারা এমন সব শর্ত করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। যদি কেউ এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, সে শর্ত বাতিল। যদিও তা একশ' শর্ত হয়' *(বুখারী হা/২৫৬১; মুসলিম হা/১৫০৪; মিশকাত হা/২৮৭৭)*।

অপরপক্ষে কোন মুসলিম অপর মুসলিমকে মসজিদে ছালাত আদায় থেকে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে না। মসজিদে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'তার চাইতে বড় যালেম আর কে আছে, যে আল্লাহ্র মসজিদ সমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলিকে বিরান করার চেষ্টা চালায় *(বাক্বারাহ ২/১১৪)*। এক্ষণে উক্ত জমির ওয়াক্ফকারী হিসাবে নিজের বড়ত্ব যাহির করে এরূপ কাজ করলে তিনি অবশ্যই গোনাহগার হবেন। তাকে আল্লাহ্র নিকট তওবা করতে হবে এবং মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। নতুবা ওয়াক্ফের নেকী থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন।

প্রশ্ন (৩৯/৪৩৯) : কোন ব্যক্তির মাঝে মুনাফিকের আলামত দেখা গেলে তাকে মুনাফিক বলে ডাকা যাবে কি?

-আব্দুল মাজেদ, কাউনিয়া, রংপুর।

উত্তর : তাকে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত করা যাবে না। আল্লাহ বলেন, আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট *(হুজুরাত ৪৯/১১)*। সর্বোচ্চ হয়ত এতটুকু বলা যেতে পারে যে, তার মধ্যে মুনাফিকের একটি আলামত রয়েছে *(বুখারী হা/৩৪; মুসলিম হা/৫৮; মিশকাত হা/৫৬)*। ইতবান ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) সকালে আমার কাছে আসলেন। তখন এক লোক বলল, মালিক ইবনু দুখশুন কোথায়? আমাদের এক ব্যক্তি বলল, সে তো মুনাফিক; সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে না। তা শুনে রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি এ কথা বলনি যে, সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চেয়ে লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্ বলে? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, যে কোন বান্দা ক্বিয়ামতের দিন ঐ কথা নিয়ে উপস্থিত হবে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দেবেন *(বুখারী হা/৬৯৩৮; মুসলিম হা/২৬৩)*। অতএব অপরকে এমন গালি দেওয়া পরিহার করে নিজের আমল সংশোধনের চেষ্টায় রত হ'তে হবে।

প্রশ্ন (৪০/৪৪০) : শিশুকালে পিতা-মাতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় আমি মামার বাড়িতে মানুষ হই। পিতা কখনো আমার কোন দায়িত্ব পালন করেননি। আর আমার সাথে কথা বলতে চাইলেও আমি কখনো বলিনি। এতে আমার কোন গোনাহ হবে কি? তিনি আমার ব্যাপারে কোন দায়িত্ব পালন না করায় তার প্রতি আমার কোন দায়িত্ব আছে কি?

-বদরুদ্দোজা শেখ
ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : জন্মদাতা পিতা দায়িত্ব পালন না করলেও তার সাথে সদাচরণ করতে হবে। পিতা দায়িত্ব পালন না করার কারণে গুনাহগার হবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। কিন্তু এই কারণে সন্তানও পিতার সাথে অসদাচরণ করলে সেও গুনাহগার হবে। কেননা শরী'আতের নির্দেশ হ'ল সর্বাবস্থায় সাধ্যমত জন্মদাতা পিতার সাথে সদাচরণ করা *(ইসরা ১৪/২৩,২৪)*। আল্লাহ বলেন, যদি পিতা-মাতা তোমাকে শিরক করার জন্য চাপ দেয়, তবে তাদের আনুগত্য করো না। কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদাচরণ বজায় রাখ' *(লোকমান ৩১/১৫)*।